সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ফাইলবন্দি বাংলাদেশের নতুন নাগরিকত্ব আইন

ঢাকা : একটি দেশের রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি নাগরিকত্ব আইন। সময়ের প্রয়োজনে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

ঋণ খেলাপিতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ

ঢাকা :৩৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ খেলাপি ঋণের হার নিয়ে বৈশ্বিক তালিকার শীর্ষে রয়েছে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

II Weekly Bangladesh II New York, Vol. 29 ● Issue 05 ● Thursday, 09 July 2026 ● ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩, ২৪ মহররম ১৪৪৮

বিদেশিদের জন্য ভিসানীতি সহজ করছে বাংলাদেশ

ঢাকা : বিদেশি বিনিয়োগকারী, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশে আসার পথে দীর্ঘসূত্রতা কমাতে নতুন ভিসানীতি চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রায় দুই দশকের পুরোনো ভিসা কাঠামো বদলে বিদেশিদের বাংলাদেশে আগমন ও প্রস্থানকে সহজ, দ্রুত এবং একইসঙ্গে নিরাপত্তানির্ভর করতে প্রণয়ন করা হচ্ছে 'ভিসানীতি-২০২৬'। গত ২ জুলাই সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাবিত নতুন ভিসানীতির খসড়া নিয়ে আলোচনা *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

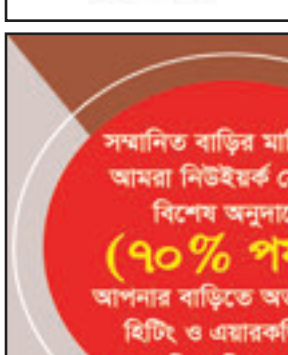

পেনসিলভানিয়ায় ফুড ডেলিভারির সময় গুলিতে নিহত বাংলাদেশি

ফিলাডেলফিয়া: নিউইয়র্কের পাশের স্টেট পেনসিলভেনিয়ারী ফিলাডেলফিয়ায় খাবার পৌঁছে দিতে গিয়ে গুলিতে নিহত হয়েছেন এক বাংলাদেশি ডেলিভারিম্যান। নিহতের *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

ক্ষমতার জন্য আওয়ামী লীগ কী না করেছে!

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : ক্ষমতার রাজনীতিতে সাফল্য লাভের কৌশল নির্ধারণের একটি বিজ্ঞান আছে, যা 'সায়েন্স অব গ্র্যাটিফিকেশন' বা 'তুষ্টিবিজ্ঞান' *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

বিশ্বকাপ উন্মাদনায় বাংলাদেশে নিহত ১০

ঢাকা : বিশ্বকাপ ফুটবল ঘিরে দুনিয়াজুড়ে বইছে উন্মাদনার ঝড়। ফুটবলের সবচেয়ে বড় এই আসরে বাংলাদেশ খেলার সুযোগ না পেলেও এখানে উত্তেজনার কমতি নেই। জনপ্রিয় দলগুলোর সমর্থকরা, বিশেষ করে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল- *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বড় রদবদল

ঢাকা : বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পাঁচ মাসের মাথায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বড় ধরনের রদবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে নতুন পররাষ্ট্রসচিব নিয়োগের পাশাপাশি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, দিল্লি ও লন্ডনে হাইকমিশনার এবং জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি পদে নতুন ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে যাচ্ছে সরকার। এর মধ্যে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

জাতিসংঘে পরবর্তী স্থায়ী প্রতিনিধি আইরিন খান

ঢাকা : আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক মহাসচিব আইরিন খানকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের *(বাকি অংশ ১২ পাতায়)*

বিদেশ থেকে লাশ হয়ে ফিরছেন প্রবাসীরা

ঢাকা : উন্নত জীবনের প্রত্যাশা আর পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে তাঁরা বিদেশে পাড়ি জমান। কেউ ছুটেন ইউরোপ-আমেরিকায়, আবার কারও গন্তব্য হয় মধ্যপ্রাচ্যে। আর এ ক্ষেত্রে সিলেটের মানুষই বেশি বিদেশে যান। কিন্তু সেই বিদেশেই কাজের সন্ধানে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

বিয়ে করলেই নাগরিকত্ব নয়

বাংলাদেশ ডেস্ক : মার্কিন নাগরিককে বিয়ে করে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ এখন আগের তুলনায় অনেক *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1st Aide Home Care
1st AIDE HOME CARE INC
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
OUR GROUP OF COMPANIES
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায়
অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
GREE MECHANICAL YONKERS
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY

285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"
We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্রাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার চিকিৎসা

- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

সম্পাদকীয়

জুলাই বিপ্লবের বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই

জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালিত হলো দেশজুড়ে। বিপ্লবের দুই বছর পর বাংলাদেশ আজ এক নতুন বাস্তবতায় উপনীত। শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা তার এমন পতন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তারা শেখ হাসিনার রাজনৈতিক পুর্নবাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্যবাদ পুণ:প্রতিষ্ঠার চাপ, হুমকি ও আগ্রাসী তৎ-পরতায় ইন্ধন যুগিয়ে চলছিল। তবে সারাবিশ্ব যখন অর্ন্তবর্তী সরকারকে সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রত্যাশায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন ভারতীয় প্রপাগান্ডা কিছুটা ব্যাকফুটে গিয়ে কৌশল অবলম্বন করলেও আশা করা হচ্ছিল, নির্বাচনের পর হয়তো হেজিমনি এজেন্ডা পরিহার করে স্বাভাবিক প্রতিবেশিসুলভ আচরণ ও কূটনৈতিক বোঝাপড়ায় এগিয়ে আসবে। কিন্তু না, তারা আগের চেয়ে কুৎসিৎ চেহারা নিয়ে হাজির হওয়ার হুমকি ও উস্কানি অব্যাহত রেখেছে। চব্বিশের ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনার পতনের পর ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও দাঙ্গার উস্কানি দিয়েছিল। যে আশা, আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা বুকে ধারণ করে ১৯৭১ সালে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, গত ৫৫ বছরেও তা অর্জিত হয়নি। এই ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গের পেছনে রয়েছে ভারতীয় আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র ও অর্থনৈতিক লুণ্ঠন ব্যবস্থা। এ দেশের মানুষকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে বিভক্ত করে বৈষম্য ও লুণ্ঠন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি মনগড়া ন্যারেটিভ বানিয়ে অর্ধশত বছর ধরে তা ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় মূলধারার গণমাধ্যম, তাদের প্রভাবিত পশ্চিমা গণমাধ্যম এবং দেশে গড়ে ওঠা আদিপত্যবাদী শক্তির বশংবদ কর্পোরেট মিডিয়া সমানতালে সে সব ফ্যাসিবাদী ন্যারেটিভ প্রচার করে জাতিকে স্পষ্টভাবে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে। এর একপাশে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ, গণতন্ত্রকামী সাধারন মানুষ, অন্যদিকে ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট একটি রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠি, ক্ষমতাধর চক্রের দ্বারা পরিপুষ্ঠ আমলা ও সুবিধাভোগি চক্র। তারা সেক্যুলারিজম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী বয়ানের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে, তারা দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস, সাংস্কৃতিক চেতনা ও দেশাত্মবোধকে জঙ্গিবাদি চেতনা, দেশদ্রোহিতা ও পাকিস্তানপন্থা হিসেবে প্রচার করে আসছে। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে দাঁড়ি-টুপি, ধর্মীয় লেবাস. নামাজ ও ইসলামি আমল-আকিদার উপর অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। শত শত আলেম-ওলামাকে বন্দি ও নির্যাতন করা হয়েছে। গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। যদিও জামায়াত শিবির কোনো নিষিদ্ধ সংগঠন ছিল না, শুধুমাত্র নিয়মিত নামাজ পড়ার কারণে শিবির ট্যাগ লাগিয়ে মব সন্ত্রাসের মাধ্যমে মেধাবি শিক্ষার্থীদের আহত-নিহত করার অসংখ্য উদাহরণ আছে। ১৯৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটা করে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের নেতার ধর্ষনের সেঞ্চুরি উদযাপনের ঘটনাও বিশ্বের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এটা শুধু বাংলাদেশে আওয়ামী দু:শাসনেই সম্ভব। অতীতের চেয়ে আওয়ামী দু:শাসন কতগুণ বেড়েছিল ২০০৯ –২০২৪ মেয়াদে? দিশেহারা মানুষ সরকারকে উৎখাত করার আর কোনো বিকল্প দেখেনি। মুক্তির আশায় তারা জীবনের পরোয়া করেনি। তাদের রক্তের নদী, লাশের স্তুপের ওপর অর্জিত বিপ্লবের সাফল্য সহজে অর্থহীন করে তোলার কল্পনা কেবল আওয়ামী লীগ করতে পারে। বিপ্লবের ফসল তোলার আনন্দ জনগণের মাঝে অবশ্যই আছে। চব্বিশের জুলাইয়ে ছত্রিশ দিনের রক্তাক্ত জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বছর শেষেও জাতি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ঐক্যবদ্ধ। আওয়ামী দোসররা অশ্লীল শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে জুলাইয়ের চেতনা ও জুলাই বিপ্লবের স্মৃতিকে অবজ্ঞা, বিদ্রুপ ও গালি দেয়ার দৌরাত্ম্য দেখাচ্ছে। । কিন্ত রাষ্ট্র ধ্বংসকারী ও গণহত্যাকারী ও তাদের প্রকাশ্য সমর্থকদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের ঐক্য ও নিরাপত্তার জন্য বিচারের প্রক্রিয়াকে সমুন্নোত রাখার দৃঢ় পদক্ষেপ অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠি নয়, জাতিকে বিভক্ত করার ভারতীয় আধিপত্যবাদী ন্যারেটিভ আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ। এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতেই হবে। জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা একক কোনো রাজনৈতিক ধারণা নয়। আধিপত্যবাদ বিরোধী নতুন বাংলাদেশের চেতনাকে ধারণ করে। লাখো মানুষের ত্যাগ ও সহস্র প্রাণের বিনিময়ে জুলাইয়ের বিজয় অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই।

০৯-১৫ জুলাই ২০২৬ নামাজের সময়সূচি ২৪ মহররম-০১ সফর ১৪৪৮

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০৯ জুলাই	৩.৫৬	৫.৩৩	০১.০০	৬.০১	৮.২৯	১০.০৬
১০ জুলাই	৩.৫৭	৫.৩৪	০১.০১	৬.০১	৮.২৯	১০.০৫
১১ জুলাই	৩.৫৮	৫.৩৫	০১.০১	৬.০১	৮.২৮	১০.০৫
১২ জুলাই	৩.৫৯	৫.৩৫	০১.০২	৬.০১	৮.২৮	১০.০৪
১৩ জুলাই	৪.০০	৫.৩৬	০১.০২	৬.০১	৮.২৭	১০.০৪
১৪ জুলাই	৪.০১	৫.৩৭	০১.০২	৬.০০	৮.২৭	১০.০২
১৫ জুলাই	৪.০২	৫.৩৮	০১.০২	৬.০০	৮.২৬	১০.০১

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

উপসম্পাদকীয়

কেমন চলছে জাতীয় সংসদ

মহিউদ্দিন আহমদ

সরকারের বয়স চার মাস। এর মধ্যে জাতীয় সংসদের দুটো অধিবেশন হয়ে গেল। সাম্প্রতিক বাজেট অধিবেশনটি ছিল বেশ লম্বা। তবে আলোচনা সব সময় বাজেটকেন্দ্রিক থাকেনি। রাজনৈতিক কথাবার্তা ও বিতর্ক আলোচনার বেশির ভাগ অংশ দখল করে রেখেছিল। বাজেট কী? এটি হলো এক বছরের আয় ও ব্যয়ের একটি আগাম পরিকল্পনা। এখানে অনেক সংখ্যার ব্যবহার আছে। তবে সংখ্যার পেছনে কিছু যুক্তি ও কল্পনা থাকে। মাঝেমধ্যে মনে হয়, এটির বড়ই অভাব। অর্থনীতির ছাত্ররা বাজেট নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাদের ভাষায় এটি হলো 'পাবলিক ফাইন্যান্স'। সবাই তো আর অর্থনীতির ছাত্র নন। তাই বলে এটি কি জনজীবনে প্রাসঙ্গিক নয়?

আমরা যারা পরিবার চালাই, আমাদের মধ্যে যাদের ব্যবসা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে, আছে নানা সংগঠনের নামে কর্মকাণ্ড, আমাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব কষতে হয়। একটা দোকান দিতে, পত্রিকা চালাতে বা বাড়ি বানাতেও বাজেটের দরকার হয়। সুতরাং এটিকে অর্থনীতি শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের একচেটিয়া অধিকার হিসাবে দেখার জো নেই। সবাই এ নিয়ে কথা বলতে পারেন।

কেমন হলো বাজেট? এ নিয়ে সংসদে আমরা একাডেমিক বিতর্ক তেমন দেখিনি। কিছু গৎবাঁধা কথাবার্তা হয়েছে। সংসদের সব সদস্য এটি পড়ে দেখেছেন কি না বোঝা মুশকিল। তাদের কথাবার্তায় বাজেট পাঠের তেমন প্রতিফলন দেখা যায়নি। বাজেট বুঝতে হলে ন্যূনতম কিছু বিদ্যা লাগে। আর লাগে জানা ও শেখার আগ্রহ।

বাজেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে সরকারি দল আর বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে যেসব বিষয়ে বাহাস হয়েছে, তার বেশির ভাগই ছিল রাজনৈতিক। সেসব পুরোনো কথাবার্তা। অমুক দল স্বাধীনতাবিরোধী, তমুক দল স্বাধীনতাবিরোধীদের মন্ত্রী বানিয়েছিল ইত্যাদি। বাজেট ছিল ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য। অনেক সদস্য ১৯৭১ সালের কাসুন্দি ঘাঁটায় বেশি আগ্রহী ছিলেন। তারপরও একাত্তর নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক হয়নি। কটাক্ষ, ব্যক্তি আক্রমণ ও দোষারোপের প্রবণতাই দেখা গেছে বেশি। এসব দেখে ও শুনে মনে হয়, অনেক সংসদ-সদস্য এখনো সাবালক হননি। অবশ্য এটাও ঠিক, বেশির ভাগ সদস্য সংসদে প্রথমবার নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অনভিজ্ঞ আচরণ, বাচালতা, পরিমিতিবোধের অভাব। আশা করি, তারা শিগ্‌গির পারঙ্গম হয়ে উঠবেন।

আমরা দীর্ঘকাল দেশে দ্বিদলীয় রাজনীতির চর্চা দেখেছি। দুটি দল পালা করে দেশ পরিচালনা করেছে। এর শুরু ১৯৯১ সালে। শেষ ২০১৪ সালে। এ সময় আমরা সংসদে দেখেছি সাংঘর্ষিক রাজনীতি। সরকারি দল কারণে-অকারণে বিরোধী দলের ওপর চড়াও হয়েছে। তাদের কথাবার্তায় মনে হতো, বিরোধিতা করাটাই পাপ! আর বিরোধী দল সরকারি দলের সবকিছুতেই 'না' বলত। 'না' বলতে না পারলে আবার কীসের বিরোধী দল! ফলে একটা মারমার-কাটকাট অবস্থা চলেছিল। এর মধ্যেই চলছিল যখন-তখন ওয়াকআউট আর লাগাতার অধিবেশন বর্জন। কখনো কখনো গণহারে পদত্যাগ। সংসদ হয়ে উঠেছিল অকার্যকর। আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

এর মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটে। ২০০৭-২০০৮ সালে সেনা হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে আমরা একটি 'সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' দেখা পাই। এটিকে আমরা বলি এক-এগারোর সরকার। ওই সময় রাজনীতিতে কিছু ওলটপালট হয়। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কিছুটা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। দুবছর পর দেশ আবার আগের নিয়মে ফিরে আসে। অনেকেই ভেবেছিলেন, রাজনীতিকরা এক-এগারো থেকে কিছু শিক্ষা নেবেন। সেটি দেখা যায়নি। আগের মতোই চলতে থাকে সাংঘর্ষিক রাজনীতি। ২০১৪ সালের পর দেশে চালু হয় একটি দলের একচেটিয়া শাসন। সেখানে সংসদের এক পাশের চেয়ারগুলো আলো করে থাকে 'গৃহহপালিত বিরোধী দল'।

২০২৪ সালে একটা প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণ হয়। একচেটিয়া শাসনের পতন ঘটে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা একটি নির্বাচিত সংসদ ও সরকারের দেখা পাই। কোটি টাকার প্রশ্ন হচ্ছে, এ নতুন সংসদ পুরোনো ধারা থেকে কতটা বেরিয়ে আসতে পেরেছে?

সংসদের প্রথম অধিবেশনের শুরুতেই আমরা বিরোধী দলের একটি ওয়াকআউট দেখি। তারা রাষ্ট্রপতির ভাষণ বর্জন করেন। তবে সেটি ক্ষণিকের জন্য। তারা সংসদে আবার ফিরে আসেন। অধিবেশনের পরের দিনগুলোয় বড় ধরনের কোনো ঝামেলা বাধেনি।

দ্বিতীয় অধিবেশনটি ছিল বাজেট নিয়ে। এ অধিবেশনের কয়েকটি দিক উল্লেখ করার মতো। আগে দেখা যেত, যেদিন বাজেট উপস্থাপন করা হতো, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগেই রাস্তায় ব্যানার হাতে মিছিল শুরু হয়ে যেত। বাজেট পেশ করার আগেই তৈরি হয়ে যেত ব্যানার। একদল বলত, এটা গরিব মারার বাজেট; এ বাজেট আমরা মানি না। আরেক দল বলত, এবারের মতো সুন্দর বাজেট অতীতে কখনো হয়নি; দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে আছে। যারা মিছিলে যেতেন, স্লোগান দিতেন, আমি হলফ করে বলতে পারি তারা কেউ কখনো বাজেট প্রস্তাবগুলো পড়ে দেখেননি। বছরের পর বছর আমরা এ তামাশা দেখেছি। এ বছর সেটি হয়নি।

বাজেট উপস্থাপনের পরের দিনগুলোয় দু-এক জায়গায় বাজেট নিয়ে আলোচনা-সেমিনার হয়েছে। সেখানে বক্তারা বাজেটের চুলচেরা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। পত্রিকায় জনমতের প্রতিফলন দেখা গেছে। অধিবেশনের শেষদিকে এসে সরকারি দল নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তাবিত বাজেট পরিমার্জন করেছে। বিরোধী দল থেকে কোনো সংশোধনীর প্রস্তাব আসেনি। হতে পারে, পালটা প্রস্তাব দেওয়ার মতো যথেষ্ট হোমওয়ার্ক তাদের ছিল না। অথবা মোটা দাগে বাজেটটি মেনে নিতে তাদের কোনো অ্যালার্জি ছিল না। এ থেকে একটা ধারণা করা যায়, বাজেট নিয়ে সরকারি দল আর বিরোধী দলের মধ্যে ঝগড়া করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে আমরা সংসদনেতা এবং বিরোধী দলের নেতার দীর্ঘ বক্তব্য শুনলাম। আমরা তো অনেকেই এ ধরনের কথা ওইসব চেয়ার থেকে শুনতে অভ্যস্ত নই। তাই একটু খটকা লাগে। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেছেন, তাদের মধ্যে একটা অলিখিত আঁতাত আছে। আমি এটিকে খুব ইতিবাচক প্রবণতা হিসাবে দেখি। সংসদের দুই বেঞ্চিই আগেকার মারদাঙ্গা সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসেছে। বিশেষ করে সংসদনেতার সঙ্গে বিরোধী দলের নেতার সৌজন্য বিনিময় আমাদের চিরাচরিত গালাগালি ও গলাবাজির রাজনীতির প্রেক্ষাপটে একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

সরকারের স্বাভাবিক মেয়াদ পাঁচ বছর। ১৯৯১ সালের আগে আমরা চারটি জাতীয় সংসদ দেখেছি। কোনোটাই স্বাভাবিক মেয়াদ শেষ করতে পারেনি। তাদের অকালমৃত্যু হয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত আমরা দেখেছি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জগৎজুড়ে মনুষ্যত্বের সংকট

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

রামিসা হত্যার পরে যে প্রতিরোধের মনোভাবটি গড়ে উঠেছিল, সেটি ছিল ব্যাপক; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিশোরী ও কিশোরদের সেই সমাবেশটি, যেটিতে তারা বলেছিল, 'আর না, ধর্ষণ, আর না।' এই 'না' এটা অবশ্য আগেও শোনা গেছে। ধূমপানকে না বলুন, দুর্নীতিকে না বলুন নামে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা হয়েছে। কোনো কোনো স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অসদুপায়কে 'না' বলার শপথ পর্যন্ত নেওয়ানো হয়েছে, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নেতৃত্বে। কিন্তু তাতে ধূমপান, দুর্নীতি, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, এসব যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তা নয়। রয়েই গেছে, বরং লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে। এক সেমিনারে সম্প্রতি বলা হয়েছে দেখলাম, অবৈধভাবে সমুদ্রযাত্রাকে 'না' বলুন। সে পরামর্শও কার্যকর হবে বলে মনে হয় না। দেশের সম্পদ অনবরত বাইরে পাচার হবে, আর দেশের কর্মসংস্থানবিহীন মানুষ ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে যাওয়ার প্রাণ-বাজি-রাখা প্রচেষ্টায় ব্রতী হবে না, এমনটা আশা করাটা অসংগত বৈকি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরোধী গানগুলোর একটি ছিল, 'আর নয় যুদ্ধ, আর নয় মায়েদের, শিশুদের কান্না।' কিন্তু তাতে যুদ্ধ থামবার কথা নয়, থামেওনি। যুদ্ধ থেমেছে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রুশ বাহিনীর হাতে হিটলারের দুর্ধর্ষ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে। সমাজতান্ত্রিক শক্তি জয়ী হয়েছে, পুঁজিবাদী নাৎসিদের পরাভূত করে।

আজকের বিশ্বেও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন 'না' গুলোকে সংগঠিত করে একটি বৃহৎ 'না'তে পরিণত করা চাই। এবং 'না' বলতে হবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দেশকে নয়, গোটা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের যে ফ্যাসিবাদী নৃশংসতা চলছে, তাকেই। বাংলাদেশের দুর্গতিও বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত পুঁজিবাদী ব্যাধির কারণেই। ১৮৪৮ সালে রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখ ছিল যে বিশ্বে ধনী-দরিদ্রের বিভাজন শতকরা ১০ জন বনাম ৯০ জন। সম্প্রতি নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ দাবি করেছেন যে বি-ভাজনটি বর্তমানে উন্নীত হয়েছে একজন বনাম নিরানব্বইজনে। এই বৈষম্য কোনো একটি শাসক গোষ্ঠীকে বিদায় করলেই যে বিদায় নেবে তা নয়, কারণ ফ্যাসিবাদের নৃশংসতা সৃষ্টি কোনো বিশেষ দলের 'কৃতিত্ব' নয়, পুঁজিবাদের ফ্যাসিবাদী চরিত্রটা হচ্ছে বিশ্বজুড়ে বিরাজমান মারাত্মক এক ব্যাধির নাম। আর সে ব্যাধিটা হচ্ছে পুঁজিবাদী উন্নয়ন; যে উন্নয়ন মুনাফা ছাড়া অন্য কিছু চেনে না। স্থূল ভোগবাদ ভিন্ন অন্য কিছুকে মানে না। যার কাজটা হচ্ছে শোষণ ও বৈষম্যে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, এমনকি ব্যক্তির সঙ্গেও তার নিজের বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করা। যেসব ঘটনার বিবরণ দিতে এবং পড়তে গিয়ে ঘৃণা ভিন্ন অন্য কিছু উৎপন্ন হয় না, সে ঘৃণাকে পরিচালনা করা দরকার গোটা ব্যবস্থা যে 'উন্নতি' ঘটাচ্ছে তার বিরুদ্ধে। 'না' বলা চাই গোটা ব্যবস্থাটাকে। পুলিশের পোশাক বদলালেই কি পুলিশি ব্যবস্থার চরিত্র বদলায়?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে অন্য কোনো নামে চিহ্নিত করাটা বিভ্রান্তিজনক। পুঁজিবাদকে চিনে নিতে হবে পুঁজিবাদ হিসেবেই, যার কেন্দ্রে রয়েছে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা। ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম, সেটা যেমন স্থানীয়, তেমনি আন্তর্জাতিক। তবে লড়াইটা তো করতে হবে নিজেদের ভূমিতে দাঁড়িয়েই। এ লড়াই অবশ্যই রাজনৈতিক, কিন্তু এর জন্য প্রস্তুতিটা হওয়া চাই সাংস্কৃতিক। একাত্তরে আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি যে ছিল না, সেটা একটি দুঃখজনক সত্য। ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যরা যেভাবে লড়াই করেছেন এবং প্রাণও দিয়েছেন; তার ভিতরকার জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণাটা তো ছিল পাকিস্তানকে রক্ষা করার। জনচিত্তেও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনা জেগে উঠেছিল। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই সেই উদ্দীপনাকে হটিয়ে দিয়ে, সম্পূর্ণ বিপরীত যে চেতনাকে লালন করে আমরা একাত্তরে লড়েছি, সে চেতনাটা যে দুর্দমনীয় ছিল তা সত্য। কিন্তু চর্চা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাকে সত্তার গভীরে নিয়ে যাওয়ার সময়টা তো পাওয়া যায়নি। যার ফলে যে মুক্ত স্বদেশের কথা আমরা ভেবেছি, সেখানে রাষ্ট্র এবং সমাজের চরিত্রটা কী দাঁড়াবে সেই ধারণাটি পরিষ্কার হয়নি। সমাজতন্ত্রের কথা আসে, না বলে উপায় ছিল না বলেই। যুদ্ধটা পরিণত হয়েছিল জনযুদ্ধে এবং যুদ্ধরত মানুষ ঔপনিবেশিক যুগের শোষণমূলক পুরোনো ব্যবস্থার অধীনেই রয়ে যেতে যে কিছুতেই রাজি হবে না, এটা ছিল সুস্পষ্ট। যুদ্ধকালে নেতৃত্ব ছিল যে আওয়ামী লীগারদের হাতে, তাঁরা মোটেই সমাজতন্ত্রী ছিলেন না। উল্টো ছিলেন সমাজতন্ত্রবিরোধী। কিন্তু সমাজতন্ত্রের কথাটা তাদের বলতে হয়, নির্বাচনের সময়ে ভোট পাওয়ার জন্য। এবং যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকেও নেতৃত্বে বহাল রাখার আত্যন্তিক প্রয়োজনে। ভারতের যে সরকার মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হতে আমাদের সাহায্য করে, তারাও ছিল সমাজতন্ত্রবিরোধীই। এবং তাদের বিশেষ রকমের শত্রুতা ছিল সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গেই। যেজন্য গাত্রে সামান্য বামপন্থি

গন্ধ-আছে-এমন সন্দেহভাজনদেরও তারা মুক্তিবাহিনীতে প্রবেশাধিকার দেয়নি।

কথা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে উপনিবেশবাদী পুরাতন রাষ্ট্রটিকে ভেঙে প্রকৃত অর্থে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং পুরাতন সমাজকে বদলে ফেলে নতুন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার। উপলব্ধি ছিল প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন হবে ব্যক্তিগত মালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা কায়েমের। সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। দুটি কারণে; প্রথম কারণ পাকিস্তানি বুর্জোয়াদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে শাসনক্ষমতা উঠতি বাঙালি বুর্জোয়াদের দখলে চলে যাওয়া। দ্বিতীয় কারণ, স্বাধীনতার সংগ্রামকে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে পরিণত করার কর্তব্য পালনে সমাজতন্ত্রীদের ব্যর্থতা। ব্যর্থতার ওই ইতিহাস করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক। জগৎজুড়ে আজ যে সংকট, সেটি সভ্যতার নয়, এমনকি মানবতারও নয়। সরাসরি মনুষ্যত্বের, এবং তার পেছনে ও সামনে রয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সামাজিক মালিকানার নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলাটাই হচ্ছে মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার একমাত্র কার্যকর উপায়। সেই লক্ষ্যেই প্রয়োজন ব্যাপক সাংস্কৃতিক অনুশীলনের। যে কাজটা শুধু সমাজতন্ত্রীরাই করতে পারেন। এই সত্যটা সর্বক্ষণ সামনে থাকা দরকার যে সংস্কার আবশ্যক বটে, তবে সংস্কারে কুলাবে না; প্রয়োজন হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের, এবং সে পরিবর্তন সম্ভব করে তোলার জন্য সমাজবিপ্লবের কোনো বিকল্প নেই। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাতে কর'। কারাগার ভাঙার সেই সমষ্টিগত আঘাতই এখন প্রয়োজন। নতুন কারাগার তৈরির জন্য নয়, বিশ্বকে পুঁজিবাদের পাষাণ কারাগার থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনে।

ব্যক্তিগত মালিকানার বিপরীতে সামাজিক মালিকানা কীভাবে সফল হয়, তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে ফরিদপুর অঞ্চলের একটি গ্রামে। সেখানে উদ্যোগী এক ব্যক্তি তাঁর পিতা ও পিতামহের কবরের পাশে তিনটি ফুলের চারা রোপণ করেছিলেন। প্রথমটি কামিনীর, দ্বিতীয়টি হাসনাহেনার, তৃতীয়টি শিউলির। একসময়ে গাছে ফুলও ফুটেছিল। কিন্তু একবার গ্রামে গিয়ে তিনি দেখেন তিনটি গাছের একটি নেই; চুরি হয়ে গেছে। তিনি চিন্তা করলেন পুনরায় গাছ লাগাবেন। কিন্তু তাদের রক্ষা করার কাজটা কঠিন তো বটেই, ব্যয়বহুলও হবে। রাত্রির অন্ধকারে ও দিবালোকে দৈনিক আট ঘণ্টা করে পাহারা দিতে তিনজন পাহারাদার, তাদের বেতন, থাকার জায়গা, তদারকির ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি ছাড়া চলবে না। এবং রক্ষণের ব্যবস্থাটাকে অনেক দিন ধরে চালু রাখতে হবে। বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি এক কাজ করেন। গ্রামের পাঁচ শ পরিবারের প্রতিটির জন্য তিনটি করে চারা বরাদ্দ দিয়ে মোট পনেরো শটি চারা বিতরণ করেন। ব্যক্তিগত মালিকানার জায়গায় বৃক্ষের সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। তাতে তাঁর খরচ কতটা কমল সে হিসাবটা বড় কথা নয়, বৃক্ষ ও ফুলে শোভিত হওয়ার সম্ভাবনায় গ্রামের মানুষ যে খুশি হলেন, প্রকৃতি ও পরিবেশের যে উপকারটা ঘটল, ফুল ফোটার আগেই তার নিজের এবং গ্রামের যে সুনাম ছড়িয়ে পড়ল, এবং বাপদাদার কবরের পাশে বৃক্ষের শোভা ও সুরভি যে নিশ্চিত হলো, সেসব অর্জন মোটেই সম্ভবপর হতো না যদি পাহারাদার বসিয়ে গ্রামবাসীর ঈর্ষা উৎপাদনের এবং চৌর্যবৃত্তিতে উৎসাহীদের দমনের অনুৎপাদক কাজে নিজের উদ্ভাবনশীল বুদ্ধিমত্তাকে নিয়োজিত করতেন।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা
জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

অসমাপ্ত বিপ্লব

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

বাংলাদেশের ইতিহাসে কিছু মুহূর্ত আছে, যেগুলো কেবল ক্ষমতার পালাবদল ঘটায় না; রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথও নতুন করে নির্ধারণ করে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরে গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মতো ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানও তেমনি এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। এটি কেবল একটি সরকারের পতনের ঘটনা ছিল না; বরং দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত বৈষম্য, রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, প্রশাসনিক দলীয়করণ, অর্থনৈতিক লুণ্ঠন এবং নাগরিক স্বাধীনতার সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে একটি প্রজন্মের সম্মিলিত প্রতিবাদ। একে বিপ্লব বলা হোক বা গণ-অভ্যুত্থান- তার মূল তাৎপর্য নিহিত জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে। কিন্তু ইতিহাস আরেকটি কঠিন সত্যও শিক্ষা দেয়। বিপ্লবের চেয়ে বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রগঠন দুরূহ। পুরনো শাসকের পতন যত দ্রুত ঘটে, নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ তত সহজ হয় না। কারণ, রাষ্ট্র কেবল সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমে বদলায় না; বদলাতে হয় প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ক্ষমতার কাঠামো এবং নাগরিক-রাষ্ট্র সম্পর্কের মৌলিক চরিত্র। সেই অর্থে প্রশ্নটি আজ আর এই নয় যে, জুলাই সফল হয়েছিল কি না; বরং প্রশ্ন হলো- জুলাইয়ের স্বপ্ন কতখানি বাস্তবতায় রূপ নিতে পেরেছে?

জুলাইয়ের সূচনা হয়েছিল আপাতদৃষ্টিতে একটি সীমিত দাবি ঘিরে। সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার ছিল আন্দোলনের তাৎক্ষণিক উপলক্ষ। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'ট্রিগারিং ইভেন্ট' বলা হয়, সেটি কখনোই বৃহত্তর রাজনৈতিক বিস্ফোরণের একমাত্র কারণ নয়। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভ, বঞ্চনা ও অবিশ্বাস একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে বিস্ফোরিত হওয়ার সুযোগ খোঁজে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। কোটা প্রশ্ন দ্রুতই রূপ নেয় রাষ্ট্রের বৈধতা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, আইনের শাসন এবং নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে। আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে তখন আর শুধু চাকরি ছিল না; ছিল ন্যায়বিচার, মর্যাদা এবং একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা।

এই আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এর প্রজন্মগত চরিত্র। স্বাধীনতার পর জন্ম নেয়া এক নতুন প্রজন্ম রাষ্ট্রকে অতীতের রাজনৈতিক আবেগের পরিবর্তে বর্তমানের বাস্তবতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করেছে। তারা রাষ্ট্রের কাছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির চেয়ে সুশাসনের নিশ্চয়তা চেয়েছে; দলীয় আনুগত্যের চেয়ে সাংবিধানিক সমতা চেয়েছে; উন্নয়নের পরিসংখ্যানের চেয়ে ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণের অধিকার দাবি করেছে। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, যখন রাষ্ট্র তার নতুন প্রজন্মের প্রত্যাশা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়, তখন রাজনৈতিক সঙ্কট অনিবার্য হয়ে ওঠে। জুলাই-আগস্টের ঘটনাপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত এমন রাজনৈতিক বাস্তবতার সৃষ্টি করে, যেখানে দীর্ঘদিনের ক্ষমতাসীন শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ছিল দ্বিমুখী। অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘন, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, দুর্নীতি ও অর্থপাচারের বিচার; অন্যদিকে এমন সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, যাতে ভবিষ্যতে কোনো ব্যক্তি বা দল আবার রাষ্ট্রকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে। এই প্রত্যাশার ভেতরেই জুলাই বিপ্লবের প্রকৃত দর্শন নিহিত ছিল।

অন্তর্বর্তী সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয়। অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, আর্থিক খাতের পুনর্গঠন, নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফেরানো এবং সংস্কার কমিশন গঠন, এসব ছিল ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু একই সাথে রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংস্কারের প্রশ্ন যত এগিয়েছে, ততই পুরনো রাজনৈতিক শক্তিগুলোর স্বার্থ সামনে এসেছে। ফলে বিপ্লবের আদর্শ এবং ক্ষমতার বাস্তব রাজনীতির মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ দৃশ্যমান হয়েছে।

পরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নির্বাচন কখনোই বিপ্লবের সমাপ্তি নয়; বরং একটি নতুন

অধ্যায়ের সূচনা। কারণ, জনগণ কেবল ভোটাধিকার ফিরে পেতে আন্দোলন করেনি। তারা এমন রাষ্ট্র চেয়েছিল, যেখানে প্রশাসন দলীয় প্রভাবমুক্ত হবে, বিচারব্যবস্থা স্বাধীন থাকবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে এবং রাষ্ট্রের সম্পদ কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। যদি এই মৌলিক প্রশ্নগুলো অনুচ্চারিত থেকে যায়, তাহলে কেবল নির্বাচনের মাধ্যমে বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে, এ কথা বলা কঠিন।

ইতিহাসের নির্মম বৈশিষ্ট্য হলো- বিপ্লবের পর পুরনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রায়ই নতুন মুখ নিয়ে ফিরে আসে। ব্যক্তি বদলায়, কিন্তু ক্ষমতা ব্যবহারের ধরন বদলায় না। প্রতিষ্ঠানগুলো যদি আগের মতোই দুর্বল থাকে, প্রশাসন যদি রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্র যদি আবারো দলীয় স্বার্থের অধীন হয়ে পড়ে, তাহলে বিপ্লব ধীরে ধীরে স্মৃতিতে পরিণত হয়। বিপ্লব তখন ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকে; কিন্তু রাষ্ট্রের চরিত্রে তার প্রতিফলন আর দেখা যায় না।

এ কারণেই আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ক্ষমতার নয়, বৈধতার। একটি সরকার কেবল নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, জনগণের প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমেও বৈধতা অর্জন করে। জুলাইয়ের আত্মত্যাগ যদি কেবল ক্ষমতার পালাবদলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার অসমাপ্ত থাকে, তবে ইতিহাস একে একটি সম্পূর্ণ বিপ্লব হিসেবে নয়; বরং একটি অসমাপ্ত বিপ্লব হিসেবেই মূল্যায়ন করবে।

বিপ্লবের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়; কোনো বিপ্লবই কেবল শাসক পরিবর্তনের জন্য সংঘটিত হয় না। প্রতিটি বিপ্লবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থাকে রাষ্ট্রক্ষমতার চরিত্র পরিবর্তন। ফরাসি বিপ্লবের পর ইউরোপ বহুবার রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন দেখেছে; কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক বৈধতা আর কখনো আগের অবস্থায় ফেরেনি। রুশ বিপ্লব নতুন রাষ্ট্র নির্মাণ করলেও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের সমস্যা অতিক্রম করতে পারেনি। আরব বসন্তে বহু দেশে সরকার বদলেছে; কিন্তু রাষ্ট্রের কাঠামো অপরিবর্তিত থাকায় বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। বাংলাদেশের জুলাইও সেই বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। এখানে শাসক বদলেছে, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার এখনো একটি চলমান প্রক্রিয়া।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সংস্কার নিয়ে যে জাতীয় আলোচনা শুরু হয়েছিল, সেটি ছিল জুলাই-পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অর্জন। দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, পুলিশ সংস্কার, স্থানীয় সরকার, দুর্নীতি দমন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় এটিই ছিল 'প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের জানালা' যে সুযোগ ইতিহাসে বারবার আসে না। কিন্তু সেই সুযোগ পুরোপুরি রূপায়ণের আগেই নির্বাচন চলে আসে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা আবার প্রধান আলোচ্য হয়ে ওঠে। এখানেই জুলাইয়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি দৃশ্যমান হয়। বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল মূলত একটি প্রজন্ম; কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ফিরে যায় পুরনো রাজনৈতিক শক্তির হাতে। এই দুই বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো সহজ ছিল না। যারা রাস্তায় জীবন দিয়েছে, তাদের প্রত্যাশা ছিল দ্রুত ও গভীর পরিবর্তন। অন্য দিকে নির্বাচিত সরকার পরিচালিত হচ্ছে প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা, অর্থনৈতিক বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক সমীকরণের ভেতর দিয়ে। ফলে বিপ্লবের নৈতিক প্রত্যাশা এবং শাসনের বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।

তবে এই বাস্তবতার আড়ালে একটি মৌলিক প্রশ্ন কখনো হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়। জুলাই কি কেবল একটি তারিখ, নাকি একটি রাজনৈতিক দর্শন? যদি জুলাই কেবল একটি স্মারক দিবসে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তবে তার ঐতিহাসিক শক্তি ক্ষয় হবে। কিন্তু যদি জুলাইকে জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র, আইনের শাসন, নাগরিক স্বাধীনতা এবং সাংবিধানিক ভারসাম্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে তার প্রভাব বহু দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করবে।

আজকের সরকারের জন্যও এটি অনিবার্য বাস্তবতা। জনগণ নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে; কিন্তু সেই ক্ষমতার নৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে জুলাইয়ের আত্মত্যাগের ওপর। ফলে ক্ষমতার বৈধতা শুধু নির্বাচনের ফলাফল থেকে নয়; বরং জুলাই-পরবর্তী সংস্কারের ধারাবাহিকতা রক্ষা থেকেও নির্ধারিত হবে। যদি রাষ্ট্র আবার ব্যক্তিনির্ভর হয়ে পড়ে, যদি প্রতিষ্ঠানগুলো আবার নির্বাহী বিভাগের ছায়ায় পরিচালিত হয়, যদি প্রশাসনে মেধার ওপর দলীয় আনুগত্য প্রাধান্য পায় এবং যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োগ নির্বাচনী বিবেচনায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে প্রশ্ন উঠবেই, পরিবর্তনটি কোথায় ঘটল?

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একই সত্য প্রযোজ্য। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা টেকসই হয় না। জুলাইয়ের অন্যতম প্রেরণা ছিল বেকারত্ব, বৈষম্য ও সীমিত অর্থনৈতিক সুযোগ। কাজেই নতুন সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে এমন অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে তরুণ সমাজ রাষ্ট্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, অংশীদার হিসেবে দেখতে পারে। কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টন- এসব প্রশ্নে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে রাজনৈতিক অর্জন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাতীয় ঐক্য। ইতিহাসে বিজয়ী পক্ষের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয় বিজয়ের পর। প্রতিহিংসা নয়, ন্যায়বিচার; প্রতিশোধ নয়, আইনের শাসন; দলীয় আধিপত্য নয়, প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য- এসব নীতিই বিপ্লবকে স্থায়ী ভিত্তি দেয়। অন্যথায় পরাজিত শক্তি নতুন ভাষ্য নির্মাণের সুযোগ পায়। রাজনৈতিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, শূন্যতা দীর্ঘদিন থাকে না। বিজয়ীরা নিজেদের আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে পরাজিতরাই একসময় নিজেদের পুনর্গঠন করে ফিরে আসে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সেই সতর্কতা প্রযোজ্য। জুলাইয়ের মূল্যায়নে ইতোমধ্যে বিভিন্ন বয়ান তৈরি হচ্ছে। কেউ একে গণ-অভ্যুত্থান বলছেন, কেউ বিপ্লব, কেউ রাজনৈতিক পরিবর্তন, আবার কেউ এর বৈধতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। ইতিহাসে এমন বিতর্ক নতুন নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ঘটনার স্থায়ী মূল্যায়ন নির্ধারণ করে রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়; বরং সেই ঘটনার বাস্তব ফলাফল। যদি জুলাই একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে ইতিহাস তাকে বিপ্লব হিসেবেই স্বীকৃতি দেবে। আর যদি রাষ্ট্রের চরিত্র অপরিবর্তিত থাকে, তবে সেটি একটি অসমাপ্ত প্রচেষ্টা হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

বাংলাদেশ আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে রয়েছে নতুন সম্ভাবনা, অন্যদিকে পুরনো রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রত্যাবর্তনের ঝুঁকি। এই দ্বৈত বাস্তবতার মধ্যেই আগামী দিনের পথ নির্ধারিত হবে। ক্ষমতার প্রতিযোগিতা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অংশ; কিন্তু রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কারকে যদি দলীয় প্রতিযোগিতার কাছে বিসর্জন দেয়া হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কোনো একটি দল নয়- পুরো রাষ্ট্র।

ইতিহাসের আদালতে ব্যক্তি নয়, প্রজন্মের বিচার হয়। ২০২৪ সালে তরুণরা যে আত্মত্যাগ, সাহস ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিল, সেই সম্ভাবনার বাস্তবে রূপ দেয়ার দায়িত্ব এখন রাষ্ট্র, *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামুল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্জ ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

খামেনির জানাজা যে রাজনৈতিক-ধর্মীয় বার্তা দিচ্ছে

আজিমাহ সলিম

৩ জুলাই ইরানের রাজধানী তেহরানে ইমাম খোমেনি মোসাল্লা গ্র্যান্ড মসজিদে শুরু হয় নিহত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির রাষ্ট্রীয় শোকানুষ্ঠান। ৮৬ বছর বয়সী এই নেতাকে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথ অভিযানের প্রথম বিমান হামলায় লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। শোকানুষ্ঠানের শুরু থেকেই একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে—ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ধারাবাহিকতা এবং উম্মাহর ধর্মীয় ঐক্য অটুট থাকবে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ও কূটনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এই জানাজায় অংশ নেন।

এটি ছিল ছয় দিনের এক দীর্ঘ যাত্রার সূচনা, যা কোম, নাজাফ ও কারবালা অতিক্রম করে ৯ জুলাই মাশহাদের ইমাম রেজা দরগাহে দাফনের মাধ্যমে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু এই আয়োজন কি শুধুই একটি জানাজা, নাকি তার চেয়েও বড় কোনো রাজনৈতিক-ধর্মীয় বার্তা বহন করেড় এ প্রশ্নই সামনে এসেছে।

এ প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কাড়ে সৌদি আরবের উপস্থিতি। দেশটির উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ালিদ আল-খুরাইজি একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।

তাঁরা তেহরানে এসে আনুষ্ঠানিক শোকানুষ্ঠানে অংশ নেন। এই অংশগ্রহণ ছিল একদিকে সতর্ক, অন্যদিকে প্রতীকী দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আঞ্চলিক প্রভাব ও পশ্চিমা শক্তির ভূমিকা নিয়ে ইরান-সৌদি দ্বন্দ্ব চলমান থাকলেও এই উপস্থিতি দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের একটি নতুন দিক তুলে ধরে।

২০২৩ সালে ইরান ও সৌদি আরব কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে, যেখানে সার্বভৌমত্ব ও পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার ছিল।

তবু বাস্তবে দুই দেশ বহু ক্ষেত্রে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে।

সে প্রেক্ষাপটে সৌদি আরবের এই উপস্থিতি প্রমাণ করে, ধর্মীয় সংহতি এখনো আঞ্চলিক ঐক্যের একটি শক্তিশালী ভিত্তি হয়ে থাকতে পারে।

অনেকের কাছে সৌদি আরবের এই 'অপ্রত্যাশিত' উপস্থিতি একটি বড় বার্তা। বার্তাটি হলো আয়াতুল্লাহ খামেনির শাহাদাত সমসাময়িক আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও উম্মাহকে একত্র করতে পেরেছে।

একই সঙ্গে এটি ইরান-সৌদি উত্তেজনা প্রশমনের ইঙ্গিত দেয় এবং ইরানের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতাকে একধরনের প্রকাশ্য স্বীকৃতি দেয়; যদিও সৌদি আরব ইরানের মতাদর্শকে সরাসরি সমর্থন করেনি।

সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের পরিবর্তে উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি ছিল একটি ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ।

এতে যেমন কূটনৈতিক যোগাযোগের পথ খোলা রাখা হয়েছে, তেমনই পশ্চিমা জোটের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইরান, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক অবস্থান ধরে রাখার প্রচেষ্টাও এতে স্পষ্ট।

এই জানাজায় ইরান কূটনৈতিকভাবে মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে সরিয়ে স্থিতিশীলতা ও সম্প্রসারণের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এর

জন্য তারা বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে সামনে এনেছে। সৌদি প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে সুরা আলেইমরানের একটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয়। আয়াতটি বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে ধরে। এই আয়াতের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া হয়ড়জয় নির্ভর করে না সামরিক শক্তি, কৌশলগত জোট বা সংখ্যার ওপর; বরং আল্লাহর পথে সংগ্রামের ওপর।

এই আয়াতকে একদিকে যেমন বহিরাগত শক্তি (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল) থেকে নিজেদের পৃথক করার আহ্বান হিসেবে দেখা হয়েছে, তেমনই এটি মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি পুনর্মিলনের বার্তা হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে বোঝানো হয়েছে, নিরাপত্তা ও শক্তির মূল উৎস ইমান ও আল্লাহর সহায়তা।

প্রতীকী দিক থেকে এই তিলাওয়াত ইরানের বেঁচে থাকার গল্পকে তুলে ধরে ইমান, প্রতিরোধ এবং আল্লাহর সমর্থনের মাধ্যমে। একই সঙ্গে এটি সাম্প্রদায়িক বি-ভাজন অতিক্রম করে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বানও জানায়।

জানাজার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ইসলামি পরিচয়ের প্রতীকী ঐক্য। মতাদর্শ ও মাজহাবগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইরান মহররম মাসকে এই শোকানুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়ে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ইসলামি পরিচয় তুলে ধরেছে।

ইসলামি চান্দ্রবর্ষপঞ্জির প্রথম মাস মহররম। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের এই মাসে কারবালার যুদ্ধ হয়েছিল। এটি শোক, শাহাদাত, প্রতিরোধ ও সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতীক। এটি মুসলিম সমাজে ধর্মীয় পরিচয়, রাজনৈতিক ধারণা ও সামাজিক আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

কারবালা হয়ে জানাজার শোভাযাত্রা অতিক্রম করাও এই ঐতিহাসিক সংযোগকে সামনে আনে। ইরান খামেনিকে 'প্রতিরোধের শহীদ' হিসেবে তুলে ধরে এই জানাজাকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক তাৎপর্যে ভরিয়ে তুলেছে।

শিয়া মুসলমানদের কাছে মহররম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রতীক, আর সুন্নিদের কাছে এটি রোজা ও স্মরণের মাস। কিন্তু কারবালার যে প্রতীকী ভাষা, তা কেবল ইতিহাস নয়; এটি এক রাজনৈতিক ভাষা।

এই ভাষায় প্রতিটি মুসলমান, মতভেদ থাকলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৃত্যুকে আত্মত্যাগ হিসেবে দেখে এবং শোকের মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া জানায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি ন্যায়বিচার, আনুগত্য, ত্যাগ, যন্ত্রণা ও নৈতিক দ্বন্দ্বের এক সমষ্টিগত ভাষায় পরিণত হয়েছে।

সৌদি আরবের উপস্থিতি ইসলামি সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধের শক্তিকে আরও একবার সামনে আনে এবং ইরানের রাষ্ট্রীয় মতাদর্শকে একধরনের বৈধতা দেয়।

খামেনির পরবর্তী রাজনৈতিক ধারাবাহিকতাকে শুধু প্রশাসনিক নয়, এক পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরা হয়। কারবালার ইতিহাসের সঙ্গে এই ধারাবাহিকতাকে যুক্ত করে আনুগত্যকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে দৃঢ় করা হয়।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালালেও এই জানাজা দেখিয়ে দিলড়তেহরান এখনো তার ঐতিহ-াসিক ও ধর্মীয় সম্পর্ককে কাজে লাগাতে সক্ষম।

যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র সৌদি আরবের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধির উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয়, ইসলামি মূল্যবোধ ও সংহতির প্রশ্নে ওয়াশিংটন-তেল আবিবের নীতিকে পুরো-পুরি অনুসরণ করতে অনীহা রয়েছে।

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে টানাপোড়েন থাকলেও ধর্মীয় পরিচয় ও অভিন্ন মূল্যবোধ খামেনির রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ধারাবাহিকতাকে বৈধতা দেয়।

এই সম্পর্কগুলো ইরানকে চীন, ভারত, রাশিয়া, পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিমপ্রধান দেশের সঙ্গে অ-পশ্চিমা জোটের মাধ্যমে নৈতিক ও ভূরাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেয়।

যখন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা মূল্যবোধের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করছে, তখন ইরান তার নিজস্ব শোকযাত্রা ও কারবালার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং মতাদর্শিক গভীরতা তুলে ধরেছে। পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক যুদ্ধে কে জয়ী, তা এখনই বলা কঠিন। তবে ইরান এই জানাজার মাধ্যমে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেড়আঞ্চলিক ঐক্যের সম্ভাবনা এখনো রয়েছে এবং সেই ঐক্যের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাও তাদের আছে।

আজিমাহ সলিম, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষক।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

নতুন লোকেশনে

মেডিকেল অফিস

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232

PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

আমাদের সেবা সমূহ:
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

শেখ হাসিনার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য

সৈয়দ আবদাল আহমদ

ছাত্র-জনতা জুলাই ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানকে নাম দিয়েছে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বা '৩৬ জুলাই'। সফল এই আন্দোলন দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ করেছে। চব্বিশের এই ৩৬ দিনের আন্দোলনে সারা দেশে সৃষ্টি হয়েছিল অবিস্মরণীয় এক গণজোয়ার, এক স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান। এর মাধ্যমে অবসান ঘটে আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের একচ্ছত্র স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পতন হয় এবং তিনি ভারতে পালিয়ে যান। মূলত ৫ জুন উচ্চ আদালত কর্তৃক সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহালের রায়ের পর সাধারণ শিক্ষার্থীরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে মাঠে নামে। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারের দমন-পীড়ন, ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট এবং নজিরবিহীন গণহত্যার মুখে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আন্দোলন এক ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

কোটাবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ২০১৮ সালে। ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে কোটাপ্রথা বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের রায়ে কোটা পুনর্বহাল করলে শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জুলাইয়ের শুরু থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে শুরু হয় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি। ১৪ জুলাই এই আন্দোলনে ঘি ঢালেন স্বয়ং শেখ হাসিনা। আন্দোলনকারীদের তিনি 'রাজাকারের বাচ্চা', 'রাজাকারের নাতিপুতি' বলে গালমন্দ করেন। তার এই 'রাজাকার' মন্তব্য শিক্ষার্থীদের তীব্রভাবে আঘাত করে এবং ওই রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা স্লোগান তোলেড়তুমি কে, আমি কে–রাজাকার রাজাকার'/'কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার।' ১৫ জুলাই ২০২৪ ক্যাম্পাসে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর শাসক দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ ও বহিরাগত গুন্ডাবাহিনী চড়াও হয় এবং রড, লাঠিসোঁটা নিয়ে নৃশংস হামলা চালায়। পরের দিন ১৬ জুলাই আন্দোলনের গতিপথ বদলে যায়। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে পুলিশের বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিলে পুলিশ নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে গুলি চালিয়ে তাকে হত্যা করে। তার শাহাদতবরণের এই ভিডিও মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়। আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মতো পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬ জুলাইয়ের পর সারা দেশে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর জবাবে শিক্ষার্থীরা ১৮ জুলাই দেশব্যাপী 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করে।

উত্তরায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পানি পান করানোর জন্য 'পানি লাগবে কারো পানি?' স্লোগান দিতে দিতে মীর মুগ্ধ পানির বোতল নিয়ে এগিয়ে এলে পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে হত্যার শিকার হন। তেমনি চট্টগ্রামে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় ওয়াসিমকে। আন্দোলন দমাতে

সরকার সব ধরনের ইন্টারনেট বন্ধ (ব্ল্যাকআউট) করে দেয়। নামানো হয় বিজিবি ও সেনাবাহিনী। জারি করা হয় কারফিউ। আন্দোলনের প্রথমদিকে ছাত্রদের ৯ দফা থাকলেও শেখ হাসিনার ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের পর ৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এক দফা–অর্থাৎ শেখ হাসিনার পদত্যাগের ঘোষণা দেয়। ৪ আগস্ট থেকে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ছাত্র-জনতা ৫ আগস্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির ডাক দিলে সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব গণজোয়ার। অবস্থা বেগতিক দেখে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে সামরিক বিমানে করে ভারতে পালিয়ে যান। তার এই পলায়নে সহযোগিতা করে ভারতের স্বয়ং মোদি সরকার এবং তাদের গোয়েন্দা বাহিনী 'র'। বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্বাধীনতা লাভ করে ৩৬ জুলাইয়ের এই আন্দোলনে।

ইতিহাস বদলে দিতে তরুণদের একটি স্ফুলিঙ্গই যে যথেষ্ট–তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থান। শাসকের বন্দুকের নল বনাম সাধারণ শিক্ষার্থীদের খালি বুক–এই অসম লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয় হয়েছে ন্যায়ের। প্রায় ১৪০০ ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ এবং ২৫ হাজার মানুষের পঙ্গুত্বের বিনিময়ে অর্জিত হয় দ্বিতীয় স্বাধীনতা। জুলাইয়ের তপ্ত দিনগুলোয় কীভাবে একাত্ম হয়েছিল পুরো বাংলাদেশ এবং কীভাবে ছাত্র-জনতা মিলে উপড়ে ফেলল স্বৈরাচারের শক্ত ভিত–সেটাই আজ অবিস্মরণীয় জুলাই বিপ্লবের ইতিহাস হিসেবে লেখা হয়ে গেছে।

জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার : ৩৬ জুলাই স্মরণে শনিবার রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে 'জুলাই জাতীয় সম্মেলন-২০২৬'-এ বক্তব্য দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

মামদানি-প্রভাব মার্কিন রক্ষণশীলতার প্রাচীর ভাঙতে পারবে?

শশী থারুর

২০২৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত নিউইয়র্কের সাম্প্রতিক কংগ্রেসের প্রাথমিক নির্বাচন জাতীয় ডেমোক্রেটিক শিবিরের নীতিনির্ধারকদের মনে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়েছে। এটি কোনো সাধারণ স্থানীয় পরিবর্তন নয়, বরং এটি একটি বড় রাজনৈতিক মেরুকরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত। মেয়র মামদানির সমর্থনপুষ্ট 'ডেমোক্রেটিক সোশালিস্ট'দের একটি প্রগতিশীল প্যানেল ড্যান গোল্ডম্যান এবং আদ্রিয়ানো এসপাইয়াতের মতো দীর্ঘদিনের ক্ষমতাশালী ও প্রতিষ্ঠিত হেভিওয়েট প্রার্থীদের পরাজিত করে এক নজিরবিহীন জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। ভারতীয়দের কাছে বিষয়টি বাড়তি আগ্রহের কারণ ছিল, যেহেতু তাদেরই একজনকিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ারের ছেলে নিউইয়র্কের সবচেয়ে ক্ষমতাধর পদের জন্য লড়ছেন। তবে এর পাশাপাশি নিউইয়র্ক রাজ্যের রাজনীতিতে তিনি যে ব্যাপক প্রভাব ফেলছেন, সেদিকেও ভারতীয়দের নজর দেওয়া উচিত।

এই চূড়ান্ত বিজয় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী দারিয়ালিজা আভিলা শেভালিয়ের এবং ক্লেয়ার ভালদেজের পাশাপাশি তাদের বামপন্থি মিত্র ব্র্যাড ল্যান্ডারকে কংগ্রেসের পথে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। নিউইয়র্কে ডেমোক্রেটিক প্রাথমিক পর্বে জেতার মানে হলো মূল নির্বাচনে জয় প্রায় নিশ্চিত। কারণ এখানকার সিংহভাগ ভোটারই ডেমোক্র্যাটপন্থি। এই নিরঙ্কুশ জয় প্রমাণ করে যে, নিউইয়র্কের গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এখন আর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভেতরে থাকা কোনো বিদ্রোহী উপদল মাত্র নয়; বরং তারা শহরের ডেমোক্র্যাট ভোটারদের প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিতে পেরেছে।

এই তিনটি প্রাইমারির ফলাফল হাউস ডেমোক্রেটিক

লিডার হাকিম জেফ্রিজের মতো বড় বড় দলীয় নেতার জন্য একটি বড় ধাক্কা, যিনি এই বর্তমান মধ্যপন্থি এমপিদের পক্ষে জোরেশোরে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। একই সঙ্গে এই ফলাফল আগামী নভেম্বরের জাতীয় মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে দলের ভেতরের এক গভীর আদর্শিক ফাটলকে প্রকাশ্যে এনেছে।

তা ছাড়া এই প্রাথমিক চ্যালেঞ্জগুলোর একটি কেন্দ্রীয় ভিত্তি ছিল গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির তীব্র বিরোধিতা। তাই এই বিজয়গুলো দেখায় যে প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়েও পররাষ্ট্রনীতি অতি ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে এলাকায় ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে টানতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। গাজা ও ইরানের যুদ্ধদুটিই মার্কিন জনগণের কাছে জনপ্রিয় ছিল না, কিন্তু মার্কিন ভোটাররা সাধারণত ভোটদানকালে পররাষ্ট্রনীতির কথা মাথায় রাখেন না। তবে এবার তারা মার্কিন সমর্থনকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, 'আমার নামে এই যুদ্ধ চলবে না'। অবশ্যই অভ্যন্তরীণ ইস্যুগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভোটাররা মূলত জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং জননিরাপত্তার সংকটের মুখোমুখি হয়ে তীব্র অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের একটি নীতিকে বেছে নিয়েছেন। বিজয়ী প্যানেলটি মূলত আবাসন সুরক্ষা সামনে রেখে জনসমর্থন আদায় করেছে; যার মধ্যে ছিল ভাড়ানিয়ন্ত্রিত বাড়িগুলোর ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত করা, বিনা কারণে উচ্ছেদ প্রতিরোধে 'গুড কজ' আইন করা এবং পাবলিক হাউজিং বা সরকারি আবাসনে ব্যাপক বিনিয়োগ। আবাসনের এই উদ্যোগগুলোর সঙ্গে তারা অর্থনৈতিক স্বস্তির প্রতিশ্রুতিও যোগ করেছিল। যেমন ২০৩০ সালের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়ে ঘণ্টায় ৩০ ডলার করা।

এসব জনকল্যাণমূলক কাজের অর্থ জোগাতে তারা করপোরেশন এবং বছরে ১০ লাখ ডলারের বেশি আয় করা ব্যক্তিদের ওপর চড়া কর আরোপের প্রস্তাব করেছে। একই সঙ্গে তারা জননিরাপত্তার কাঠামোগত সংস্কার এবং অভিবাসন ও কাস্টমস প্রয়োগকারী সংস্থা (আইসিই) বিলুপ্ত করার অঙ্গীকার করেছে। ডেমোক্রেটিক এস্টাবলিশমেন্ট *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী

জালালউদ্দিন শিকদার

২০২৫ সালের ২৪ মে প্রথম আলোতে 'ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারের ফিরে আসার আশঙ্কা কতটা' শিরোনামে একটি কলাম লিখেছিলাম। তখন জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মাসানরি কুবোতা, কাওরু হিদাকা ও টাকু ইউকাওয়ার 'দ্য পোস্ট-এক্সাইল ফেট অব লিডার্স: আ নিউ ডেটাসেট' গবেষণার আলোকে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম, ১৯৭০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে নির্বাসিত হওয়া ৯১ জন স্বৈরশাসকের মধ্যে দেশে ফিরে আবার রাষ্ট্রপ্রধান হতে পেরেছেন মাত্র ১৯ শতাংশ। আর যাঁরা দেশে ফিরেছেন, তাঁদের নির্বাসনের গড় সময় ছিল ৬ দশমিক ৬ বছর।

এক বছর পর বাংলাদেশে সেই আলোচনাই আবার সামনে এসেছে। তবে এবার বিষয়টি শুধু একজন ব্যক্তিকে নিয়ে নয়; বরং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে ঘিরে। বিভিন্ন স্থানে দলটির সমর্থকদের ঝটিকা মিছিল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন প্রচারণা, টেলিভিশন টক শোতে আলোচনাড়এই সবকিছুর মধ্যেই একই প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ কি আবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরতে পারবে?

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতাই কি যথেষ্ট?

তুলনামূলক রাজনৈতিক গবেষণা একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে দেখায়ড়ক্ষমতাচ্যুত কোনো দল নিজের শক্তিতে যতটা না ফিরে আসে, তার চেয়ে বেশি সুযোগ পায় পরবর্তী সরকারগুলোর দুর্বলতার কারণে।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেয়। তখন মানুষের প্রত্যাশা ছিল অনেক। সবাই চেয়েছিল দ্রুত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে, প্রশাসন স্বাভাবিকভাবে কাজ করবে, অর্থনীতি স্থিতিশীল হবে এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটবে।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল অনেক বেশি কঠিন। নানা যৌক্তিক অযৌক্তিক ইস্যুতে আন্দোলন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুর, মব সহিংসতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগড়সব মিলিয়ে মানুষের একাংশের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়। তখনই কারও কারও মুখে শোনা যেতে থাকে, 'আগেই তো ভালো ছিলাম।'

সাম্প্রতিক তুলনামূলক রাজনৈতিক গবেষণায় এই প্রবণতাকে বলা হয় 'পলিটিক্যাল নস্টালজিয়া'। অর্থাৎ নতুন সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে অনেকেই অতীতের সরকারকে বর্তমানের চেয়ে ভালো মনে করতে শুরু করেন। কিন্তু এখানেই কেউ কেউ একটি বড় ভুল করেন। অনেকে মনে করেন, মানুষ যদি এই কথাটি বলতে শুরু করে, তাহলে বুঝি আওয়ামী লীগের ফিরে আসা শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু গবেষণার ফলাফল ভিন্ন ইঙ্গিত দেয়।

কানাডার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস লক্সটন ও স্কট মেইনওয়ারিং তাঁদের লাইফ আফটার ডিক্টেটরশিপ: অথরিটেরিয়ান সাকসেসর পার্টিজ ওয়ার্ল্ডওয়াইড' বইয়ে দেখিয়েছেন, নতুন সরকারের ব্যর্থতা ক্ষমতাচ্যুত শাসক দলের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করতে পারে। কিন্তু সেটি কখনোই প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা দেয় না।

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় যদি মানুষের একাংশ হতাশ হয়ে থাকে, সেটি রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি অংশ। কিন্তু সেই হতাশা কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থনে পরিণত হবে? শেখ হাসিনা কি আওয়ামী লীগের চেয়েও বড়?

কারও কারও ধারণা, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে আওয়ামী লীগও আবার শক্তিশালী হবে। আবার অনেকে মনে করেন, শেখ হাসিনা ছাড়া আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে, বিষয়টি এত সহজ নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস লক্সটন ও স্কট মেই-নওয়ারিংএর মতে, শুধু একজন নেতার ওপর ভর করে কোনো দল দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। জনগণের আস্থা ফিরে পেতে হলে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়, নতুন বার্তা দিতে হয় এবং মানুষকে বিশ্বাস করাতে হয় যে দলটি সত্যিই পরিবর্তিত হয়েছে।

তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। ইউরোপ, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা হুবহু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এমনটি ভাবা ঠিক নয়। কারণ, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি অনেকটাই ব্যক্তি, পরিবার ও আবেগনির্ভর। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে রাজনৈতিক পরিবারগুলো দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই শুধু পশ্চিমা রাজনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

এটাও সত্য, শুধু পারিবারিক পরিচয় বা একজন জনপ্রিয় নেতাকে ঘিরে কোনো রাজনৈতিক দল দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস তার বড় উদাহরণ। শুধু নেহরুগান্ধী পরিবারের উত্তরাধিকার ধরে রেখে দলটি আগের অবস্থানে ফিরতে পারেনি।

অন্যদিকে ফিলিপাইনে মার্কোস পরিবারের প্রত্যাবর্তনও শুধু পারিবারিক পরিচয়ের কারণে হয়নি। সংগঠন পুনর্গঠন, নতুন রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ এবং জনগণের আস্থা ফিরে পাওয়ার চেষ্টাও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

রাজনীতিবিজ্ঞানের গবেষণাও একই কথা বলে। বিল্ডিং ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস: পার্টি সিস্টেমস ইন লাতিন আমেরিকা বইয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্কট মেইনওয়ারিং ও টিমোথি আর স্কালি দেখিয়েছেন, একটি রাজনৈতিক দলের দীর্ঘমেয়াদি *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ফুটবলের রাজনীতি, রাজনীতির বিশ্বকাপ

অদিতি করিম

বিশ্বের ফুটবলভক্তদের জন্য মঙ্গলবার সকালে যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম দ্বিতীয় রাউন্ডের নকআউট পর্বের ম্যাচটি আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই এই ম্যাচ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্রীড়ামোদীরা তো বটেই গোটা বিশ্বের রাজনীতিক, কূটনৈতিক এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে এই খেলাটি 'মাস্ট ওয়াচ' গেম হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সবাই দেখতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত কে জেতে, ফুটবল না ক্ষমতা?

এই বিতর্কের শুরু, যুক্তরাষ্ট্র বনাম বসনিয়ার নকআউট পর্বের ম্যাচ ঘিরে। বসনিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে নিজের তৃতীয় বিশ্বকাপে গোল করেন বালোগান। তবে দ্বিতীয়ার্ধে তারিক মুহারেমোভিচের গোড়ালিতে বুট দিয়ে আঘাত করার দায়ে ভিএআর পর্যালোচনার পর তাঁকে লাল কার্ড দেখানো হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড় বলে কথা। এই লাল কার্ডের ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট। গুঞ্জন ছড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিফাকে এই নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করেন। পরে ফিফা সভাপতি নিজেই জানান যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ফোনকল পেয়েছিলেন তিনি।

পরে ট্রাম্প নিজেই বালুগানের এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করার জন্য ফিফাকে অনুরোধ করেছিলেন বলে জানান। ফিফাকে লাল কার্ডের বিষয়টি নিয়ে আবারও ভাবতে বলেন তিনি।

ট্রাম্প ফিফা সভাপতিকে অনুরোধ করেছিলেন না ধমক দিয়েছিলেন তা আমরা জানি না, তবে এই টেলিফোন পেয়ে এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বিতর্কিত কাজটি করেছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তিনি ফিফার নিরপেক্ষতা, রেফারির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার নীতি বিসর্জন দিয়ে, এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্তে বালোগানের এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করে দেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর ফিফার নিরপেক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ফিফা তাদের বিবৃতিতে জানায়, শৃঙ্খলাবিধির ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এক বছরের অবেক্ষাধীন মেয়াদে বালোগানের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা স্থগিত রাখা হয়েছে। একই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি হলে স্থগিত নিষেধাজ্ঞা তখন কার্যকর হবে। তবে কী কারণে এই সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়েছে, সেই ব্যাখ্যা ফিফা দেয়নি।

বেলজিয়াম এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে। শুধু বেলজিয়াম নয়, এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় গোটা বিশ্ব। এবারের বিশ্বকাপে এটাই প্রথম এবং একমাত্র বিতর্ক নয়। শুরু থেকেই বিশ্বকাপ নিয়ে নানা সমালোচনায় জর্জরিত ফিফা। ফুটবল বোদ্ধাদের অভিযোগ, রাজনীতি এবারের বিশ্বকাপের আবহ মলিন করেছে। অনেকেই বলছেন, নজিরবিহীন পক্ষপাত এবং ফিফার মাত্রাতিরিক্ত বাণিজ্যিক মানসিকতা এবার ফুটবলের সৌন্দর্য নষ্ট করেছে। এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, গত বছর। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র অনুষ্ঠানে ফুটবলের 'একত্রীকরণ শক্তি' তুলে ধরার কথা বলে ফিফা প্রথমবারের মতো 'ফিফা শান্তি পুরস্কার' চালু করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই পুরস্কার সেখানে তুলে দেওয়া হয়। বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব-পুরস্কারটির কোনো পূর্বঘোষণা, নিয়ম, প্রক্রিয়া বা পরিষ্কার মানদণ্ড আগে কখনোই ছিল না। এমনকি ফিফা কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যও দাবি করেন, তাঁরা এ পুরস্কার সৃষ্টির বিষয়টি অনুষ্ঠান শুরুর আগপর্যন্ত জানতেনই না। ঘটনার পরপরই সোশ্যাল মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেকে পুরস্কারটিকে 'রাজনৈতিক নাটক', 'শান্তির ধারণার প্রতি অপমান' এবং 'শ্বেত ধোলাইয়ের চেষ্টা' হিসেবে বর্ণনা করেন। অনেক মন্তব্যে বলা হয়, ট্রাম্পকে খুশি রাখতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করতে ফিফা 'নিজের মতো করে একটি পুরস্কার বানিয়ে নিয়েছে।' ফিফা আগেও দুর্নীতি, প্রভাব খাটানো এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগে সমালোচিত হয়েছে। এবার একটি আগাম ঘোষণা ছাড়া 'শান্তি পুরস্কার' তৈরি করে ট্রাম্পকে দেওয়ার ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির বিশ্বাসযোগ্যতা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বিশ্লেষকদের মত।

অনেকেই বলছেন, ফিফার 'রাজনীতি থেকে দূরে থাকার' দাবি এখন শুধুই প্রচারমূলক স্লোগান।

বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা শুরুর আগেই দেখা যায়, কিছু দলের সঙ্গে চরম অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। যাদের মধ্যে সবার আগে ইরানের কথা বলতে হয়। গ্রুপ পর্বে কোনো ম্যাচ না হেরেও ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে ইরানকে। তবে মাঠের খেলার চেয়ে মাঠের বাইরে চরম বৈষম্য, ভিসা জটিলতা আর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হওয়ার গল্প এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

সিয়াটলে নিজেদের শেষ ম্যাচের পর ইরানের অধিনায়ক মেহদি তারেমি তো কোনো রাখঢাকই রাখেননি। পরিষ্কার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র চায় না ইরান নকআউট পর্বে উঠুক। তিনি বলেছেন, 'এখানে আমাদের সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। আমি জানি না অন্যরা একমত হবে কি না, কিন্তু আপনি যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন তাহলে আমি বলব-হ্যাঁ, এটাই হয়েছে আমাদের সঙ্গে।' ইরান যেন নকআউট পর্বে না জেতে সেজন্য বিশ্বকাপে পাতানো খেলা হয়েছে বলেও আলোচনা আছে। ফিফা এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষই বিশ্বাস করে, ইরানকে ঠেকাতে অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়ার ম্যাচটি পাতানো ছিল।

ইরান বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করেছে। সমালোচিত হয়েছে ফিফা। পুরো বিশ্বকাপজুড়ে আছে পক্ষপাতিত্বের অনেক অভিযোগ। বিশেষ খেলোয়াড়দের প্রতি রেফারিদের নমনীয় আচরণ দৃষ্টি এড়ায়নি ফুটবলভক্তদের। অবশ্য কমবেশি সব বিশ্বকাপেই এ ধরনের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড বিতর্ক এবারের বিশ্বকাপকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

এই ঘটনার পর অনেকেই ইতিহাস ঘেঁটে ১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপের সঙ্গে এই ঘটনার তুলনা করেছেন। সেবার বিশ্বকাপের প্রথম আসর লাতিন আমেরিকায় হওয়ায় দ্বিতীয় আসর ইউরোপে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় ফিফা। আর স্বাগতিক হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ইতালি।

এটি শুধু ফুটবলের লড়াই ছিল না; এটি ছিল ইতালির শাসক বেনিতো মুসোলিনির জন্য নিজের ফ্যাসিস্ট শক্তি বিশ্বকে দেখানোর এক সুবর্ণ মঞ্চ।

জাতীয় দলকে শক্তিশালী করতে রাতারাতি বিদেশি খেলোয়াড়দের নাগরিকত্ব দেওয়ার চল শুরু করেছিলেন মুসোলিনি নিজেই। অভিযোগ ছিল, ইতালি নিয়ম ভেঙে লুইস মন্তি, এনরিকে গুয়াইতা ও আনফিলগিনো গুয়ারিসিকে খেলিয়েছে। তারা আগে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের হয়ে খেললেও ইতালির হয়ে খেলার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেশটিতে বসবাস করেননি। অথচ ফিফা রহস্যজনকভাবে সবকিছু এড়িয়ে যায়।

১৯৩৪ সালের ইতালি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচের রেফারি ছিলেন এক তরুণ সুইডিশ নাগরিক। টুর্নামেন্টের ঠিক আগের রাতে ইতালির স্বৈরশাসক বেনিতো মুসোলিনির সঙ্গে তিনি গোপনে নৈশভোজ করেছিলেন বলে দীর্ঘদিনের গুঞ্জন রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, স্বাগতিক ইতালিকে জেতাতেই সেই রেফারিকে প্রভাবিত করা হয়েছিল। এমনকি প্রথমার্ধ শেষে ড্রেসিংরুমে ঢুকে মুসোলিনি নাকি খেলোয়াড়দের বলেছিলেন, রেফারি 'সহযোগিতা' করলেও অতিরিক্ত ফাউল না করতে।

শেষ পর্যন্ত ২-১ জয়ে প্রথমবারের মতো জুলে রিমে ট্রফি (বর্তমানে বিশ্বকাপ) জেতে ইতালি। সেই সঙ্গে মুসোলিনির বিশেষ আদেশে বানানো বিশাল 'কোপা দেল দুচে' ট্রফিও তুলে দেওয়া হয় দলটির হাতে। ব্যাপারটা এমন যে বিশ্বজয়ের সঙ্গে ফ্যাসিবাদেরও জয় ঘোষণা করা হয়েছিল।

এবার যখন ট্রাম্পের এক টেলিফোনে ফিফা রেফারির সিদ্ধান্ত পাল্টে দিল, তখন অনেকেই ১৯৩৪ সালের কথা স্মরণ করছিলেন। এবার কি তাহলে যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন হবে, অথবা তাদের চ্যাম্পিয়ন বানানো হবে? ফুটবলের উত্তেজনা ছাপিয়ে এসব আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু আশার কথা, শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। জয় হয়েছে ফুটবলের। বেলজিয়ামের সোনালি প্রজন্মের কাছে উড়ে গেছে ফিফার স্পেশাল টিম যুক্তরাষ্ট্র। প্রমাণ হয়েছে, এখন ফুটবল রাজনীতির চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

তবে এবারের বিশ্বকাপ ক্রীড়াঙ্গনে সংশয়ের কালো ছায়া ফেলেছে। অতি রাজনীতিকরণ কী পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাটিকেও কুলষিত করবে? এই প্রশ্নটি এবার সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

ফুটবল এবং খেলাধুলা পৃথিবীর মানুষকে কেবল বিনোদন দেয় না, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। একসুতোয় গাঁথে। খেলাধুলা মানুষের *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে দৌড়াও

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"দৌড়াও এবং একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো তোমার রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সে লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে চান তিনি তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।"(সুরা হাদীদ:২১)

মূল আয়াতে সাবিকু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ প্রতিযোগীতামূলকভাবে দৌড়াও অর্থাৎ প্রতিযোগীতায় একে অপরকে পেছনে ফেলে চলে যাওয়ার চেষ্টা করো। অর্থাৎপৃথিবীতে ধন-সম্পদ, আনন্দ ও সুখ এবং কল্যাণসমূহ হস্তগত করার জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে তা পরিত্যাগ করে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতকে লক্ষবস্তু বানাও। এবং এ দিকে দৌড়িয়ে সফলতা লাভের চেষ্টা করো। জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানাতে হবে আল্লাহর ক্ষমা ও চীর সুখের জান্নাত। কিন্তু দু:খের বিষয় হলো, আমরা আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের পরিবর্তে দুনিয়ার সুখ-শান্তিকে বেশী প্রধান্য দিয়ে থাকি। ফলে দুনিয়াকে আহরণ করার জন্য দিন রাত্রিকে একাকার করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই যাত্রা দেখে এ কথা মনে করার কোন সুযোগ নেই যে, আগামী কাল আমাকে মরতে হবে। যেনো আমি চীরস্থায়ী পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো।কিন্তু মৃত্যু তো অবধারিত সত্য, সেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে। সেখানে বিচারালয় কায়েম হবে, প্রত্যেকের এ দুনিয়ার চেষ্টা-সাধনার হিসেব-নিকেশ গ্রহণ করা হবে। সে আদালতে কেউ কেউ হেরে যাবে আবার কেউ কেউ জিতে যাবে। যিনি দুনিয়াতে তার রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে দৌঁড়েছে সেই কেবল জিতে যাবে। আল্লাহর ক্ষমা নিয়ে চীর সুখের জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অন্যেরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আল্লাহর ক্ষমা অত্যন্ত প্রবল। তাই তাঁর ক্ষমার দিকে আমাদের দৌঁড়ানো উচিত। ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত। নবী সা: বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরাউনকে ডুবিয়ে দেন তখন সে বলল, আমি ঈমান আনলাম যে, কোন ইলাহ নেই, বনী ইসরাঈল যে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে সে ইলাহ ব্যতীত। জিবরীল আ: বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি আমার সে অবস্থা দেখতেন, যখন আমি সমুদ্রের কাল কাদা নিয়ে তার মুখে ঠেসে দিয়েছিলাম এ আশংকায় যে, তার প্রতিও আল্লাহর রহমত হয়ে যেতে পারে।"(সুনানে তিরমিযি: ৩১০৭, কিতুবুত তাফসীর, বাবু মিন সুরাতে ইউনুস, ইমাম তিরমিযি হাদীসটি হাসান বা সহীহ বলেছেন) ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত যে, নবী সা: বলেছেন: জিবরীল আ: ফিরউনের মুখে মাটি ঠেসে ধরছিলেন এই আশংকায় যে, সে হয়ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ফেলবে আর আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহম করে ফেলবেন।"(সুনানে তিরমিযি:৩১০৮, কিতুবুত তাফসীর, বাবু মিন সুরাতে ইউনুস, ইমাম তিরমিযি হাদীসটি হাসান-গরীব-সহীহ

বলেছেন) আল্লাহর রহমান ও রহিম। তাঁর দয়া ও ক্ষমাশীলতা অত্যন্ত প্রবল। এই দয়া ও ক্ষমার পরিমাণ এতবেশী যে, পৃথিবী বিখ্যাত তাগুত, অহংকারী, আল্লাহদ্রোহী ও আল্লাহর দুশমন যে নিজেকে 'সবচেয়ে বড় রব দাবী করেছিল' তার এ বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা থেকেও আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা অনেক অনেক বেশী। সম্মানিত ফেরেশতা হযরত জিবরীল আমীন আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ও অত্যন্ত কাছের একজন ফেরেশতা। তিনি আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার প্রাবল্যতার চিন্তা করেই ফেরাউনের সকল বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহর তাকে মাফ করে দিতে পারেন, এ ভয়ে তিনি ফেরাউনের মুখে মাটি ঠেসে দিয়েছিলেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,"দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে, যা এমন সব আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।"(সুরা আলে ইমরান:১৩৩)

অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আনন্দ উপভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি তার সবকিছু ব্যয় করে ফেলে এবং কাল তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য ও মাথা গুঁজাবার ঠাই থাকবে কিনা সে কথা চিন্তা করে না সে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বড়ই নির্বোধ। ঠিক তেমনি ঐ ব্যক্তিও নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করছে যে তার পার্থিব জীবন নির্মানের চিন্তায় এতই বিভোর যে আখিরাত সম্পর্কে একেবারেই গাফেল বা উদাসীন হয়ে গিয়েছে। অথচ আজকের দিনটির পরে কালকের দিনটি যেমন অবশ্যই আসবে তেমনি আখিরাতও আসবে। আর দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যদি সে সেখানকার জন্য অগ্রীম কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সেখানে কিছুই পাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেককেই যেন লক্ষ রাখে সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক।"(সুরা হাশর:১৮)

আয়াতটিতে শুরু ও মধ্যেখানে দুইবার করে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির দ্বারা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার আরাম-আয়েশ করার জন্য যারা চিরস্থায়ী, অনন্ত অসীম সময়কালের পুঁজি সংগ্রহের কথা ভুলে যায় তারা মূলত: আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভিক। তারা আল্লাহকে ভয় করে না বিধায় দুনিয়াকে তাদের সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্ধু বানিয়ে নেয়। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো, নিজের মধ্যে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করা। যারা তাকওয়ার গুণে সমৃদ্ধ কেবল তারাই আজকের চেয়ে আগামীকালের গুরুত্ব বেশী দেয়। তাকওয়া মানে নিজের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করা। নিজের মধ্যে এই গুণ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আদৌ সে অনুভব করতে পারবে না যে, সে যা কিছু করছে তা তার আখিরাতের জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করছে না ধ্বংস করছে। তার মধ্যে এই অনুভূতি যখন সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠে তখন তার নিজেকেই হিসেব-নিকেশ করে দেখতে হবে, সে তার সময়, সম্পদ, শ্রম, যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টা যে পথে ব্যয় করছে তা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করা তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন।

অন্যথায় নিজের ভবিষ্যত সে নিজের হাতেই ধ্বংস করবে। এই বিষয়টিই পরের আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই ফাসেক।"(সুরা হাশর:১৯)

আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অনিবার্য ফল হলো, নিজেকে ভুলে যাওয়া, সে কার বান্দা সে কথা যখন কেউ ভুলে যায়, তখন অনিবার্যরূপে সে দুনিয়ায় তার একটা ভুল অবস্থান ঠিক করে নেয়। এই মৌলিক ভ্রান্তির কারণে তার গোটা জীবনই ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে সে যখন একথা ভুলে যায় যে সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা নয় তখন আর সে শুধু এদের বন্দেগী করে না। এমতাবস্থায় সে প্রকৃতই যার বান্দা তাকে বাদ দিয়ে যাদের সে বান্দা নয় এমন অনেকের বন্দেগী করতে থাকে। এটি আর একটি মারাত্মক ও সর্বাত্মক ভুল যা তার গোটা জীবনকেই ভুলে পরিণত করে। সে অসংখ্য রবের গোলামে পরিণত *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

সলিমুল্লাহ খানকে ঘিরে বিতর্ক প্রতিহিংসা না পরশ্রীকাতরতা?

— ড. মাহরুফ চৌধুরী —

বাংলাদেশের জনপরিসরে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিস্তারের ফলে এসব বিতর্কের চরিত্র ও প্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। কোনো বক্তব্য, মন্তব্য কিংবা ব্যক্তিকে ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি হয় তর্ক-বিতর্ক,উত্তেজনা, বিভাজন এবং পক্ষে-বিপক্ষেতুমুলআলোচনা-সমালোচনা। সম্প্রতি প্রায় দুই বছর আগে দেওয়া একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সলিমুল্লাহ খানকে ঘিরে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে, সেটিও এমন এক বাস্তবতারই অংশ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই আক্রমণের প্রকৃত কারণ কি কেবল একটি পুরোনো মন্তব্য, নাকি এর পেছনে আরও গভীর রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট কাজ করছে? বুদ্ধিবৃত্তিক সততার দাবি হলো, একজন চিন্তাবিদকে মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর কোনো বিচ্ছিন্ন মন্তব্য নয়, বরং তাঁর সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রা ও চিন্তার ধারাকে বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ চিন্তাবিদেরা সাধারণত সংবাদ শিরোনাম তৈরির জন্য চিন্তা করেন না; তাঁরা সময়, সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার দীর্ঘমেয়াদি প্রশ্নগুলো নিয়ে কাজ করেন। তাঁদের কোনো কোনো বক্তব্যবিতর্কিত হতে পারে, কোনো কোনো বিশ্লেষণ ভুলও প্রমাণিত হতে পারে; কিন্তু তাঁদের মূল্যায়নের প্রধান মাপকাঠি হওয়া উচিত তাঁদের চিন্তার সামগ্রিকতা, জ্ঞানচর্চার গভীরতা, প্রেক্ষিত সচেতনতা (স্থান, কাল ও পাত্র) এবং সমাজে নতুন প্রশ্ন উত্থাপনের সক্ষমতা।

বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে সলিমুল্লাহ খানকে (১৯৫৮-) এই প্রেক্ষাপটেই দেখা প্রয়োজন। তিনি কেবল একজন শিক্ষক বা বক্তা নন; সময়ের প্রবাহেতিনি একটি স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা বা চিন্তাপদ্ধতির (স্কুলঅবথটস) পুরোধায় পরিণত হয়েছেন। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ইতিহাস, সাহিত্য, রাষ্ট্রচিন্তা, দর্শন, নৃবিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর আলোচনা বাংলা ভাষার জ্ঞান-ভুবনে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছে। তাঁর বক্তব্য ও বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে তাঁর প্রভাব ও গুরুত্ব অস্বীকার করা কঠিন। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রায় সব যুগেই স্বাধীনচেতা চিন্তাবিদরা তাঁদের সময়ে নানা ধরনের আক্রমণ, বিরোধিতা ও সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসকে (৪৭০-৩৯৯ খ্রীস্টপূর্ব) রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ইটালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে (১৫৬৪-১৬৪২) ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হয়েছিল। মরোক্কীয় বংশোদ্ভুত স্পেনিশ মুসলিম দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে রুশদ (১০৫৮-১১২৬) নির্বাসিত হয়েছিলেন। জার্মান অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) তাঁর জীবনের বড় একটি অংশ রাজনৈতিক নিপীড়ন ও নির্বাসনের মধ্যে কাটিয়েছেন। নোম চমস্কিও(১৯২৮-) দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় ও করপোরেট ক্ষমতার সমালোচনার কারণে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছেন। অবশ্য তাঁদের প্রত্যেকের চিন্তা, অবদান ও ঐতিহাসিক অবস্থান ভিন্ন।কিন্তু একটি জায়গায় তাঁরা অভিন্ন, আর সেটি হলোতাঁরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোর স্বস্তি ও প্রতিষ্ঠিত বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

বাংলাদেশেও যারা প্রতিষ্ঠিত বয়ান ও প্রচলিত ব্যাখ্যাকে প্রশ্ন করেন, তাঁদের প্রায়ই সমালোচনা ও বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়। সলিমুল্লাহ খান দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা, আধিপত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জাতীয় পরিচয়ের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলোকে পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। ফলে তাঁকে ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত, প্রায় দুই বছর আগের একটি মন্তব্য কেন এত বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হলো?এর প্রথম কারণটি রাজনৈতিক। গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে দেশের ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি সম্পর্কে তিনি ধারাবাহিকভাবে সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল ও ক্ষমতাকাঠামোর নানা অসংগতি নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে নিজস্ব মতামতদিয়েছেন। রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোকে দেখা যায়, ক্ষমতার সমালোচকেরা সাধারণত ক্ষমতার অনুগত বা সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য হন না। ফলে রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটলেও তাঁদের প্রতি বিরূপতা বা অসন্তোষ দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান থাকতে পারে এবং অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতেতার প্রকাশ আরও দৃশ্যমান হয়ে উঠতে পার।

দ্বিতীয় কারণটি আরও গুরুত্বপূর্ণ ও সমাজ মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে তারা প্রায়ই একটি অভিন্ন প্রতিপক্ষকে কেন্দ্র করে নিজেদের পুনর্গঠনের চেষ্টা করে। সমাজবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক মনোবিজ্ঞানে এ ধরনের প্রবণতাকে 'অভিন্নশত্রুরপ্রভাব' (কমনএনিমিইফেক্ট) হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। সাধারণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে সাময়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। বর্তমান বিতর্ক পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, দীর্ঘদিন ধরে জনপরিসরে প্রভাবহীনবাপ্রান্তিকঅবস্থানে থাকা কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এই বিতর্কের মাধ্যমে নিজেদের পুনরায় দৃশ্যমান করার উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করছেন। তাঁরা যেন তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে বলতে চাইছেন, 'আমরা এখনও আছি'। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার জন্য একজন পরিচিত ও আলোচিত চিন্তাবিদকে কেন্দ্র করে অবস্থান গ্রহণ করা রাজনৈতিক ও সামাজিক কৌশলগত সুবিধা তৈরি করতে পারে।

তৃতীয় কারণটি মানবমনের গভীরে প্রোথিত বিশেষ প্রবণতা,যাকে আমরা বাংলায় পরশ্রীকাতরতা বলে থাকি। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল মানুষের একটি স্বাভাবিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেটা হলো অন্যের সাফল্য বা মর্যাদা লাভে অস্বস্তি বোধ করা। আধুনিক মনোবিজ্ঞানও দেখিয়েছে,ব্যক্তি যখন নিজের অর্জনের তুলনায় অন্যের সামাজিক প্রভাব বা গ্রহণযোগ্যতাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুভব করে, তখন ঈর্ষা, বিরূপতা ও প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা জন্ম নিতে পারে। শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) আত্মজীবনীতেও বাঙালি সমাজে এ প্রবণতার প্রাবল্যের বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন, 'পরশ্রীকাতরতাএবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্য রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোন ভাষায়ই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, 'পরশ্রীকারতা'। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে 'পরশ্রীকাতর' বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছুকিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা'। জ্ঞানচর্চার জগতে এই প্রবণতা আরও সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। কারণ এখানে প্রতিযোগিতা হয় দৃশ্যমান সম্পদ নিয়ে নয়;বরং প্রভাব, গ্রহণযোগ্যতা, অনুসারী গোষ্ঠী ও বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা নিয়ে।বাংলাদেশের বাস্তবতায় এমন মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়, যাঁদের বক্তব্যকে কেন্দ্র করেদীর্ঘ আলোচনা সৃষ্টি হয়, যাঁদের লেখালেখি ও বক্তৃতা বিপুল সংখ্যক পাঠক-শ্রোতার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে, কিংবা যাঁদের বিশ্লেষণ জনপরিসরে নতুন বিতর্ক ও চিন্তার জন্ম দেয়। ফলে এমন ব্যক্তিত্বকে ঘিরে ঈর্ষা, অস্বস্তি বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সমাজ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বাভাবিক নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেই প্রবণতাকে আরও দৃশ্যমান করে তুলেছে।

চতুর্থ কারণ হিসেবে প্রতিহিংসা-পরায়ণতার বিষয়টিও বিবেচনায় আনা যেতে পরে। যে কোনো জনবুদ্ধিজীবী তাঁর বিশ্লেষণ, সমালোচনাও অবস্থানের মাধ্যমে কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অস্বস্তিতে ফেলবেন, এটাই স্বাভাবিক। সলিমুল্লাহ খানও দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাহিত্যিক, ভাষাতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানা অবস্থানের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। ফলে এমন অনেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী থাকতে পারে,যারা তাঁর বক্তব্য বা বিশ্লেষণের কারণে নিজেদের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করে। বর্তমান বিতর্ক তাঁদের কাছে পূর্ববর্তী ক্ষোভ বা অসন্তোষ প্রকাশের একটি সুযোগ হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে।বিশেষভাবে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

রম্য গল্প

ব্রাজিলিন্টিনা

জনি সিদ্দিক

তিন গ্রামের মিলনস্থল একটা মোড়। মোড়ের ঠিক মাঝখানে মজনু ভাইয়ের একমাত্র দোকান "ব্রাজিলিন্টিনা টি স্টল"। বিকেলবেলা বেশ জমজমাট হয়। এই দোকানের রেগুলার আর সবচেয়ে ভিআইপি কাস্টমার দুইজন মুরুব্বি। একজন শফিক মুন্সি, আরেকজন রহমত পালোয়ান। দুজনের বয়সই সত্তর ছুঁই ছুঁই প্রায়। মুখভর্তি ধবধবে সাদা দাড়ি, পরনে লম্বা জোব্বা, মাথায় টুপি। দুজনেই এলাকার বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি।

শফিক মুন্সি কট্টর ব্রাজিল সাপোর্টার। তার জোব্বাটা এখন টকটকে হলুদ, হাতা-গলায় সবুজ পাইপিং, পিঠে বড় করে "ইজঅঝওখ-৫" লেখা। টেইলার্স থেকে অর্ডার দিয়ে টুপি, লুঙ্গি, গামছা পর্যন্ত হলুদ-সবুজ রঙে কাস্টমাইজড ডিজাইন করেছেন। উনি বলেন,"ব্রাজিল মানে ফুটবলের শিল্প। ব্রাজিলের খেলোয়াড় হলো জন্মগত ফুটবলার।" তিনি ১৯৮২ সাল থেকে খেলা দেখেন। প্রিয় দলের প্রতি এতটাই দুর্বল যে, নামাজ শেষে দোয়া করেন,"আল্লাহ, ব্রাজিলরে জিতায় দিও। আর মেসি যেন ইনজুরিতে পড়ে!"

রহমত পালোয়ান আবার আর্জেন্টিনার জন্য জান কোরবান। তার জোব্বা নীল-সাদা ডোরাকাটা, পিঠে সোনালি কালারে "গউঝ-ঝওউঙঘঅ-১০" লেখা। তিনিও শফিক মুন্সির মতোই লুঙ্গি, গামছা, টুপি, মোজা, এমনকি ভিতরের স্যান্ডো গেঞ্জিটাও নীল-সাদা রঙে কাস্টমাইজড ডিজাইন করে নিয়েছেন। উনি বলেন,"আর্জেন্টিনা খেলে দিল থেকে। মেসি আর ম্যারাডোনা হলো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্লেয়ার।" তিনিও নামাজ শেষে দোয়া করেন,"আল্লাহ, নেইমার যেন ফাউল করে লাল কার্ড খায়!"

অবাক করা বিষয় হলো, পোশাকের পাশাপাশি দাড়িকেও দলের রঙে রাঙাইছেন দুজন। এক কথায়ড়আপাদমস্তক টুপি থেকে জুতা পর্যন্ত দুইজনের শরীর জার্সির রঙে রাঙানো।

এই দুই মুরুব্বি এক বিষয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী; আর তা হলো ফুটবল। তাই দুজন মিলে মজার পণ করেছেন। যেদিন আর্জেন্টিনা জিতবে বা যে কারও কাছে ব্রাজিল হারবে, সেদিন টি স্টলের সব দর্শকের নাস্তার বিল দিবেন রহমত পালোয়ান। আর ব্রাজিল জিতলে অথবা আর্জেন্টিনা যে কারও কাছে হারলে বিল দিবেন শফিক মুন্সি।

দুজনের এই পাগলামি আর ফ্রি নাস্তার লোভে খেলার দিন দোকানে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। বড় পর্দায় খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হয়। পোলাপান মজা করে তাই মজনু মিয়ার টি স্টলের নাম দিয়েছে "ব্রাজিলিন্টিনা টি স্টল"। দোকানের ভেতরে বাইরে পুরোটাই ব্রাজিলিন্টিনা রঙে রাঙানো। খেলার দিন রীতিমতো এখানে মেলা বসে। কারণ, এখানে খেলার চেয়ে বড় হলো দুই মুরুব্বির তর্কাতর্কি। সেটাই পোলাপান বেশি উপভোগ করে।

প্রতি চার বছর পর বিশ্বকাপ আসলেই তুমুল তর্ক শুরু হয়। গতকাল ছিল ফাইনাল খেলা। পুরো গ্রামের লোক "ব্রাজিলিন্টিনা টি স্টলে"।

শফিক মুন্সি বুক ফুলিয়ে বললেন,"দেখিস রহমত, আমার সবুজ-হলুদের বরকতে আজ ব্রাজিল হালি হালি গোল দিবে।"

রহমত পালোয়ানও দমবার পাত্র নন। তিনিও গামছা টেবিলে রেখে বললেন,"আর আমার নীল-সাদার অসিলায় মেসি আজ হ্যাটট্রিকের ইতিহাস লিখবে। ব্রাজিল গোলের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়বে!"

অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনা শেষ করে খেলা শুরু হলো। প্রথম গোলটা ব্রাজিল করলেও ৯০ মিনিট শেষে স্কোর হয় ২-২। অতিরিক্ত সময়েও গোল নাই! শেষ ভরসা পেনাল্টি। দোকানের সবারই দম বন্ধ, শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা! ব্রাজিল কয়েকটি পেনাল্টি মিস করল, শেষে আর্জেন্টিনাও মিস করল। পরিশেষে ম্যাচের ফলাফল হলো ড্র। এককভাবে ট্রফি কেউ পেলো না। শেষমেষ দু-দলকেই ট্রফি ভাগ করে দেওয়া হলো, যেন কেউই জয়ের স্বাদ থেকে বঞ্চিত না হয়; মন খারাপ না করে।

রাত সাড়ে ১২টায় খেলা শেষে দুই মুরুব্বি চুপচাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। মজনু মিয়া বলল,"চাচাজান, আপনাদের দল বিশ্বকাপ এককভাবে পায় নাই তো কী হয়েছে? এই নেন, আপনাদের জন্য আমি কাপ নিয়ে এসেছি। এইটাই আপনাদের কাপ।"একথা বলেই চায়ের পাতির সাথে ফ্রি পাওয়া আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের জার্সির ডিজাইনে রঙ করা দুটি সিরামিকের মগ এগিয়ে দিল মজনু মিয়া।

তারপর আবার বলল,"শুনেন চাচা, আপনাদের তর্কাতর্কি শুনেই পাড়ার পোলাপান আজ ফুটবলকে ভালোবাসতে শিখেছে।"

মজনু মিয়ার কথা শুনে শফিক মুন্সি হাসলেন। তারপর বললেন,"ধন্যবাদ মজনু।" একটু থেমে আবার বললেন,"নে রহমত, আজ থেকে আর ঝগড়া হবে না। তোর নীল-সাদার পাশে আমার সবুজ-হলুদ। আমরা দুইজন মিলেই এক দল।"

ধর্ষিতার শরীরে মানচিত্র

তুহীন বিশ্বাস

তবুও বেঁচে আছি নরপিশাচের কঙ্কাল রাজ্যে
যেখানে তাজা রক্তে লাল হয়ে থাকে ঠোঁটগুলো,
বিদঘুটে বীভৎস দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে সর্বস্তরে
রাক্ষুসে চোখের স্ফুলিঙ্গে পুড়ে ছারখার স্তম্ভ।
নখের আঁচড়ে মানচিত্র আঁকে ধর্ষিতার শরীরে
চেয়ে দ্যাখ ওই রক্তাক্ত মানচিত্রের ভূখণ্ডে দিকে,
কতটা খাবলে খেয়েছিস যা হিসাব নাই রাজস্বে
পূর্বসূরির দোহাই দিয়ে খনন করছিস মৃত্যুকূপ।
আমারও বাঁচতে ইচ্ছে করে, হাসতে ইচ্ছে করে
কিন্তু তোদের মুখের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়;
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে -
মরণঘাতী ক্যান্সার জীবাণু, ধ্বংস করে মনুষ্যত্ব
আর, মধ্যবিত্তের কান্না, হতদরিদ্রের আর্তনাদ।
এসো তবে সবে মিলে প্রতিবাদ করি অন্যায়ের
সুস্থ জীবনের তাগিদে প্রতিষ্ঠা করবো ন্যায়ের।

মেঘের দেশে অভিসার

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক রঞ্জু

আপাদমস্তকে লেগে থাক ওই অধরের স্পর্শ,
চুম্বনের মুগ্ধতায় সিক্ত হোক আজ সর্বাঙ্গ।
চলো ডানা মেলি মেঘের দেশেড়
জলীয় বাষ্পের সীমানায় শুরু হোক অনন্ত পথ চলা।
যেখানে সময় থমকে দাঁড়ায় অলকানন্দার বাঁকে,
লাজুক জোছনা, আড়াল খোঁজে কুয়াশার চাদরে;
দৃষ্টিরা জেগে রবে সেখানে সুনশান নীরবতায়।
অতঃপর লীন হবো মেঘে ও মানুষে,
লিপিবদ্ধ হবে আমাদের এই মরমি উড়াল;
দুজনে হবো আজ এক অবিচ্ছিন্ন আকাশ।

গত বসন্তের মৃত চিৎকার

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

কাঁচের জমাট নদীতে অনায়াসে সাঁতার কাটছে
একদল কাগজের বাঘ, আর তাদের গর্জনগুলো
বরফের মতোন জমাট বাঁধছে ব্রহ্মপুত্রের দুই কূল
এদিকে টেলিফোন লাইনের তামার তারে ঝুলে
আছে গত বসন্তের কিছু মৃত চিৎকার, কেউ রিসিভার
তুললেই কানে আসে শুকনো পাতা ঝরার শব্দ!
ঘুমের ভেতর যে সিঁড়িটা অন্তহীন আকাশের দিকে
উঠে গেছে একা একা, সেও এখন ছাইরঙা মেঘের
আড়ালে আবডালে মানুষের ভাষায় গল্প করছে!
তারা বলছে এক ডানাহীন পাখির কথা, যে ওড়ার
ভয়ে একদিন নিজের পালক ছিঁড়ে ফেলেছিল।
পকেটে হাত দিয়ে দেখি, সেখানে লুকিয়ে রাখা পুরনো
এক চিলতে শূন্যতা; হঠাৎ এক অতিকায় ডাইনোসর
গ্রাস করছে ঘরের চার দেয়াল, তবুও কেউ কাঁপে না
বাস্তবতার দেয়ালগুলো যেনো এক ঠুনকো প্রাসাদ।

বন্দি জীবন

শাহীন খান

গানের পাখিরা আজ গান করে না
বৃষ্টিরা কেন জানি আর ঝরে না
মেঘবালিকারা আজ দূরে উড়ে যায়
আমার কবিতারা আজ হারালো কোথায়?
দিগন্ত ছোঁয় না তো আবেগ আমার
চারিদিকে ছেয়ে গেছে ব্যথার আঁধার
রংচটা হয়ে আছে দিনগুলো সব
মন থেকে উবে গেছে যত অনুভব!
কষ্টের কষাঘাতে বন্দি জীবন
ধূসর হয়ে গেছে আশার ভুবন
মরীচিকা হয়ে গেছে সুখ যত সুখ
নিমেষে ভেঙ্গে গেছে মন গোটা বুক!
জোনাকিরা মরে গেছে হঠাৎ করে
জোছনারা আদৌ নেই এ অন্তরে
কান্নারা সাথী হয়ে চোখ জুড়ে রয়
এতটুকু প্রেম নেই হয়ে গেছে ক্ষয়!
তুমি হীনা চাঁদ নেই আকাশ মাঝে
গতি নেই আর কোন আমার কাজে
ফিরে এসো এসো ফিরে আবার তুমি
বেজে যাক নিশিদিনই ঝুমঝুমি।
জ্বালা আর সয় নাতো আমার প্রাণে
তুমি হীনা সুখ নেই কোন খানে
হাতে হাত রেখে চলো দূরে চলে যাই
সুখে দুখে তুমি আমি জীবন কাটাই।

কাঁঠালের হাট

শেখ সোহেল রেজা

শিমুলতলীর হাট জমেছে
আম কাঁঠালের মেলা,
কিনবো কাঁঠাল চলো বাবা
বয়ে যায় বেলা।
পাকা কাঁঠাল খাব আমি
আনবো মাথায় করে,
আমার সাথে ছোট্ট বোন
খাবে বসে ঘরে।
কাঁঠাল দিয়ে খাব আমি
বাড়ির ভাজা মুড়ি,
মা গিয়েছে নানাবাড়ি
এখন কি যে করি।

হৃদয় দিলে নিতাম কিনে

মুকুল হোসেন

সখীর মাথায় কাজল কালো লম্বা এলোকেশ
তোমর রূপের মায়ায় পড়ে হৃদয় হারায় শেষ,
কাজল কালো হরিণীর চোখ দেখলে হৃদয় গলে
ওই দু'চোখে ভালোবাসা অন্তরে তাই বলে।
সত্যি বলতে ভালোবাসা উদয় হলো বেশ
তোমায় পেলে অচিনপুরে হব নিরুদ্দেশ,
হৃদয় দিলে নিতাম কিনে তোমার হৃদয় দিলে
হৃদয় দামে হৃদয় দিতাম আমার হৃদয় নিলে।
লজুক হেসে বললে তুমি ঢং করো না ঢং
জানি তোমার এসব কিছুই রংতামাশার রং।
দুষ্টুমিতে বললে তুমি জানি সবই মিছে
ভালোবাসার মোহজালে মারবে পরে বিষে।

অভাব ও দারিদ্র্য

ফেরদৌস জামান খোকন

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে
চলতে গিয়ে এখন আমি,
বাজার করতে গেলেই শুধু
চিন্তা করি আরও ঘামি।
মাসের শেষে বেতন পেয়ে
নানান ভাবনা মাথায় আসে,
বাজার যাব খাবার খাব
পিতামাতার থাকব পাশে।
বাজার গিয়ে দেখে যাচ্ছি
মাছ নেব কী মাংস নেব,
সবজি কিনতে টাকা যে শেষ
বাসায় জবাব কী আর দেব।
দ্রব্যের দাম বাড়ে শুধু
কমে নাতো আমার দেশে,
নিম্ন আয়ের মানুষ আমি
বলছি কথা তবু হেসে।
আহা কবে আয়ের সাথে
পণ্যের মূল্য কমে যাবে,
সত্যি সেদিন আমার মতো
আছে যারা শান্তি পাবে!

সবুজ হাসি

মাসুদ রানা

পদ্ম পাতা জেগে উঠেছে বৃষ্টির জল পেয়ে,
পুকুর ভরা ব্যাঙে নাচে গোসল করে নেয়ে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে গোসল করে গাছে,
সারা পুকুর খেলে বেড়ায় আবুল চাচার মাছে।
বৃষ্টির আগে ঘরে তুলেছে মাঠের পাকা ধান,
সারা বাড়ি মেহমান শিশুরা পুকুরে করে স্নান।
বৃষ্টিতে ভেজে কাকের দল বাসা গেছে ভেঙে,
মেঘের কোলে আরা বেঁধেছে রংধনুর ওই ঢঙে।
হাসনাহেনা সুবাস আসে উঠান ভরা গাছে,
কদম ফুলের সুবাস পেয়ে সাদা মেঘে ভাসে।
মাটির বুকে রসে টলমল বৃক্ষের সবুজ পাতা,
গাছে গাছে ফুলে ফলে মিষ্টি ফলের আতা।
বাঁশ বাগানে পাখির বাসা সন্ধ্যা হলে ডাকে,
বর্ষা আসার আগে খার্ক-শিয়ালে রাতে হাঁকে।
পুকুর পাড়ে তালের গাছে বাবুই খেলা করে,
রাঙ্গা বধূ কলশি কাহে নয়া জলে ভরে ।
নদীর পাড়ে কাশফুল বনে জেগে জেগে সাজে,
বাদামীর ছাল মাঝের নৌকায় দেখতে নদীর মাঝে।
চারিপাশে সবুজ হাসি জলে রাশি রাশি,
সোনার বাংলা অপরূপ সৌন্দর্য ভীষণ ভালবাসি ।

বেদনার চিঠি

জাকির সেতু

সেদিন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় পাশে ছিল গীতাঞ্জলি
কদম কেয়া স্নিগ্ধ গন্ধরাজ, ঘ্রাণে ভরা জুঁই চামেলি।
বিবর্ণ চিঠির খাম খুলে ক্লান্ত দুচোখ বেদনায় নীল,
বৃষ্টিবিলাসের ভেজা দুচোখ মনের দরজায় দিয়েছি খিল।
ডানা ভাঙা পাখির কান্নায় নির্ঘুম কত রাত
বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দেয় খোলা জানালার ও কপাট।
রোদ্দুর ডাকি,মাঝে মাঝে মেঘের আনাগোনা
ছাতিম গাছের তলে দেখি দোয়েলের কান্না।
প্রিয়তমা হারিয়ে গেলে ফিরে আসে না
বুকের গহীনে লুকানো ব্যথায় বৃষ্টি হবে না।

ইমরান রহমান স্টেট কমিটি মেম্বার নির্বাচিত

নিউইয়র্ক : গত ২৩ জুন মঙ্গলবার ডেমোক্রেটিক প্রাইমারী নির্বাচনে ১৫৭৭ ভোট পেয়ে নিউইয়র্ক ষ্টেট কমিটি মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেণ। তার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ডিষ্টিক্ট লিডার আলবার্ড বালডিন্ত পেয়েছেন ১৪৫৪ ভোট। ইমরান রহমান কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার এবং মূলধারার রাজনীতিবিদ মোঃ তৈয়েবুর রহমান হারুন এর বড় সন্তান। তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য বাংলাদেশী কমিউনিটিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ইমরান রহমান তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

জাতিসংঘে পরবর্তী স্থায়ী প্রতিনিধি আইরিন খান

(প্রথম পাতার পর)

পরবর্তী স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। দায়িত্ব গ্রহণ করলে জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হবেন আইরিন খান। জানা গেছে, আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের আগেই তিনি নিউইয়র্কে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। সরকারের চলমান কূটনৈতিক পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে এ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আইরিন খান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অন্যতম পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ল অর্গানাইজেশনের মহাপরিচালক ছিলেন।

২০২০ সাল থেকে তিনি জাতিসংঘের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রের মতে, আইরিন খানের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, মানবাধিকার বিষয়ে দীর্ঘদিনের কাজ এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কূটনৈতিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়ক হতে পারে। বিশেষ করে চলতি বছর বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে এই নিয়োগকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ি কিনতে চান?

Low Income, No Problem

MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender

আমরা ফি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম

★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ি কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন প্রেমেন্ট

★ যারা হোম কেয়ারের কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেস্ট রেট কম
● ফাস্ট ক্লোজি
● ইনভেস্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

RED COW MILK IS BETTER

COW GUARAN 200% GUARANTEE UNTOUCHED BY HANDS 786® حلال

START FRESH PACKED FRESH STAY FRESH

NO OTHER MILK POWDER HAS THIS GUARANTEE

RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate

RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE

RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE

RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES SO YOU CAN BE SURE IT IS FRESH

RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER

PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED

RED COW MILK IS THE BEST.

Why is RED COW milk the BEST?

1) Throughout the year, our family farms provide the same exceptional nutrition for their dairy cow: fresh grass and grains. 2) This diet helps them to be well-nourished and healthy milk producers.3) Cows are allowed to graze in green, grassy pastures- results in healthier, happier cow which produce the highest quality, hormone free milk possible.

100% PURE & NATURAL MILK

SEALED IN A CAN SO YOU CAN REST ASSURED IT IS 100% PURE

100% PURE & NATURAL COW GHEE

RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE UNTOUCHED BY HANDS

Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882

PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.

100% PURE & NATURAL BUTTER

WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY.

ORIGINAL Real Guyana 786 REAL & NATURAL CANE SUGAR

100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

PCA & HHA

FREE TRAINING

আমরা বাংলায় কথা বলি

Bestcare
Home care, your care

প্রশিক্ষন এর বিস্তারিত জানতে কল করুন..

516-666-5802, 516-731-3770

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

Queens	Nassau	Bronx	Corporate	Brooklyn	Highbridge	Manhattan	Staten Island	Westchester	Suffolk	Eastern Suffolk
70-50 Austin Street, Suite 130 Forest Hills, NY 11375	50 Clinton Street, Suite 201 Hempstead, NY 11550	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	3000 Hempstead Turnpike, Suite 205 Levittown, NY 11756	1781 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11210	1592 Jessup Avenue Bronx, NY 10452	240 West 26th Street, Suite 400 New York, NY 10018	60 Bay Street, Suite 506 Staten Island, NY 10301	35 East Grassy Sprain Road, Suite 2038 Yonkers, NY 10710	97 West Main Street Bay Shore, NY 11706	630 Middle Country Road Selden, NY 11784

নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ লাইসেন্স এজেন্সী।

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

(Consultation fee applies)

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন
অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার
স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

ডা. রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG

(Obstetrics & Gynecology) Board Certified

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)

- Flushing Hospital Medical Center
- North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
- Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Caring for Women, Nurturing Life

Scan me

Amyeo A. Jereen, MD.

Obstetrics & Gynecology

Attending Physician (OBS & GYN Dept.)

Long Island Jewish Medical Center
Northwell Health

FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER

Dr. Maria Chattha, MD, FACOG.

Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.

New office:
87-44 168th Place (1st Fl.), Jamaica, NY 11432
91-12, 175th St, Suite-1B, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687

Email: info@mynewlifemd.com | www.mynewlifemd.com

নদী-চর-খাল-বিল-গজারীর বন, টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ, ইন্‌ক

TANGAIL SOCIETY USA, INC.

বার্ষিক

বনভোজন ২০২৬

Sunday
July 12
2026

Venue: FDR state park (West Chester County , New York)
Address- 2957 Crompond Road, York town Heights, NY-10598

Dear Sir/Madam,

Tangail Society USA, Inc. is arranging our annual picnic on 12th July, Sunday, 2026, at FDR state park (West Chester County , New York) Address- 2957 Crompond Road, York town Heights, NY-10598. We are cordially inviting you and your family to attend this wonderful event and would highly appreciate your presence.

Sincerely

Mohammad Ashraful Alam(Jongi)
President
917-399-9698

Abdur Razzak
Treasurer
646-578-0941

Khandaker Maniruzzaman
General Secretary
646-479-3035

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্কে এনটিভির ২৪তম বার্ষিকী উদযাপন

নিউইয়র্ক : জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে উদযাপিত হলো বাংলাদেশের জনপ্রিয় বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি-র পথচলার ২৪তম বার্ষিকী। গত ৩ জুলাই শুক্রবার রাতে নিউইয়র্কের কুইন্সের উডসাইডে গুলশান টেরেসে আয়োজিত গালা ডিনার, সম্মাননা প্রদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এনটিভি ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শুধু একটি টেলিভিশন চ্যানেলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীই উদযাপিত হয়নি; বরং প্রবাসে বাংলা গণমাধ্যমের শক্ত অবস্থান, বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির ঐক্য এবং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখা ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক অনন্য উপলক্ষে পরিণত হয় পুরো আয়োজন।

'সময়ের সাথে আগামীর পথে' স্লোগান নিয়ে ২০০৩ সালের ৩ জুলাই সম্প্রচার শুরু করে এনটিভি। সংবাদে বস্তুনিষ্ঠতা, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা, বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান, মানসম্মত নাটক ও সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের অন্যতম দর্শকপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশ ও প্রবাসের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আস্থা ও ভালোবাসার প্রতীক হয়ে আছে চ্যানেলটি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন এনটিভির নর্থ আমেরিকা ব্যুরো প্রধান ফরিদ আলম এবং গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ। পরে উপস্থিত অতিথিদের করতালির মধ্য দিয়ে কেক কেটে এনটিভির ২৪তম বর্ষে পদার্পণ উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং কমিউনিটির অসংখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তি। অনুষ্ঠানে অতিথিদের স্বাগত জানান এনটিভির উত্তর আমেরিকার ব্যুরো প্রধান ফরিদ আলম।

অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং বলেন, বাংলাদেশি-আমেরিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসা ও জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার গণমাধ্যম শুধু সংবাদ পরিবেশনই করে না, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা, সংস্কৃতি ও শিকড়ের বন্ধন অটুট রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এনটিভির দীর্ঘ পথচলার প্রশংসা করে তিনি এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন বলেন, বাংলাদেশের বস্তুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার ইতিহাসে এনটিভি একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করতে এনটিভি দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সত্যনিষ্ঠ সংবাদ ও দর্শকপ্রিয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চ্যানেলটি দেশ-বিদেশের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আস্থা অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতেও সেই ধারা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ফরিদ আলমের সাংবাদিকতা জীবনের প্রসঙ্গ তুলে এম এম শাহীন বলেন, উত্তর আমেরিকায় প্রায় আড়াই দশক ধরে তিনি নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। তিনি স্মরণ করেন, বাংলাদেশের সংসদ সদস্য থাকাকালে তাঁর বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রতিবেদন ফরিদ আলম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এনটিভিতে প্রচার করেছেন। একইসঙ্গে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজের এনটিভির পাশে থাকার ভূমিকাও তিনি প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেন।

এনটিভির উত্তর আমেরিকা ব্যুরো প্রধান ফরিদ আলম বলেন, দেশে যেমন এনটিভির সঙ্গে তাঁর পথচলা শুরু হয়েছিল, প্রবাসেও সেই সম্পর্ক অটুট রয়েছে। তিনি বলেন, এনটিভি তাঁর টেলিভিশন সাংবাদিকতার প্রথম ভালোবাসা। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দেশ ও প্রবাসের কোটি দর্শকের কাছে নির্ভরযোগ্য সংবাদ ও মানসম্মত অনুষ্ঠান পৌঁছে দিতে পারাই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, সমাজকে আলোকিত করতে দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের বিকল্প নেই। এনটিভি দীর্ঘদিন ধরে সেই দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এনটিভির মতো গণমাধ্যমের অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্বজুড়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য গণমাধ্যম হিসেবে এনটিভি এগিয়ে যাবে এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেন তারা।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবং কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া। সম্মাননা গ্রহণ করেন কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের ডেপুটি কমিশনার অ্যালডেন আই. ফস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ ব্রায়ান সি. হেনেসি, ইন্সপেক্টর আইলিন টি. ডাউনিং, ক্যাপ্টেন ডেভিড কর্ডানো, বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (বাপা), নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফ, মেয়রের কার্যালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, জর্জিয়া স্টেট সিনেটর শেখ রহমান, নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সোমা এস. সাঈদ, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস, শাহ নওয়াজ এবং এম এম শাহীন। এছাড়াও কমিউনিটিতে অসামান্য অবদানের জন্য আরো কয়েকজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগীত, আন্তরিক মিলনমেলা এবং প্রাণবন্ত পরিবেশনায় পুরো সন্ধ্যা হয়ে ওঠে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক স্মরণীয় আয়োজন। অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে এনটিভির উত্তরোত্তর সাফল্য, বাংলা গণমাধ্যমের সমৃদ্ধি এবং দেশ-বিদেশে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আরও বিকাশ কামনা করা হয়।

উল্লেখ্য, পুরো অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন এনটিভির নর্থ আমেরিকা ব্যুরো প্রধান ফরিদ আলম, এনটিভির সাবেক দুই সিনিয়র রিপোর্টার দিদার চৌধুরী ও রোকন উদ্দিন এবং কমিউনিটি নেতা ফখরুল ইসলাম।

কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি?

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর শেষ ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের জয়ের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হয়েছে শেষ আটের সব সমীকরণ। এর মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, স্পেন ও ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ কারা। দীর্ঘ ৭২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে সুইজারল্যান্ড। ১৯৫৪ সালের পর এবারই প্রথম বিশ্বকাপের শেষ আটে উঠেছে দলটি। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে কলম্বিয়াকে ট্রাইব্রেকারে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে সুইসরা। সুইজারল্যান্ডের এই জয়ের পরই পূর্ণতা পেয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালের সূচি। আগামী ৯ জুলাই থেকে শুরু হবে শেষ আটের লড়াই, যেখানে প্রতিটি ম্যাচই জানান দিচ্ছে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতার। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ৯ জুলাই বোস্টনে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স ও মরক্কো। পরদিন লস অ্যাঞ্জেলেসে শক্তিশালী স্পেনের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম।

১২ জুলাই মায়ামিতে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড ও নরওয়ে। একই দিন কানসাসে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সামনে থাকবে ইতিহাস গড়া সুইজারল্যান্ডের চ্যালেঞ্জ।

কোয়ার্টার ফাইনালের সূচি (বাংলাদেশ সময়) : ৯ জুলাই : ফ্রান্স-মরক্কো, রাত ২টা, বোস্টন। ১০ জুলাই : স্পেন-বেলজিয়াম, রাত ১টা, লস অ্যাঞ্জেলেস। ১২ জুলাই : ইংল্যান্ড-নরওয়ে, রাত ৩টা, মায়ামি। ১২ জুলাই : আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড, সকাল ৭টা, কানসাস।

বিশ্বকাপের ফুটবল দলে বৈষম্য : ফিফার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বিভিন্ন দেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি নানা বিতর্ক ও অভিযোগে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বে প্রবেশের পর একদিকে যেমন শিরোপার লড়াই জমে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি ফিফার সিদ্ধান্ত, রেফারিং এবং অংশগ্রহণকারী দলগুলোর প্রতি আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি, আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচে রেফারিং নিয়ে মিশরের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ এবং ভ্রমণ বৈষম্যের অভিযোগে ইরানের ফিফার দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত বিশ্বকাপের পরিবেশকে আরও বিতর্কিত করে তুলেছে।

ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি : বিশ্বকাপ চলাকালে সবচেয়ে আলোচিত বিতর্কগুলোর একটি তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগুনকে ঘিরে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিপক্ষে ম্যাচে লাল কার্ড দেখার পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার পরবর্তী ম্যাচে নিষিদ্ধ থাকার কথা ছিল। কিন্তু পরে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে ফিফার সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন ওঠে।ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কয়েক ডজন সদস্য দাবি করেছেন, এই সিদ্ধান্ত ফুটবলের ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতার নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাদের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের পরই ফিফা বালোগুনের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে।ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ব্যারি অ্যান্ড্রুজ, লারা উলটার্স ও নিলস ফুগলসাং এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, টুর্নামেন্ট চলাকালে লাল কার্ডের শাস্তি পরিবর্তন করা ফুটবলের মৌলিক নীতির পরিপন্থি। এমন সিদ্ধান্ত খেলাধুলার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করে।তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোর জাতীয় ফুটবল ফেডারেশনগুলোকে ফিফার এথিকস কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিক তদন্তের আবেদন জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের দাবি, বালোগুনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করেছে কি না এবং ফিফা রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘন করেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।ফিফা অবশ্য জানিয়েছে, বিষয়টি তাদের ডিসিপ্লিনারি কমিটির সিদ্ধান্ত। তবে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন সমালোচকরা। ইতোমধ্যে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ৩৫ সদস্য ইনফান্তিনোর ভূমিকা তদন্তের দাবিতে স্বাক্ষর করেছেন।তাদের মতে, ফুটবলের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো নিরপেক্ষতা ও সমান সুযোগ। যদি রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়ম পরিবর্তন করা হয়, তাহলে বিশ্বব্যাপী ফুটবলপ্রেমীদের আস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ মিশর : বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে নাটকীয় পরাজয়ের পর রেফারিং নিয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছে মিশর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ইএফএ)। আটলান্টায় অনুষ্ঠিত ওই ম্যাচে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় মিশর। ম্যাচের পর থেকেই দলটির খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং কর্মকর্তারা রেফারিং নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিলেন। মিশর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হানি আবু রিদা ফিফার কাছে পাঠানো অভিযোগপত্রে ম্যাচের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের তদন্ত দাবি করেছেন। একই সঙ্গে ম্যাচের প্রধান রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়ে এবং তার কর্মকর্তাদের টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলো থেকে সরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মিশরের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুটি ঘটনা। প্রথমটি ঘটে ৬২তম মিনিটে। সে সময় মোস্তফা জিকো বল জালে পাঠালেও ভিএআর পর্যালোচনার পর বিল্ডআপে ফাউলের অভিযোগে গোলটি বাতিল করা হয়। মিশরের দাবি, ওই সিদ্ধান্ত ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। দ্বিতীয় ঘটনা আর্জেন্টিনার জয়সূচক তৃতীয় গোলের আগে। মিশরের অভিযোগ, গোল হওয়ার আগে হামদি ফাথির ওপর স্পষ্ট ফাউল হয়েছিল। কিন্তু রেফারি সেটি উপেক্ষা করেন এবং ভিএআরেও ঘটনাটি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হয়নি। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে মিশরের প্রধান কোচ হোসাম হাসান আরও বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি দাবি করেন, ম্যাচের ফলাফল যেন আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল এবং রেফারির ওপর আর্জেন্টিনার পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও এসব অভিযোগের পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেননি।এখন পর্যন্ত মিশরের অভিযোগের বিষয়ে ফিফা আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

বৈষম্যের অভিযোগ ইরানের : বিশ্বকাপের আরেকটি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইরান জাতীয় ফুটবল দল। উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে অংশ নিতে গিয়ে ভ্রমণসংক্রান্ত নানা বিধিনিষেধ ও প্রশাসনিক জটিলতার মুখোমুখি হওয়ার অভিযোগ তুলেছে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন।ফেডারেশনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, টুর্নামেন্ট শুরুর অনেক আগেই তারা দলের ভ্রমণ পরিকল্পনা, প্রস্তুতি সূচি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য আয়োজকদের কাছে জমা দিয়েছিল। তারপরও দলটি বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। তার অভিযোগ, এসব বিধিনিষেধের কারণে কোচিং স্টাফদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং দলের প্রস্তুতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফুটবল সংশ্লিষ্ট অনেকের ধারণা, চলমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ইরানকে বাড়তি জটিলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অতীতেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসরে ইরানি খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের ভিসা, যাতায়াত এবং প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ইরান ফুটবল ফেডারেশন মনে করছে, বিশ্বকাপের মতো বৈশ্বিক আসরে কোনো দেশের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। তাই বিষয়টি নিয়ে তারা ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করবে এবং দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করবে।

বিতর্কের মাঝেও মাঠের লড়াই : বিশ্বকাপের বিভিন্ন বিতর্ক যখন শিরোনাম দখল করছে, তখন মাঠের লড়াইও সমানভাবে উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালের আটটি দল নির্ধারিত হয়েছে।

বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা শেষ ষোলোতে মিশরকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। অন্যদিকে ৭২ বছর পর শেষ আটে জায়গা করে নেওয়া সুইজারল্যান্ড কলম্বিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে এই দুই দল। ফুটবল বিশ্বের নজর এখন যেমন মাঠের ফলাফলের দিকে, তেমনি টুর্নামেন্ট ঘিরে ওঠা বিতর্কগুলোর দিকেও। বিশ্বকাপের বাকি পথচলায় ফিফা এসব অভিযোগ কীভাবে মোকাবিলা করে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর বিষয়ে কী অবস্থান নেয়, সেটিও এখন বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

এসআইসিআইপি প্রকল্প পরিদর্শনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল

রংপুর : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং এসআইসিআইপি (SICIP) প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওয়ালিদ হোসেন-এর নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল গত ৬ জুলাই রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মইনুল হাসান, উপসচিব নুরুদ্দিন আল ফারুক এবং উপসচিব ভুইয়া মুহাম্মদ রেজাউল রহমান সিদ্দীক।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত এসআইসিআইপি (SICIP) প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। উল্লেখ্য, গত পাঁচ বছর ধরে ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডের মাধ্যমে তারাগঞ্জ অঞ্চলের স্থানীয় জনগণকে আধুনিক জুতা উৎপাদন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন, যা স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসানুজ্জামান হাসান প্রতিনিধি দলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং প্রকল্পের অগ্রগতি, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, উৎপাদন ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডের সিইও এম. এম. খালিদ আহসান, হেড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মোঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক, এসআইসিআইপি প্রকল্পের চিফ কো-অর্ডিনেটর মোঃ আরিফুর রহমান, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ ফারাবীসহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দল প্রকল্পের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডের অবদানের প্রশংসা করেন। তারা ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মুনা'র জ্যামাইকা ওয়েস্ট চ্যাপ্টারের বারবিকিউ পার্টি

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম উদযাপনের পাশাপাশি মুনা'র দাওয়াতী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মুনা'র জ্যামাইকা ওয়েস্ট চ্যাপ্টার বারবিকিউ পার্টির আয়োজন করেছে। রোববার (৫ জুলাই) জ্যামাইকাস্থ মুনা'র কোরআন একাডেমী ফর ইয়ং স্কলার্স মিলনায়তনে বেলা ২টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত এই পার্টি চলে। এতে দেশী-বিদেশী, মুসলিম-নন মুসলিম বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. মাহমুদুর রহমান, মুনা'র এসিস্ট্যান্স ফাইন্যান্স ডিরেক্টর অধ্যাপক জালাল উদ্দিন, মুনা সোস্যাল সার্ভিসের অপারেশন ডিরেক্টর ড. জাহাঙ্গীর কবীর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও ডীন অধ্যাপক ড. আব্দুল করীম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, মুনা'র নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার ও সহ সভাপতি মাও-লানা তোয়া আমীন খান, আমার সিলেট.কম-এর সম্পাদক এমদাদ চৌধুরী দীপু প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুনা'র জ্যামাইকা ওয়েস্ট চ্যাপ্টার সেক্রেটারী মাহফুজুর রহমান ও আনিসুর রহমান।

উল্লেখ্য, মুনা একটি অলাভজনক দাওয়াহ ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক জাতীয় সংগঠন হিসেবে ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুনা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত, নৈতিক ও মানুষের জীবনের সামাজিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গ রাজ্যে মুনা'র কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করেছে। মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয় ও নাগরিক জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি কমিউনিটির সেবায় নিয়োজিত করতে মুনা মুসলমানদের সুসংগঠিত করতে সদা সচেষ্ট। মুনা মুসলমানদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চার আহবান জানিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে চেষ্টা করে। এছাড়া আমেরিকায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সাথে মুনা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত।

চলতি বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ ঘিরে মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা) দুই মাসব্যাপী বিশেষ দাওয়াতী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত ১ জুন থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচী চলবে জুলাই পর্যন্ত। এই কর্মসূচীর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যে মানুষের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হবে। এজন্য নতুন প্রজন্মকে টার্গেট পিপল হিসেবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

জ্যামাইকায় যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

(শেষ পাতার পর)

২৫০ বছর আগে বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে আমেরিকা। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। আর যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দ্বিতীয় বাসস্থান। দেশের মতোই ভালবাসতে হবে এই দেশকে। এই দেশের সকল জাতীয় দিবস পালন করা উচিৎ গুরুত্বের সাথে। কেননা, দেশটির নাগরিক হিসেবে সকল সুযোগ-সুবিধা আমরা ভোগ করছি, এই দেশে আমাদেরকে বাংলাদেশী-আমেরিকান হতে হবে। বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের সকল জাতীয় দিবস গুরুত্তের সাথে পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা। সিনিয়র সাংবাদিক বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদকসহ কম্যুনিটির গণ্যমান্য অতিথিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিত, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার ও ভূমিকা নিয়ে আলোচকরা আলোচনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস ছিলো গত ৪ জুলাই। নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী নানা আয়োজনে এদিন পালন করা হয় ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী। দিবসটি উপলক্ষে সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। সভাপতি বিহীন ব্যতিক্রমী এই আলোচনা সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভার অন্যতম আয়োজক সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক। সিনিয়র সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় পরিবেশিত হয়যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত । পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত আলোচনা পর্বে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সভার অন্যতম আয়োজক আজিজুল হক মুন্না ও সাঈদ তারেক। সভায় সত্তর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের আগমনের ইতিহাস এবং জ্যামাইকায়া ঘঁাটির ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরেন জ্যামাইকার প্রবীন প্রবাসী নাসির আলী খান পল।

সভায় আরো আলোচনায় অংশ নেন নজরুল একাডেমী ইউএসএ'র সভাপতি ও সভার অপর আয়োজক কিউ জামান, সিনিয়র সাংবাদিক তাসের মাহমুদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক একেএম ফজলে রাব্বী, কবি-লেখক এবিএম সালেহ উদ্দীন, লেখক আজিজুর রহমান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শিহাব উদ্দীন সাগর ও সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম এবং ওসমান চৌধুরী, জামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন (জেবিএ)-এর সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আনিসুল কবীর জাসীর, সন্দীপ সোসাইটি অব ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক জ্যাইকা শাখার কর্মকর্তা মনিউর রহমান, মিডিয়া কর্মী রাশিদা আকতার, কবি সেলিনা আকতার, জ্যামাইকা থিয়েটার-এর সভাপতি শেখ হায়দার আলী, নিউ জার্সী থেকে আগত অ্যাক্টিভিষ্ট একে আলম মনির প্রমুখ। সভায় কোন কোন বক্তা বলেন, বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি হলেও নানা কারণে আমাদের আর স্থায়ীভাবে দেশে ফেরা হবে না। তাই আমাদেরকে আমেরিকান হয়েই এদেশে বসবাস করতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, অভিবাসীদের দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বাংলাদেশী-আমেরিকান হিসেবে বসবাস করতে হবে। সেই সাথে আমাদের সন্তানদের বাংলাদেশী শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যেই গড়ে তুলতে হবে এবং দেশপ্রেম জাগ্রত করে সততার সাথে বসবাস করতে হবে। এই দেশের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলতে হবে সমৃদ্ধ কমিউনিটি। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সোসাইটি সহ আঞ্চলিক সংগঠনগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে বলে বক্তারা মন্তব্য করেন। বক্তারা আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের মাদার সংগঠন বলে পরিচিতদের প্রতি ৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আহ্বান জানান। সভা শেষে সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক-এর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়। উপস্থিত অতিথিদের সাথে নিয়ে তিনি কেক কাটেন। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইস্যুরেস গ্রহণ করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সাইদকে সংবর্ধনা

(শেষ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ আহমদকে সংবর্ধনা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের নেতৃবৃন্দ। গত ৫ জুলাই সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাকির এইচ চৌধুরী। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রীড়া সম্পাদক ও সাবেক জাতীয় ফুটবলার সাঈদ হাসান কানন, কামাল আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি সোলায়মান ভূঁইয়া, মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী ও শামসুল ইসলাম মজনু, নিউইয়র্ক দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম. এ. বাতেন, সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক তোফায়েল চৌধুরী লিটন, নিউইয়র্ক উত্তর বিএনপির সহ-সভাপতি কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুল বাসেত, হেলাল উদ্দিন, আব্দুস সবুর, মোশাররফ হোসেন সবুজ, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা সালেহ আহমেদ, এটিএম হেলালুর রহমান, ফারুক হোসেন মজুমদার, এবাদ চৌধুরী ও সাইফুল ইসলাম লিটনসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মিজানুর রহমান মিজান, সাদিকুর রহমান সালমান, শাহ রেজাউল, আল মামুন সবুজ, মশিউর রুবেল, ফরহাদ মৃধা, আকরামুল হাসান, এমদাদ তরফদার, শামীম মাহমুদ, কয়সর রশীদ, শরিফ হোসেন, সুমন আহমেদ, আবুল কাশেম, শেখ শাহজাহান ও সৈয়দা মাহমুদা শিরিন। আনামত হোসেন আমান ও রেজাউল আজাদ ভূঁইয়ার যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংবর্ধিত অতিথি আবু সাইদ আহমদ তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "আপনাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতার কারণেই আজ আমি এ পর্যায়ে আসতে পেরেছি। আমি সবসময় আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।"

তিনি আরও বলেন, "সম্প্রতি আমার সঙ্গে কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কথা হয়েছে। কমিটি গঠনের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, অচিরেই কমিটি ঘোষণা করা হবে।"

আবু সাইদ আহমদ বলেন, "দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের পর আমাদের দল রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসেছে। তাই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং সব ধরনের ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে।"

বক্তারা বলেন, আবু সাইদ আহমদকে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত করায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং যুবদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। তারা বলেন, আবু সাইদ আহমদ একজন যোগ্য, ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতা। দীর্ঘ ১৭ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামে তিনি অসংখ্য নেতাকর্মী তৈরি করেছেন এবং তাদের পাশে থেকেছেন। তাঁর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র যুবদল ছিল সুসংগঠিত ও গতিশীল। ভবিষ্যতেও তিনি একই নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন বলে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে আবু সাইদ আহমদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয় এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শাহবাজ আহমদ। সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতাকারী এবং উপস্থিত সকল নেতাকর্মী ও অতিথিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ইসলাম বিদ্বেষ রুখে দাঁড়ানোর আহবান গ্রেস মেং এর

(শেষ পাতার পর)

গ্রেস মেং। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমাদের সমাজে, বিশেষ করে কোনো উপাসনালয়ে সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কোনো স্থান নেই। তিনি বলেন, আমরা যখনই ইসলামবিদ্বেষের মুখোমুখি হব, তখনই এর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।' ঘটনায় কেউ আহত হয়নি জেনে কংগ্রেসওম্যান স্বস্তিবোধ করেছেন। বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, ফ্লাশিংয়ের 'মুসলিম সেন্টার অফ নিউইয়র্ক' এ শুক্রবারের নামাজ চলাকালে মুখোশ পরা এক ব্যক্তি এমন একটি অস্ত্র প্রদর্শন করে, যা দেখতে প্রাণঘাতী অস্ত্রের মতো মনে হলেও পরে সেটি একটি 'বি, বি গান' বলে জানা যায়। আমার সহকর্মীগণ এবং আমি ঘটনাটি নিয়ে এনওয়াইপিডির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। সন্দেহভাজন ব্যক্তি এখন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তার প্রতি এবং সাহসী উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, যারা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ওই ব্যক্তিকে নিরস্ত্র করেন এবং পুলিশ পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে আটক করে রাখেন। কেউ আহত হয়নি জেনে আমি স্বস্তি বোধ করেছি। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট মুসলিম সেন্টার গ্রেস মেং এর কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত।

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক

জ্যামাইকা ফার্মেসী

আমরা এখন নতুন করে

সিভিএস কেয়ারমার্ক-

এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি

Now we accept CVS CAREMARK

✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care

✓OTC Card

আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances

ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়

JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333

168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973

E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'র সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদা, উৎসাহ ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপনের লক্ষ্যে নিউইয়র্ক-ভিত্তিক সংগঠন প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ এর এক জরুরি সভা গত ৩ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় সিটির জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংগঠক ড. শেখ মিজানকে আহ্বায়ক করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট মূল উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন ড. আবিদ বাহার, ডা. জুন্নুন চৌধুরী, মো. আজিজুর রহমান, রহমতউল্লাহ, হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, এমদাদ চৌধুরী দীপু, মিসবাহ উদ্দিন আহমদ, আব্দুল কাদের, আবুল কালাম আজাদ, রেজাউল করিম, নূরুল হক চৌধুরী এবং জাবেদ আহমদ।

সভায় বক্তারা বলেন, জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই বিপ্লবের আদর্শ, চেতনা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এবং প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে এর তাৎপর্য আরও বিস্তৃত করতে দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে গঠিত উদযাপন কমিটি বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করবে। সভায় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানকে সুশৃঙ্খল, সমন্বিত ও সফলভাবে সম্পন্ন করার পাশাপাশি সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এতে মিসবাহ উদ্দিন আহমদকে প্রধান করা হয়েছে। উপ-কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেনড় আব্দুল কাদের, আবুল কালাম আজাদ, আব্দুল আলীম এবং দীপন গাজী। সভায় উপস্থিত সদস্যরা জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সর্বাত্মকভাবে সফল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে তারা সকল প্রবাসী বাংলাদেশি ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ড. ওসমান ফারুকের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় ককাস গঠিত

ঢাকা : বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংসদীয় কূটনীতি জোরদার এবং দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে গঠিত হয়েছে 'ককাস অব আমেরিকা ইন ন্যাশনাল পার্লামেন্ট অব বাংলাদেশ' বা যুক্তরাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় ককাস। এ ককাসের মাধ্যমে দুই দেশের আইন প্রণেতাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১০ সদস্যের এই ককাসের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক মন্ত্রী ড. মো. ওসমান ফারুক। কো-চেয়ারম্যান হয়েছেন ড. মো. মাহবুবুর রহমান। অন্য সদস্যরা হলেন ব্যারিস্টার নওশাদ জমির, হুম্মাম কাদের চৌধুরী, নিপুণ রায়চৌধুরী, সানজিদা ইসলাম, ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ, মীর আহমাদ বিন কাসেম, মারদিয়া মমতাজ ও আখতার হোসেন। গত শনিবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ককাসের নতুন কমিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

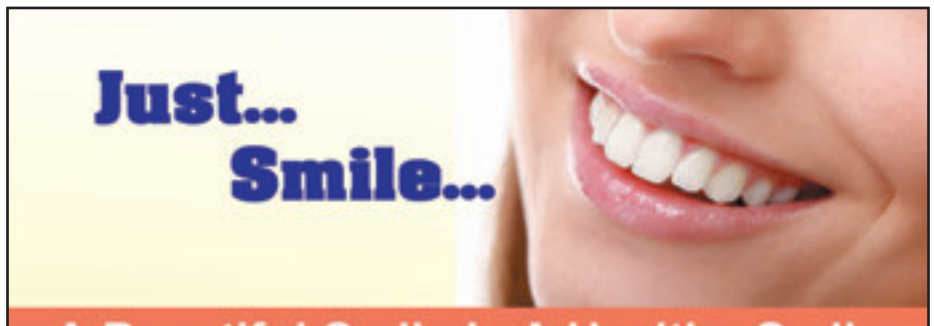

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেস্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে 'অল কাউন্টি হোমকেয়ার'র ব্যতিক্রমী আয়োজন

(শেষ পাতার পর)

'অ্যল কাউন্টি সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার'। এ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা হাতে প্রবাস প্রজন্মের উচ্ছ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে প্রবাসীদের আমেজকে ভিন্ন এক মাত্রায় উন্নীত করেছিল। আর এ সম্মাননার পর্বটি সম্পন্ন হয় নিউইয়র্ক সিটির পাশে প্রবাহিত ইস্ট রিভার ও হাডসন নদীতে 'বিনোদন জাহাজ'-এ। কুইন্সের করোনায় অবস্থিত 'ওয়ার্ল্ডফেয়ার ম্যারিনা' পার্টি হল সংলগ্ন ঘাট থেকে জাহাজটি ছাড়ার প্রাক্কালে সকলকে স্বাগত জানান আয়োজক সংস্থার প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ কাদের সিআইপি। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন তিনি।মোহাম্মদ কাদের সিআইপিকে পাশে নিয়ে নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিনের কম্যুনিটি লিঁয়াজো নীল ত্রিবেদি প্রবাসী বাংলাদেশীদের কর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করেন এবং আমেরিকান স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে এই দেশটির রাজনীতি ও প্রশাসনের সাথে আরো জোরালো সম্পর্ক রচনার তাগিদ দেন। সেই পথটি সুগম করতে 'অ্যল কাউন্টি হোমকেয়ার গ্রুপ'র এই শাখাটি অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার রঙে একাকার বেলুন উড়িয়ে স্বাধীনতা দিবসের এই কর্মসূচির শুভ সূচনা ঘটানো হয় কয়েকজন সিনিয়র সিটিজেনের মাধ্যমে। এ সময় সেখানে ছিলেন 'অ্যল কাউন্টি হোমকেয়ার গ্রুপ'র চেয়ারম্যান সিফা আমিনসহ কম্যুনিটির বিশিষ্টজনেরা। এরপর সকলে তিন তলাবিশিষ্ট স্কাইলাইন প্রিন্সেস-এ আসন গ্রহণ করেন। প্রিয়-পরিচিতজনেরা আড্ডায় মেতে উঠেন। শুরু হয় স্বাধীনতা দিবসের আমেজে গান। জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভিন, নাজু আকন্দ এবং কামরুজ্জামান বকুল বাঙালি স্টাইলে নেচে-গেয়ে আমেরিকার স্বাধীনতার জয়গান উচ্চারণ করেন।

এমনি অবস্থায় অ্যল কাউন্টি হেল্থ কেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং গ্রুপটির সহযোগী মিডিয়া 'বাংলা গেজেট'র প্রকাশক সিফা আমিনকে পাশে নিয়ে মোহাম্মদ কাদের সিআইপি উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে সম্মাননা-স্মারক প্রদান করেন। মোহাম্মদ কাদের এ সময় বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করা কেউই বেঁচে নেই, তাই আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অসমসাহসী ভূমিকা পালনকারিগণের মধ্যে যারা এই নিউইয়র্ক অঞ্চলে বাস করছেন, সেই গর্বিত সন্তানদের সম্মান জানানোর মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার গৌরব-গাথা অধ্যায়ের রুমন্থন করার চেষ্টা করছি। মুক্তিযোদ্ধাগণের মধ্যে ছিলেন কণ্ঠশিল্পী রথিন্দ্রনাথ রায়, সম্পাদক-সাংবাদিক লাবলু আনসার, এই সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, চিত্র নির্মাতা ও পরিচালক আবুল বাশার চুন্নু, আব্দুস সাদেক, শহিদুল ইসলাম, শওকত আকবর রীচি, মো, নাজিমউদ্দিন, মোহাম্মদ জালালউদ্দিন সরকার, প্রাণ গবিন্দ কুন্ডু, মো, জাহিদ হোসেন, মোহাম্মদ এ কাদির প্রমুখ। এ সময় একাত্তরের স্মৃতিচারণ শেষে বীর বাঙালিদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের গান 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে' পরিবেশন করেন রথীন্দ্রনাথ রায়। উল্লেখ্য, এই সংস্থাটির মেডিকেল ট্রেনিং স্কুল রয়েছে, যেখানে ৮৩ ঘন্টার একটি কোর্স (এইএইচএ-হোম হেল্থ এইড)সম্পন্ন করলে স্বাস্থ্যসেবায় উচ্চ বেতনে চাকরি জুটে যাচ্ছে। এ ধরনের একটি কোর্স (এইচএইচএ) সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা ৪৫ বাংলাদেশীর মধ্যে ২ জুলাই বর্ণাঢ্য এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সার্টিফিকেট বিতরণ করার ধারাবাহিকতায় এই নৌ-ভ্রমণের কর্মসূচিটি সমগ্র কম্যুনিটিতে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

'বার্থ ট্যুরিজম' ঠেকাতে ট্রাম্প প্রশাসনের কড়াকড়ি

(শেষ পাতার পর)

সন্তানকে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম দিয়ে নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভ্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে দেশটির বিচার বিভাগ। ভিসা আবেদনের সময় প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করে যুক্তরাষ্ট্রে এসে সন্তান জন্ম দেয়ার ঘটনাকে প্রতারণা হিসেবে দেখছে কর্তৃপক্ষ। এ ধরনের মামলায় বিদ্যমান আইন আরো কঠোরভাবে প্রয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গত ৩০ জুন বিচার বিভাগের জালিয়াতি দমন শাখার সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কলিন ম্যাকডোনাল্ড ফেডারেল প্রসিকিউটরদের কাছে পাঠানো এক স্মারকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ব্যবস্থাকে প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবহার করার যেকোনো চেষ্টা তদন্ত ও বিচারের আওতায় আনতে হবে। বিশেষ করে ভিসা আবেদনের সময় ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। কলিন ম্যাকডোনাল্ডের ভাষ্য, অনেক 'বার্থ ট্যুরিজম' কার্যক্রমেই মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভিসা নেয়া হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। স্মারকে অতীতে এ ধরনের কয়েকটি আলোচিত মামলার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৪ সালে 'ইউএসএ হ্যাপি বেবি' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চীনা নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দেয়ার ব্যবস্থা করার অভিযোগে মাইকেল ওয়েই ইউয়ে লিউ এবং জিং ডং দম্পতিকে ৪১ মাস করে কারাদণ্ড দেয়া হয়। অভিযোগ ছিল, তারা মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে গ্রাহকদের ভুয়া তথ্য ব্যবহার করে মার্কিন ভিসা পেতে সহায়তা করতেন। এর আগে ২০২২ সালে নিউইয়র্কভিত্তিক ইব্রাহিম আকসাকাল স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতি ও প্রতারণার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২৭ মাসের কারাদণ্ড পান। তিনি তুর্কি ভাষার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গর্ভবতী নারীদের যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দেয়ার পরিকল্পনা প্রচার করতেন। পাশাপাশি কীভাবে গর্ভধারণের তথ্য গোপন রাখা যায়, সে বিষয়েও পরামর্শ দিতেন। ২০২০ সালে চাও 'এডউইন' চেন পরিচালিত 'ইউ উইন ইউএসএ' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি প্রতি গ্রাহকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৮০ হাজার ডলার পর্যন্ত আদায় করতো এবং ৫০০-র বেশি গ্রাহককে যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দিতে সহায়তা করেছিল। এ ঘটনায় চেনকে ৩৭ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। বর্তমানে 'বার্থ ট্যুরিজম'-এর মাধ্যমে বছরে কত শিশু জন্ম নিচ্ছে, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোনো আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান নেই। তবে অভিবাসনবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের হিসাবে, প্রতিবছর প্রায় ২৬ হাজার শিশুর জন্ম এ ধরনের ভ্রমণের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। অন্যদিকে সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজের দাবি, শুধু পর্যটক ভিসায় আসা নারীদের কাছেই বছরে প্রায় ৩৩ হাজার শিশুর জন্ম হয়। এ ছাড়া অস্থায়ী ভিসাধারী ও অবৈধভাবে অবস্থানরত অভিবাসীদের পরিবারেও প্রতি বছর আরো কয়েক লাখ শিশুর জন্ম হয় বলে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এক সংবাদ সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চ 'বার্থ ট্যুরিজম'কে দ্রুত বিস্তার লাভ করা একটি শিল্প হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কেউ যদি শুধু সন্তানকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক করার উদ্দেশ্যে গর্ভবতী অবস্থায় দেশে প্রবেশ করেন, তাহলে সেটি আইন লঙ্ঘনের শামিল। এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের সেই নির্বাহী আদেশ বাতিল করে, যেখানে অবৈধ অভিবাসী এবং অস্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিদেশিদের দেশে জন্ম নেয়া সন্তানদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব না দেয়ার নির্দেশনা ছিল। আদালতের সেই রায়ের পরই বিদ্যমান আইন ব্যবহার করে 'বার্থ ট্যুরিজম' দমনে আরো কঠোর অবস্থান নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন বিচার বিভাগ।

নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে ফি পরিশোধে নতুন নিয়ম

(শেষ পাতার পর)

ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে। এদিন থেকে মানি অর্ডার বা ব্যাংক প্রত্যয়নকৃত চেক আর গ্রহণ করা হবে না। বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নতুন নিয়ম শুধু কনস্যুলেটে উপস্থিত হয়ে সেবা গ্রহণকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। তবে ডাকযোগে পাঠানো আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে আগের নিয়মই বহাল থাকবে। এসব আবেদনের ফি আগের মতোই মানি অর্ডার বা ব্যাংক প্রত্যয়নকৃত চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।

কনস্যুলেট জানিয়েছে, আগামী ১ অক্টোবর থেকে স্বশরীরে সেবা নিতে আসা প্রত্যেক আবেদনকারীকে সঙ্গে বৈধ ও সচল ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড রাখতে হবে। নগদ অর্থ বা অন্য কোনো বিকল্প উপায়ে কনস্যুলার ফি গ্রহণ করা হবে না।সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, প্রবাসী বাংলাদেশিদের আরো উন্নত, দক্ষ ও সময়োপযোগী সেবা দিতে কনস্যুলার কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, নিরাপদ, আধুনিক এবং আরো জবাবদিহিমূলক করার উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।নতুন ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক সহযোগিতাও কামনা করেছে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বর্ণাঢ্য অভিষেক

(৫০ পাতার পর)

নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ ফিলিপ এবং উপদেষ্টা ও দবিরুল ইসলাম এবং সিনিয়র সহ সভাপতি এবিএম মিজুনুল হাসান সহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এই পর্বে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি সহ কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এই পর্ব পরিচালনা করেন আহ্বায়ক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রকিবুজ্জামান তপু ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান রোকন।

পরবর্তীতে নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ ফিলিপ। এরপর তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান অপর নির্বাচন কমিশনার দবিরুল ইসলাম।

অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- ডা. চৌধুরী সার-ওয়ারুল হাসান (পুন নির্বাচিত), সিনিয়র সহ সভাপতি- এবিএম মিজানুল হাসান, সহ-সভাপতি- মোহাম্মদ আবু তাহের, মোতাহার হোসেন, তাসকিনল হক, মোঃ শমসের আলী, এম এ রশিদ, সাধারণ সম্পাদক- মোজাফফর হোসেন (পুন নির্বাচিত), যুগ্ম সাধারন সম্পাদক- মোহাম্মদ শফিউল আলম, সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (মিলন), মোহাম্মাদ মোহর উদ্দিন খান ও মোহাম্মদ রাজাবীন হায়াত, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া (কানন), সহ কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান (রোকন), সহ সাংগঠনিক সম্পাদ- মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আব্দুল জলিল মিয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ডা. নার্গিস রহমান, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ মসিতুল্লাহ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- রোকশান আরা, প্রচার সম্পাদক- মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক- এ এইচ এম কামাল (মিল্টন), সহ-ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক- আলিফ রেজওয়ানা স্মৃতি, দপ্তর সম্পাদক- শাহ মোহাম্মদ ফরিদ, অভিবাসন ও মানবাধিকার সম্পাদ- মোহাম্মদ মিয়া দুলু, শিক্ষা ও কমিউনিটি উন্নয়ন সম্পাদক- সাহানা বেগম রিনা।

কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান হাসান, মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান খান (তনু), মোহাম্মদ আবদুস সালাম, শামীম আহমেদ, মোস্তফা কামাল মিল্টন, মোহাম্মদ রাজু আহমেদ (যাদু), মোহাম্মদ আব্দুর রকিব, মোহাম্মদ আরিফ হোসেন, মোহাম্মদ বিপুল সরকার, মোহাম্মদ আমির হোসেন।

জেলা প্রতিনিধি: মোহাম্মদ সামিউল হক (রাজশাহী), মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন (দিনাজপুর), মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন স্বপন (পাবনা), মোহাম্মদ শাহীন আলম (নাটোর), আবদুর রাজ্জাক আলী (রংপুর), ইউসুফ আলী (বগুড়া), মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ), মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম (নওগাঁ), রাজু আহম্মদ (পঞ্চগড়), মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (নীলফামারী), সাদিউর রহমান সাদী (কুড়িগ্রাম), আবদুর সালাম শাজাহান (লালমনিরহাট), মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান জেমস (গাইবান্ধা), মোহাম্মদ জাকির হোসেন (জয়পুরহাট), মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) এবং মোহাম্মদ ইকরামুল হক (ঠাকুরগাঁও)

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন পুনরায় নির্বাচিত সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান। এই পর্বে অন্যান্য অতিথিদের সাথে মঞ্চে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি এবং আগামী নির্বাচনে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু। পুন: নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেনের পরিচালনায় এই পর্বে আমন্ত্রিত অতিথি সহ কয়েকজন কর্মকর্তা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর নৈশভোজ। এতে উত্তরবঙ্গের সঙ্গীত সহ দেশের গান পরিবেশন করেন ডা. নার্গিস রহমান, রাশকিনুল হক, মাহর খান ও মোহাম্মদ মসিবুল্লাহ। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন নাজু আকন্দ, সুজান আরিফ প্রমুখ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ: এদিকে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক লোকের আগমনে এবং আনন্দ ঘন পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সফল হওয়ার জন্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন এক বিবৃতিতে ফাউন্ডেশনের কাযকরী কমিটি, আহ্বায়ক কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ, ট্রাস্ট বোর্ড, জেলা সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং অতিথি সহ সকল উত্তরবঙ্গবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমাদের সেবাসমূহ:
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

‘অভিবাসীরাই গড়ে তুলেছেন নিউইয়র্ক’

(শেষ পাতার পর)

দিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি বলেছেন, নিউইয়র্কের ইতিহাস আসলে অভিবাসীদের ইতিহাস। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষের শ্রম, ত্যাগ ও স্বপ্নেই গড়ে উঠেছে এই সিটি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তার এই বক্তব্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির বিপরীতে ভিন্ন এক রাজনৈতিক দর্শনের স্পষ্ট প্রকাশ। গত ৩ জুলাই নিউইয়র্ক সিটি হলে ঐতিহাসিক একটি ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন জোহরান মামদানি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন একসময় এই ডেস্ক ব্যবহার করেছিলেন। ভাষণের সময় তার পাশে ছিলেন সদ্য মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়া কয়েকজন অভিবাসী।

মামদানি বলেন, দুর্ভিক্ষের সময় আয়ারল্যান্ড থেকে আসা মানুষ, চীনা নাবিক, এলিস আইল্যান্ড হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা লাখো অভিবাসী, নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে আসা ইহুদি জনগোষ্ঠী, দারিদ্র্য থেকে মুক্তির আশায় আসা ইতালীয় এবং নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে আসা সিরীয়দের হাত ধরেই নিউইয়র্ক আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। তার ভাষায়, ফেডারেল সরকারের নানা বাধা ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অভিবাসীরা নিউইয়র্কে নিজেদের ঘর গড়েছেন এবং এই শহরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সম্প্রতি জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের ট্রাম্প প্রশাসনের উদ্যোগে স্থগিতাদেশ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, দেশটির মাটিতে জন্ম নেয়া প্রায় সব শিশুই মার্কিন নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

সেই প্রসঙ্গ টেনে মামদানি বলেন, জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ অন্বেষণের অধিকার প্রতিটি প্রজন্মের মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এই আদর্শ আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উগান্ডায় জন্ম নেয়া জোহরান মামদানি সাত বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে নিউইয়র্কে আসেন। পরে ২০১৮ সালে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন। ভাষণে তিনি বলেন, ১৭৭৬ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে নিউইয়র্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সেই ঐতিহ্য এখনও বহন করছে শহরটি। তিনি আরো বলেন, নতুন অভিবাসীরা যখন প্রথম নিউইয়র্কে আসতেন, তখন স্বাধীনতার প্রতীক স্ট্যাচু অব লিবার্টি তাদের সামনে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন জীবনের স্বপ্ন তুলে ধরত।

সদ্য নাগরিকত্ব পাওয়া নতুন নাগরিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনাদের প্রত্যেকের হাতে একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। আপনারাই ঠিক করবেন, আমেরিকা বলতে কী বোঝায়।’

ভাষণের একপর্যায়ে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও সমালোচনা করেন তিনি। কারো নাম উল্লেখ না করে বলেন, কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠী এমন একটি আমেরিকা গড়তে চায়, যেখানে স্বাধীনতা কেবল নির্বাচিত কিছু মানুষের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তার ভাষায়, ‘তাদের কাছে আমেরিকা ততই ছোট হয়ে যায়, যত বেশি মানুষকে স্বাগত জানায়। তারা মনে করে, এই দেশ শুধু নির্দিষ্ট উচ্চারণ, নির্দিষ্ট বর্ণ কিংবা নির্দিষ্ট পরিচয়ের মানুষের জন্য।’

মামদানি বলেন, মানুষকে বিভক্ত করে রাজনৈতিক সুবিধা নেয়ার চেষ্টা নতুন নয়। তিনি বিভেদের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানান। দেশপ্রেমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিউইয়র্কের মেয়র বলেন, প্রকৃত দেশপ্রেম মানে দেশের ভুল-ত্রুটি অস্বীকার করা নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, ন্যায়বিচারের দাবি এবং দেশকে আরো উন্নত করার চেষ্টাই প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয়। অন্যদিকে একই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাউথ ডাকোটার মাউন্ট রাশমোরে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, সেখানে আতশবাজি, সামরিক বাদ্যযন্ত্রের পরিবেশনা, বিমান কসরত এবং সশস্ত্র বাহিনীর ছয়টি শাখাকে সম্মান জানিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, একই দিনে ট্রাম্প ও মামদানির বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন, নাগরিকত্ব এবং জাতীয় পরিচয় নিয়ে চলমান রাজনৈতিক বিতর্ককে আরো স্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে এসেছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা
(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্শা আল্লাহ।
আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ
চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

নিউইয়র্ক-নিউজার্সিতে তাপপ্রবাহে মৃত্যু ৩৩

নিউইয়র্ক : স্মরণকালের ভয়াবহ তাপপ্রবাহে ৩ থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত তিন দিনে নিউইয়র্কে ৩ ও নিউজার্সিতে ৩০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। নিউজার্সির স্বাস্থ্য দপ্তর এবং নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এ তথ্য গণমাধ্যমে দেওয়ার সময় বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এমন অসহনীয় তাপপ্রবাহের আশঙ্কা আগেই করা হয় এবং সর্বসাধারণকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা আরও উল্লেখ করেছেন, তাপপ্রবাহে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বয়স ৩০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। উল্লেখ্য উল্লেখিত সময়ে তাপমাত্রা উঠেছিল ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ওপর। নিউজার্সি স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগীয় প্রধান ডালিয়া ইওয়াইজ উল্লেখ করেন, তাপপ্রবাহের ব্যাপারটি এতটাই চরমে উঠেছিল যে অনেকে তা কল্পনাও করতে পারেনি। গাড়ি চালানোর সময় এবং নিজ বাসায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকা ব্যক্তিদের প্রায় সবাই মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া দুয়েকজনের প্রাণহানি ঘটেছে পূর্বসতর্কাবস্থা অগ্রাহ্য করে বাইরে বের হওয়ায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় অসহনীয় তাপপ্রবাহের মধ্যেই ঘণ্টায় ৭১ মাইলেরও অধিক গতিতে ঝোড়ো হাওয়া এবং প্রবল বর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে নিউজার্সির কোনো কোনো এলাকায়।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী নিউজার্সি, নিউইয়র্ক, পেনসিলভানিয়া, কানেকটিকাটসহ আশপাশের বেশ কটি স্টেটে ১ লাখ ৮৫ হাজার বাসা, ব্যবসা এবং অফিস-আদালত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। নিউইয়র্ক সিটিতে প্রচণ্ড গরমে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যাওয়ার পর তিনজনের মৃত্যু হয় এবং কমপক্ষে ১৪৬ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের পর এটাই প্রথম অবিশ্বাস্য রকমের তাপপ্রবাহ। অপরদিকে নিউজার্সিতে চিকিৎসা নিচ্ছেন ২৩১ জন। উল্লেখ্য ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ভার্জিনিয়া, ম্যারিল্যান্ড, পেনসিলভানিয়া, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক অঞ্চলে অসহনীয় তাপপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানেও উপস্থিতির হার কমেছিল। ৪ জুলাই ছিল স্বাধীনতা দিবস।

১০ মিনিটে ৬৬টি হটডগ খেয়ে ফেললেন তিনি

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপনের অংশ হিসেবে নিউইয়র্কের কোনি আইল্যান্ডে বসেছিল ঐতিহ্যবাহী হটডগ খাওয়ার প্রতিযোগিতা। গত শনিবার প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় মাত্র ১০ মিনিটে ৬৬টি হটডগ খেয়ে নিজের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রেখেছেন বিখ্যাত খাদক জোয়ি ‘জস’ চেস্টনাট। নারীদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মিকি সুডো। আন্তর্জাতিকভাবে সম্প্রচারিত নাথানস ফেমাস ফোর্থ অব জুলাই নামের এই হটডগ খাওয়ার প্রতিযোগিতায় ২১ বার অংশ নিয়ে এ নিয়ে ১৮তম বারের মতো মাস্টার্ড বেল্ট জিতলেন ৪২ বছর বয়সী চেস্টনাট। চেক প্রজাতন্ত্র, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়াসহ যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১৩ জন প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলেছেন তিনি। প্রতিযোগিতা শেষে স্পোর্টস বেটিং কোম্পানি পলিমার্কেটের নাম লেখা ভারী একটি নেকলেস পরে হাঁপাতে হাঁপাতে চেস্টনাট বলেন, ‘এটি একটি স্বপ্ন, রোমাঞ্চকর অনুভূতি, পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো কোনো জায়গা নেই।’ এর আগে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে প্রতিযোগিতামূলক হটডগ খাওয়াকে ‘আমাদের সবচেয়ে দেশাত্মবোধক খেলা’ বলে অভিহিত করেছিলেন তিনি। প্রতিযোগিতায় ৫০টি হটডগ খেয়ে দ্বিতীয় হওয়া ৪১ বছর বয়সী প্যাট্রিক বারটোলিটিকে সহজেই হারিয়েছেন চেস্টনাট। তবে ২০২১ সালে গড়া নিজের ৭৬টি হটডগ (প্রতি মিনিটে প্রায় ৭.৬টি) খাওয়ার রেকর্ড এবার ভাঙতে পারেননি তিনি।

অন্যদিকে নারীদের বিভাগে ৩৮.৭৫টি হটডগ খেয়ে ১২তম বারের মতো উজ্জ্বল গোলাপি রঙের মাস্টার্ড বেল্ট জিতেছেন ফ্লোরিডার টাম্পা থেকে আসা ৪০ বছর বয়সী মিকি সুডো। এর আগে ২০২৪ সালে ৫১টি হটডগ খেয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। নিজের প্রতিযোগিতা শেষে পুরুষদের ইভেন্টে অংশ নেওয়া স্বামীকে দেখতে দর্শকদের সঙ্গে যোগ দেন সুডো। ২০২১ সালে মাত্র ৩ মিনিটের কিছু বেশি সময়ে ৫০টি সেদ্ধ ডিম খেয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পরপরই সুডোকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। উভয় চ্যাম্পিয়নই জানিয়েছেন, শনিবার নিউইয়র্কের প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ প্রতিযোগিতাটিকে আরও কঠিন করে তুলেছিল। প্রতিযোগিতার সময় ব্রুকলিনের তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে বিপুলসংখ্যক দর্শক এই ইভেন্ট দেখতে ভিড় জমান। কোনো প্রতিযোগী বমি করে দিলে তা থেকে বাঁচতে মঞ্চের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকা দর্শকেরা পনচো (বৃষ্টিরোধী পোশাক) পরেছিলেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অধিক বাংলাদেশি মোতায়েনের আহ্বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

(শেষ পাতার পর)

জাতিসংঘের দুইজন আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেলের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের শান্তিরক্ষা অবদান, পেশাগত সক্ষমতাএবং ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে এ আহ্বান জানান। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল জ্যঁ-পিয়েরে ল্যাক্রোয়ার সঙ্গে বৈঠকে তিনি পিস কিপিং ক্যাপাবিলিটি রেডিনেস সিস্টেমের আওতায় বাংলাদেশের একটি ফর্মড পুলিশ ইউনিটকে (এফপিইউ) র‍্যাপিড ডিপ্লয়ম্যান্ট লেভেল এ উন্নীতকরণ, আরও বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি অফিসারদের মোতায়েন এবং বর্তমান বা ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষা মিশনে একটি বাংলাদেশি এফপিইউ বিবেচনার অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে তিনি জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও ফিল্ড মিশনে বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের জন্য আরও নেতৃস্থানীয় ও পেশাগত পদে নিয়োগের আহ্বান জানান।

আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেলজ্যঁ-পিয়েরে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবংপ্রশিক্ষিত ও দক্ষ পুলিশ সদস্য পাঠাতে বাংলাদেশের প্রস্তুতিকে স্বাগত জানান। তিনি বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকারও প্রশংসা করেন। পৃথক বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের অপারেশনাল সাপোর্ট বিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল অতুল খারের সঙ্গে হাইতিতে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট মোতায়েন, সরঞ্জাম, পরিবহন, রি-ইম্বার্সমেন্ট, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার এবং নারী শান্তিরক্ষীদের জন্য সহায়ক অবকাঠামো এবং লজিস্টিক সহায়তা নিয়ে আলোচনা করেন। অতুল খারে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অপারেশনাল সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও জাতিসংঘের শীর্ষ কর্মকর্তার সঙ্গে পৃথক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। বৈঠকগুলোতে মাদক দমন, আইন-শৃঙ্খলা সহযোগিতা, অভিবাসন, মানবপাচার প্রতিরোধ, রোহিঙ্গা সংকট এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বুধবার (৮ জুলাই) নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এ তথ্য জানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র ও মাদক নিয়ন্ত্রণবিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রী সৈয়দ মহসিনের সঙ্গে বৈঠকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি পাকিস্তানে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র (সিএনআইসি) পেতে যে মানবিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, সে বিষয়টিও তুলে ধরেন।

ভিয়েতনামের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী সিনিয়র লেফটেন্যান্ট জেনারেল নগুয়েন ভ্যান লংয়ের সঙ্গে বৈঠকে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, কনস্যুলার সহযোগিতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং মানবপাচার ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমনে সহযোগিতা জোরদারের বিষয় গুরুত্ব পায়। এ সময় ভিয়েতনামের উপমন্ত্রী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ও শান্তিনির্মাণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অবদানের প্রশংসা করেন এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমনে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জাতিসংঘের রাজনৈতিক ও শান্তিনির্মাণবিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল রোজমেরি এ. ডি-কার্লোর সঙ্গে বৈঠকে সালাহউদ্দিন আহমদ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার তুলে ধরেন। একই সঙ্গে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছায় ও টেকসই প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও জোরালো ও কার্যকর সহায়তা কামনা করেন। রোজমেরি এ. ডি-কার্লো জাতিসংঘে বাংলাদেশের গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকার প্রশংসা করেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশের অব্যাহত অবদানকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন।

পাকিস্তান ও ভিয়েতনাম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ গত মঙ্গলবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র ওমাদক নিয়ন্ত্রণবিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন নকভি, ভিয়েতনামের জননিরাপত্তামন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী সিনিয়র লেফটেন্যান্ট জেনারেল নগুয়েন ভ্যান লং এবংজাতিসংঘের রাজনৈতিক ও শান্তিনির্মাণবিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল রোজমেরি এ.ডি-কার্লোর সঙ্গে পৃথক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন নকভির সঙ্গে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবংসামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা সহযোগিতা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পাকিস্তানে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পাকিস্তানি নাগরিকদের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড প্রাপ্তিতে সম্মুখীন মানবিক জটিলতার বিষয়টিও উত্থাপন করেন। বৈঠকে দুই মন্ত্রী চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য এবংআঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর সম্ভাব্য প্রভাবসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্নবিষয় নিয়েও আলোচনা করেন। তাঁরা উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানেরসক্ষমতা বৃদ্ধি ও এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়েও আলোচনা করেন। ভিয়েতনামেরউপমন্ত্রী নগুয়েন ভ্যান লংয়ের সঙ্গে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, কনসুলার সহযোগিতা জোরদার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবংমানবপাচার ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমনে সহযোগিতার বিষয়গুলো তুলে ধরেন। ভিয়েতনামের উপমন্ত্রী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ও শান্তিনির্মাণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমন এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যেসম্পৃক্ততা অব্যাহত রাখার বিষয়ে ও গুরুত্বারোপ করেন। আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল রোজমেরি এ.ডি-কার্লোর সঙ্গে বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শান্তিরক্ষা ও শান্তি নির্মাণে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার তুলে ধরেন। তিনি রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের টেকসই ওজোরালো সহায়তার আহব্বান জানান। ডি-কার্লো জাতিসংঘে বাংলাদেশের গঠনমূলক ওদায়িত্বশীল ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশেরঅব্যাহত অবদানের প্রশংসা করেন।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ পুলিশ বিশ্বস্ত অংশীদার : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব পিস অপারেশনস (ডিওপি)-এর আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল জঁ-পিয়েরে লাক্রোয়া দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে স্থানীয় সময় সোমবার ১১টায় গুরুত্বপূর্ণ এ বৈঠকে উভয় পক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ পুলিশের অবদান, দ্রুত নিয়োজন সক্ষমতা যাচাই (আরডিএল ভেরিফিকেশন), কঙ্গো মিশন থেকে বাংলাদেশি নারী এফপিইউ-এর প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে নতুন মিশনে প্রতিস্থাপন, জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে নীতিনির্ধারণী পদে বাংলাদেশিদের নিয়োগ, আইপিও ডেপ্লয়মেন্ট এবং ভবিষ্যতের বিশেষায়িত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। শান্তিরক্ষা মিশনের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে বাংলাদেশের অবদান বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, জাতিসংঘ সদর দপ্তর এবং মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন মিশনগুলোর শীর্ষ নেতৃত্ব ও বিশেষায়িত পেশাদার পদে (পি-লেভেল এবং ডি-লেভেল) যোগ্য ও দক্ষ বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাদের আরও বেশি সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ শান্তি মিশনের পরিবর্তিত চাহিদাকে ধারণ করতে সক্ষম এমন অত্যন্ত যোগ্য পুরুষ ও নারী কর্মকর্তা দিতে সর্বদা প্রস্তুত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের দীর্ঘদিনের এক বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত অংশীদার। এ পর্যন্ত ২৬টি দেশের ২৭টি শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। তিনি বলেন, অন্যতম শীর্ষ পুলিশ অবদানকারী দেশ (পিসিসি) হিসেবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যেকোনো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত্ব ও কার্যকারিতা বাড়াতে নানামুখী বিনিয়োগ ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের দ্রুত সাড়াদানের সক্ষমতাকে আরও জোরদার করতে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য দুটি ফর্মড পুলিশ ইউনিটের (এফপিইউ) র‍্যাপিড ডেপ্লয়মেন্ট লেভেল (আরডিএল) যাচাইকরণের প্রস্তাব ইতোমধ্যে জাতিসংঘ পুলিশ বিভাগে জমা দেওয়া হয়েছে। ইউনিট দুটি জাতিসংঘের মানদণ্ড অনুযায়ী আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম, নিজস্ব রসদ ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ জনবলে সম্পূর্ণ সুসজ্জিত। মন্ত্রী এই যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে ডিপার্টমেন্ট অব পিস অপারেশনসের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কঙ্গোর মোনুস্কো মিশন থেকে গত অক্টোবর ২০২৫ এ স্বল্প সময়ের নোটিসে ১৮০ সদস্যের বাংলাদেশি নারী এফপিইউ প্রত্যাহারের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, অন্যান্য মিশন যেমন সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক বা দক্ষিণ সুদানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আনুপাতিক হারে কমানো হলেও, কঙ্গোতে কেবল বাংলাদেশের পুরো ইউনিটটি প্রত্যাহার করা হয়েছে, যা সমতা ও ন্যায্যতার নীতি পরিপন্থি। বৈশ্বিক শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের ত্যাগ ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দক্ষিণ সুদান, আবেয়ি বা সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে একটি নতুন বাংলাদেশি এফপিইউ মোতায়েনের জন্য তিনি আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জঁ-পিয়েরে লাক্রোয়া বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের পুলিশ সদস্যদের বীরত্বপূর্ণ অবদান, শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি কঙ্গো মিশনের ভারসাম্য ও সমতার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং বাংলাদেশের উত্থাপিত যুক্তিসংগত দাবিগুলো পূরণে ও বিশেষায়িত পুলিশ দল গঠনে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বৈঠকে জানানো হয়, ২০২৪ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত সিলেকশন অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট টিম (স্যাট) পরীক্ষায় ১০৭ জন কর্মকর্তা উত্তীর্ণ হলেও এখনো ৮৫ জন কর্মকর্তা নিয়োজনের অপেক্ষায় আছেন। সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও কঙ্গোতে বাংলাদেশি ইন্ডিভিজুয়াল পুলিশ অফিসারের (আইপিও) সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায়, সেখানে ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ এবং অপেক্ষমাণ কর্মকর্তাদের দ্রুত পদায়নের অনুরোধ জানানো হয়। একই সঙ্গে, বর্তমান তালিকার মেয়াদ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হতে চলায়, আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশে পরবর্তী 'স্যাট' পরীক্ষা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে জানিয়ে জাতিসংঘের প্রতিনিধিদলকে সময়োচিত সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়।

নিউইয়র্কে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড ৯ আগস্ট

(শেষ পাতার পর)

কুইন্সে অনুষ্ঠিত হবে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড ২০২৬। এবারের আয়োজনের হোস্ট কান্ট্রি বাংলাদেশ এবং উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের বৃহত্তম আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি হোস্ট অর্গানাইজেশনের দায়িত্ব পালন করছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারেডের ঘোষণা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমকর্মী, কমিউনিটি নেতা, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিসহ বিপুলসংখ্যক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, "এক অঞ্চল, এক সংস্কৃতি, এক ভবিষ্যৎ"–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারের প্যারেডের আয়োজন করা হয়েছে। ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, ৯ আগস্ট রোববার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৩৭ অ্যাভিনিউয়ের ৬৯

স্ট্রিট থেকে ৮৭ স্ট্রিট পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। শোভাযাত্রায় দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা, ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা এবং রঙিন সাজসজ্জার মাধ্যমে বহুজাতিক সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় তুলে ধরা হবে।

আয়োজকরা জানান, এটি কেবল একটি প্যারেড নয়; বরং দক্ষিণ এশিয়ার বহুমাত্রিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যকে এক মঞ্চে তুলে ধরার একটি বৃহৎ উৎসব। শোভাযাত্রার পাশাপাশি থাকবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ঐতিহ্যবাহী পোশাক প্রদর্শনী, বিভিন্ন দেশের খাবারের স্টল, লোকজ ঐতিহ্য উপস্থাপন এবং শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে নানা আয়োজন। এবারের প্যারেডে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ–বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপের প্রবাসীরা নিজ নিজ দেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য তুলে ধরবেন। আয়োজকদের মতে, এই অংশগ্রহণ প্রবাসে বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, বাংলাদেশ হোস্ট কান্ট্রি হওয়ায় এবারের আয়োজনে বাংলাদেশের ইতিহাস, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ভাষা আন্দোলন, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। একই সঙ্গে পুরো অনুষ্ঠানটি দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের মানুষের একটি মিলনমেলায় পরিণত হবে, যেখানে সবাই একে অপরের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার ও সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী, ক্রীড়া, ব্যবসায়ী ও যুব সংগঠনকে প্যারেডে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সিটি, স্টেট ও ফেডারেল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদেরও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানানো হয়। প্যারেড আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান। সদস্য সচিব হিসেবে রয়েছেন সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জামান এবং প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শাহ শহিদুল হক। সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শাহ এম. নওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান (সেলিম) এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। তাদের নেতৃত্বে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও নির্বাহী কমিটির সদস্যরা সম্মিলিতভাবে প্যারেডের প্রস্তুতি এগিয়ে নিচ্ছেন। বক্তারা বলেন, এ ধরনের বৃহৎ আন্তর্জাতিক আয়োজন কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সফল করা সম্ভব নয়। এজন্য পুরো কমিউনিটির আন্তরিক সহযোগিতা, পরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তারা বিশেষভাবে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে এই আয়োজনের সংবাদ এবং দক্ষিণ এশিয়ার সম্প্রীতির বার্তা বৃহত্তর সমাজে পৌঁছে দেওয়া হয়।

আয়োজকদের বিশ্বাস, সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড ২০২৬ শুধু একটি সফল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এটি নিউইয়র্কে বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর ঐক্য, সম্প্রীতি, সহাবস্থান এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সংবাদ সম্মেলন থেকে আগামী ৯ আগস্ট পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের নিয়ে প্যারেডে অংশগ্রহণের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের মানুষের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়।

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: aziz@nyhcs.org

www.nyhcs.org

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

●

আমরা কোনো ফি নেই না।

●

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

●

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

আমাদের সেবা সমূহঃ

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:

888-216-STAR (7827)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আল-মামুর স্কুল গ্রাজুয়েটদের সাফল্য উদযাপন

(৩৮-পাতার পর)

জানানো হয়। অনুষ্ঠানে এমন শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যাদের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং ঈমান তাদেরকে সমাজ ও বিশ্বের জন্য অর্থবহ অবদান রাখার উপযুক্ত করে তুলেছে।

গ্রেড ৮-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নাগরিক অধিকার ও নির্বাচন আইন বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট আলি নাজমি অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি সম্প্রতি তাঁকে মেয়রের বিচার বিভাগীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তিনি নিউইয়র্ক সিটির ফ্যামিলি কোর্ট, সিভিল কোর্ট এবং অন্তর্বর্তীকালীন ক্রিমিনাল কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের মূল্যায়ন ও সুপারিশকারী কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যা বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার এবং জনআস্থা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জনাব নাজমি শিক্ষার্থীদের সততা বজায় রেখে উৎকর্ষ বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি তাঁদের নিজস্ব মূল্যবোধে অটল থাকতে এবং সমাজের সেবায় শিক্ষা ও যোগ্যতাকে সহমর্মিতা ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে আল-মামুর স্কুল বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক সামি-উর-রব-ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি গ্রেড ৮-এর শিক্ষার্থীদের এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জনের জন্য অভিনন্দন জানান এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশের পরও উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে সাফল্যের ভিত্তি হলো কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং দৃঢ় নৈতিক মূল্যবোধ। গ্রেড ১২-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন কেভিন শাকিল, টেকবাইটস ইনস্যুরেন্স ব্রোকারেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং আমেরিকাস মুসলিম নেটওয়ার্ক এর প্রতিষ্ঠাতা। একজন উদ্যোক্তা ও কমিউনিটি নেতা হিসেবে তিনি নিউইয়র্ক জুড়ে মুসলিম পেশাজীবী, নাগরিক নেতা এবং সমাজ পরিবর্তনকারীদের সংযুক্ত ও স্বীকৃতি দেওয়ার বিভিন্ন উদ্যোগ গড়ে তুলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে কমিউনিটি সম্পৃক্ততা, পেশাগত উন্নয়ন এবং জনসেবামূলক কার্যক্রম নতুন মাত্রা লাভ করেছে। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উৎকর্ষ অর্জন, ঈমানে অটল থাকা এবং নিজেদের প্রতিভা সমাজ ও মানবতার কল্যাণে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আল-মামুর স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মহসিন পাটওয়ারী। তিনি জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং চারটি স্টুডেন্ট রিসার্চ সাপোর্ট প্রোগ্রামের পরিচালক। তিনি নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির মেডগার এভার্স কলেজে ১৫ বছর বিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষা, গবেষণা, শিক্ষাপ্রশাসন, পেশাগত ও সামাজিক নেতৃত্বে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বহু সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেছেন। ড. পাটওয়ারী অতীতে আল-মামুর স্কুলের পরিচালক এবং জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একজন ফুলব্রাইট সিনিয়র স্পেশালিস্ট পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ এবং একাধিকবার জেএমসি নির্বাচন কমিশন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নির্বাচন কমিটি এবং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গ্র্যাজুয়েটদের অসাধারণ সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং আল-মামুর স্কুলে অর্জিত মূল্যবোধ ও আদর্শকে ধারণ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের আহ্বান জানান। তিনি নতুন গ্রাজুয়েটদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তারা তাদের বিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্বাসের প্রতিনিধি এবং উচ্চশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবনে তারা আরও সাফল্য অর্জন করবে বলে তাঁর দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন। ২০২৬ সালের ব্যাচ আল-মামুর স্কুলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা গ্র্যাজুয়েট ব্যাচ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই ব্যাচ শিক্ষাগত উৎকর্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। এই ব্যাচের সর্বোচ্চ একাডেমিক সম্মান ভ্যালেডিক্টোরিয়ান হিসেবে অর্জন করেছে সাফিয়া সারতাজ। তাঁর অসাধারণ ফলাফল ও অধ্যবসায় তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। সহ-স্যালুটেটোরিয়ান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন জেসশান আহমেদ এবং জান্নাতুল ইসলাম, যারা তাঁদের পুরো শিক্ষাজীবনে অসামান্য সাফল্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

২০২৬ সালের গ্র্যাজুয়েটদের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে: একজন ন্যাশনাল মেরিট স্কলারশিপ ফাইনালিস্ট, যিনি দেশের সর্বোচ্চ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থান অর্জন করেছেন। প্রায় পূর্ণ নম্বরপ্রাপ্ত একজন SAT পরীক্ষার্থী, যা তাঁর অসাধারণ শিক্ষাগত সক্ষমতার প্রমাণ। একাধিক শিক্ষার্থী মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ (Full-Ride) বৃত্তি অর্জন করেছে। একজন শিক্ষার্থী অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক সাত বছর মেয়াদি Sophie Davis Biomedical Education Program-এ ভর্তি হয়েছে, যা তাকে চিকিৎসক হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আরেকজন শিক্ষার্থী St. John's University-এর সাত বছর মেয়াদি Doctor of Osteopathic Medicine (D.O.) Program-এ ভর্তি হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী নার্সিং বিষয়ে ব্যাচেলর অব সায়েন্স (B.S.) ডিগ্রির জন্য পূর্ণ বৃত্তি লাভ করেছে। একাধিক শিক্ষার্থী পবিত্র কুরআনের হাফিজ, যারা কঠোর একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

গ্রেড ৫ এবং কিন্ডারগার্টেন সমাপনী অনুষ্ঠানঃ গ্রেড ৫ এবং কিন্ডারগার্টেনের সমাপনী অনুষ্ঠান পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্ডারগার্টেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন আল-মামুর বোর্ডের অর্থ পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকী, CPA, এবং গ্রেড ৫-এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক ড. মহসিন পাটওয়ারী।

শিক্ষাগত উৎকর্ষের পাশাপাশি আল-মামুর স্কুল তার শক্তিশালী আরবি ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা কর্মসূচির জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষায় পড়তে ও লিখতে সক্ষম হয়ে বিদ্যালয় থেকে বের হয়, যা তাদের ভাষাগত দক্ষতার পাশাপাশি কুরআন ও ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। অনুষ্ঠানের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল একজন গ্র্যাজুয়েটের সম্পূর্ণ আরবি ভাষায় রচিত ও উপস্থাপিত মৌলিক কবিতা, যা বিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষার উৎকর্ষ এবং শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের অনন্য উদাহরণ। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. আতিয়া পাশা গ্র্যাজুয়েট এবং তাঁদের পরিবারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন: "২০২৬ সালের গ্রাজুয়েটরা আল-মামুর স্কুলের মূল লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতিফলন-যেখানে শিক্ষার্থীরা একদিকে একাডেমিক উৎকর্ষ অর্জন করে, অন্যদিকে ইসলামী ঈমান ও মূল্যবোধে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাঁদের সাফল্য বহু বছরের কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য ও নিষ্ঠার ফল। আমরা গর্বিত যে আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশাগত কর্মসূচিতে ভর্তি হচ্ছে এবং একই সঙ্গে নেতৃত্ব, সেবা ও উৎকর্ষের আদর্শকে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁদের প্রত্যেককে অব্যাহত সাফল্য দান করেন এবং উম্মাহ ও সমগ্র মানবসমাজের জন্য কল্যাণের উৎস হিসেবে কবুল করেন।"

সমাপনী অনুষ্ঠানগুলো শুধু শিক্ষাগত অর্জনের উদযাপনই নয়, বরং ঈমান ও শিক্ষার সফল সমন্বয়েরও প্রতীক। নতুন শিক্ষাজীবনের পথে যাত্রা শুরু করার সময় আল-মামুর স্কুলের গ্র্যাজুয়েটরা শুধু জ্ঞান অর্জন করেই বিদায় নিচ্ছে না; তারা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ, চরিত্র, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং সমাজের ভবিষ্যৎ চিকিৎসক, নার্স, শিক্ষক, পেশাজীবী ও কমিউনিটি নেতা হিসেবে গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় দক্ষতা। আল-মামুর স্কুল ২০২৬ সালের গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানায় এবং নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকবৃন্দ, সহায়ক অভিভাবক, পরিচালনা পর্ষদ এবং উদার কমিউনিটি সদস্যদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যাদের সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব এই সাফল্যকে সম্ভব করেছে।

আল-মামুর স্কুল সম্পর্কে ঃ নিউইয়র্কের কুইন্সের ফ্রেশ মেডোজে অবস্থিত আল-মামুর স্কুল একাডেমিক উৎকর্ষের সঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধের সমন্বয়ে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কঠোর পাঠ্যক্রম, চরিত্র গঠন, আরবি ভাষা শিক্ষা এবং কুরআনিক অধ্যয়নের মাধ্যমে বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী, সহানুভূতিশীল ও সফল পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলে, যারা সমাজ ও বিশ্বে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম।

মাইলফলক অর্জনের জন্য অভিনন্দন জানান এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশের পরও উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে সাফল্যের ভিত্তি হলো কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং দৃঢ় নৈতিক মূল্যবোধ। গ্রেড ১২-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন কেভিন শাকিল, টেকবাইটস ইনস্যুরেন্স ব্রোকারেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং আমেরিকাস মুসলিম নেটওয়ার্ক এর প্রতিষ্ঠাতা। একজন উদ্যোক্তা ও কমিউনিটি নেতা হিসেবে তিনি নিউইয়র্ক জুড়ে মুসলিম পেশাজীবী, নাগরিক নেতা এবং সমাজ পরিবর্তনকারীদের সংযুক্ত ও স্বীকৃতি দেওয়ার বিভিন্ন উদ্যোগ গড়ে তুলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে কমিউনিটি সম্পৃক্ততা, পেশাগত উন্নয়ন এবং জনসেবামূলক কার্যক্রম নতুন মাত্রা লাভ করেছে। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উৎকর্ষ অর্জন, ঈমানে অটল থাকা এবং নিজেদের প্রতিভা সমাজ ও মানবতার কল্যাণে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আল-মামুর স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মহসিন পাটওয়ারী। তিনি জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং চারটি স্টুডেন্ট রিসার্চ সাপোর্ট প্রোগ্রামের পরিচালক। তিনি নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির মেডগার এভার্স কলেজে ১৫ বছর বিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষা, গবেষণা, শিক্ষাপ্রশাসন, পেশাগত ও সামাজিক নেতৃত্বে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বহু সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেছেন। ড. পাটওয়ারী অতীতে আল-মামুর স্কুলের পরিচালক এবং জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একজন ফুলব্রাইট সিনিয়র স্পেশালিস্ট পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ এবং একাধিকবার জেএমসি নির্বাচন কমিশন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নির্বাচন কমিটি এবং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গ্র্যাজুয়েটদের অসাধারণ সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং আল-মামুর স্কুলে অর্জিত মূল্যবোধ ও আদর্শকে ধারণ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের আহ্বান জানান। তিনি নতুন গ্রাজুয়েটদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তারা তাদের বিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্বাসের প্রতিনিধি এবং উচ্চশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবনে তারা আরও সাফল্য অর্জন করবে বলে তাঁর দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন। ২০২৬ সালের ব্যাচ আল-মামুর স্কুলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা গ্র্যাজুয়েট ব্যাচ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই ব্যাচ শিক্ষাগত উৎকর্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। এই ব্যাচের সর্বোচ্চ একাডেমিক সম্মান ভ্যালেডিক্টোরিয়ান হিসেবে অর্জন করেছে সাফিয়া সারতাজ। তাঁর অসাধারণ ফলাফল ও অধ্যবসায় তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। সহ-স্যালুটেটোরিয়ান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন জেসশান আহমেদ এবং জান্নাতুল ইসলাম, যারা তাঁদের পুরো শিক্ষাজীবনে অসামান্য সাফল্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

২০২৬ সালের গ্র্যাজুয়েটদের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে: একজন ন্যাশনাল মেরিট স্কলারশিপ ফাইনালিস্ট, যিনি দেশের সর্বোচ্চ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থান অর্জন করেছেন। প্রায় পূর্ণ নম্বরপ্রাপ্ত একজন SAT পরীক্ষার্থী, যা তাঁর অসাধারণ শিক্ষাগত সক্ষমতার প্রমাণ। একাধিক শিক্ষার্থী মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ (Full-Ride) বৃত্তি অর্জন করেছে। একজন শিক্ষার্থী অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক সাত বছর মেয়াদি Sophie Davis Biomedical Education Program-এ ভর্তি হয়েছে, যা তাকে চিকিৎসক হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আরেকজন শিক্ষার্থী St. John's University-এর সাত বছর মেয়াদি Doctor of Osteopathic Medicine (D.O.) Program-এ ভর্তি হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী নার্সিং বিষয়ে ব্যাচেলর অব সায়েন্স (B.S.) ডিগ্রির জন্য পূর্ণ বৃত্তি লাভ করেছে। একাধিক শিক্ষার্থী পবিত্র কুরআনের হাফিজ, যারা কঠোর একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

গ্রেড ৫ এবং কিন্ডারগার্টেন সমাপনী অনুষ্ঠানঃ গ্রেড ৫ এবং কিন্ডারগার্টেনের সমাপনী অনুষ্ঠান পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্ডারগার্টেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন আল-মামুর বোর্ডের অর্থ পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকী, CPA, এবং গ্রেড ৫-এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক ড. মহসিন পাটওয়ারী।

শিক্ষাগত উৎকর্ষের পাশাপাশি আল-মামুর স্কুল তার শক্তিশালী আরবি ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা কর্মসূচির জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষায় পড়তে ও লিখতে সক্ষম হয়ে বিদ্যালয় থেকে বের হয়, যা তাদের ভাষাগত দক্ষতার পাশাপাশি কুরআন ও ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। অনুষ্ঠানের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল একজন গ্র্যাজুয়েটের সম্পূর্ণ আরবি ভাষায় রচিত ও উপস্থাপিত মৌলিক কবিতা, যা বিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষার উৎকর্ষ এবং শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের অনন্য উদাহরণ। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. আতিয়া পাশা গ্র্যাজুয়েট এবং তাঁদের পরিবারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন: "২০২৬ সালের গ্রাজুয়েটরা আল-মামুর স্কুলের মূল লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতিফলন-যেখানে শিক্ষার্থীরা একদিকে একাডেমিক উৎকর্ষ অর্জন করে, অন্যদিকে ইসলামী ঈমান ও মূল্যবোধে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাঁদের সাফল্য বহু বছরের কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য ও নিষ্ঠার ফল। আমরা গর্বিত যে আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশাগত কর্মসূচিতে ভর্তি হচ্ছে এবং একই সঙ্গে নেতৃত্ব, সেবা ও উৎকর্ষের আদর্শকে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁদের প্রত্যেককে অব্যাহত সাফল্য দান করেন এবং উম্মাহ ও সমগ্র মানবসমাজের জন্য কল্যাণের উৎস হিসেবে কবুল করেন।"

সমাপনী অনুষ্ঠানগুলো শুধু শিক্ষাগত অর্জনের উদযাপনই নয়, বরং ঈমান ও শিক্ষার সফল সমন্বয়েরও প্রতীক। নতুন শিক্ষাজীবনের পথে যাত্রা শুরু করার সময় আল-মামুর স্কুলের গ্র্যাজুয়েটরা শুধু জ্ঞান অর্জন করেই বিদায় নিচ্ছে না; তারা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ, চরিত্র, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং সমাজের ভবিষ্যৎ চিকিৎসক, নার্স, শিক্ষক, পেশাজীবী ও কমিউনিটি নেতা হিসেবে গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় দক্ষতা। আল-মামুর স্কুল ২০২৬ সালের গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানায় এবং নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকবৃন্দ, সহায়ক অভিভাবক, পরিচালনা পর্ষদ এবং উদার কমিউনিটি সদস্যদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যাদের সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব এই সাফল্যকে সম্ভব করেছে।

আল-মামুর স্কুল সম্পর্কে ঃ নিউইয়র্কের কুইন্সের ফ্রেশ মেডোজে অবস্থিত আল-মামুর স্কুল একাডেমিক উৎকর্ষের সঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধের সমন্বয়ে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কঠোর পাঠ্যক্রম, চরিত্র গঠন, আরবি ভাষা শিক্ষা এবং কুরআনিক অধ্যয়নের মাধ্যমে বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী, সহানুভূতিশীল ও সফল পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলে, যারা সমাজ ও বিশ্বে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্কের বনভোজন

(শেষ পাতার পর)

রোববার উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় হ্যাক শেয়ার স্টেট পার্কে। চমৎবার এই বনভোজনে চাঁদপুরবাসিসহ অন্যান্য জেলার লোকজনও অংশগ্রহণ করেন। ছিলেন কম্যুনিটির সর্বস্তরের শ্রেণীপেশার মানুষ।শীতল ছায়ায় মনোরম পরিবেশে সানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিলো বনভোজনে। সংগঠনের সভাপতি মোঃ মাহাবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে বনভোজনের শুরুতে পবিত্র কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারীর। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ডঃ এনামুল হক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম। বনভোজনে আগত সুধীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেল, বনভোজন কমিটির সদস্য সচিব ফরহাদ প্রদান।

বনভোজনটি উপভোগ যোগ্য করে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন কমিটির সদস্যবৃন্দ। বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন আমিন খান জাকির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, উপদেষ্টা। বিশেষ অতিথি ছিলেন আতাউর রহমান সেলিম সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ-ইয়র্ক ইনক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, মহিউদ্দিন দেওয়ান সিনিয়র সহ-সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি কোষাধ্যক্ষ, আবুল কামাল ভূঁইয়া সহ সাধারণ সম্পাদক, দুলাল বেহেদু সভাপতি, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনার মিয়া মোঃ দুলাল প্রমুখ।

বনভোজনের গ্র্যান্ড স্পনসর ছিলেন আসিফ বারী টুটুল ও মুনমুন হাসিনা বারী, বারী গ্রুপ, জসিম রাসেল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও উপদেষ্টা, আক্তার হোসেন বাদল চেয়ারম্যান আর এল বি গ্রুপ, ডঃ এনামুল হক, বিলকিস খান সেরাফিনা টাইম স্কোয়ার সিইও, সেবা হোল্ডিং লিমিটেড বাংলাদেশ। স্পনসর হিসাবে ছিলেন ডা: মোহাম্মদ হোসাইন, হোসেন মেডিকেল কেয়ার, মহিউদ্দিন দেওয়ান সিনিয়র সহ-সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, জুয়েল অটো রিপেয়ার এন্ড বডি শপ, মোঃ হাশেম কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস, মোঃ ফারুকুল ইসলাম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বিডি অটো রিপেয়ার এন্ড কলিউশন, আলম-গীর হোসাইন, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ সোসাইটি, আবুল কামাল ভূঁইয়া সহ সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ সোসাইটি, দুলাল বেহেদু সভাপতি, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক, ফরহাদ হোসাইন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, আলমগীর হোসাইন, মুরাদ হোসাইন, ফাহাদ সোলায়মান, মেইন স্ট্রিম কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, ইকবাল হারুন লিটন উপদেষ্টা, নাজমুল এ ফারুক উপদেষ্টা, প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক, নাজমুল করিম, মদিনা ড্রাইভিং স্কুল, নওশাদ ডিউক খান। র‍্যাফেল ড্র পুরস্কার স্পন্সর- প্রথম পুরস্কার: কামরুজ্জামান কামরুল খামারবাড়ি ক্যাশ। দ্বিতীয় পুরস্কার: নিলুফার ইয়াসমিন মিতু, স্বর্ণের চেইন, তৃতীয় পুরস্কার: আফতাবুজ্জামান শিমুল, লিবার্টি ব্রোকারেজ, ল্যাপটপ, চতুর্থ পুরস্কার মাহফুজা রুপা ল্যাপটপ, পঞ্চম পুরস্কার আব্দুল হাকিম ল্যাপটপ, ষষ্ঠ পুরস্কার মনির হোসেন টিভি, সপ্তম পুরস্কার আশরাফুল আলম জঙ্গি টিভি, অষ্টম পুরস্কার মোবারক হোসাইন ফোন, নবম পুরস্কার নুরুল ইসলাম মিলন ফোন, দশম পুরস্কার বিসমিল্লাহ পল্ট্রি গিফট কার্ড, ১১তম পুরস্কার রুনা, ডিনার সেট, ১২ তম পুরস্কার মো: আনোয়ার হোসাইন ইউ ওয়ারলেস, ১৩তম পুরস্কার: অবকাশ ডিনার সেট, ১৪ তম পুরস্কার: নুর অটো, ১৫ তম পুরস্কার আমিন খান জাকির ডিনার সেট, ১৬ তম পুরস্কার আক্তার হামিদ, ১৭ তম পুরস্কার: তরিকুল ইসলাম বাদল, ১৮তম পুরস্কার: ফাতেমা আক্তার। দিনব্যাপী আড্ডা, গল্প, খেলাধুলায় শেষ হয় চাঁদপুরবাসীর একটি নিটোল আনন্দের দিন। পরিশেষে সভাপতি মোঃ মাহবুবুর রহমান উপদেষ্টা পরিষদ, কমিটির সদস্যবৃন্দ আগত মেহমান এবং সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বনভোজনের কার্যক্রম সমাপ্তি করেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

সংবাদ, দৈনিক আজাদ, দৈনিক নব অভিযান এইসব পত্রিকার সাহিত্য বিভাগ সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করি। দৈনিক আজাদ এবং দৈনিক নব অভিযান এই দুটি পত্রিকা সব জায়গায় পাওয়া যেত না। এগুলো সংগ্রহ করার জন্য গুলশান ১ নম্বর গোল চক্করে যেতে হত। মাঝে মাঝে ওখানেও হকারের কাছে পেতাম না, তখন রামপুরা বা মালিবাগ মোড় পর্যন্ত চলে যেতাম। দেখা যেত একটি পত্রিকা সংগ্রহের জন্যই অর্ধেক দিন পেরিয়ে গেছে। আমিনুল হক আনওয়ার প্রতিদিন যেসব নতুন কবিতা লেখেন তার প্রথম পাঠক বা শ্রোতা আমি। তিনি নিজে ততোটা ভালো পড়তে পারতেন না। মহাপ্রাণ বর্ণগুলো উচ্চারণে সমস্যা হত। সব সময় তার নতুন কবিতাটি অফিস থেকে টাইপ করিয়ে আনতেন। আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, পড়ো তো, দেখি তোমার কণ্ঠে কেমন শোনায়। আমি যখন শুদ্ধ উচ্চারণে কবিতাটি পাঠ করতাম তিনি তন্ময় হয়ে শুনতেন, তখন আবেগে তার দুচোখ টলমল করত। তিনি আমাকে স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কবিতা লিখতে নিরুৎসাহিত করতেন। বলতেন, আধুনিক কবিতার ছন্দ হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত, এই ছন্দে কবিতা লেখো। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রতি তার প্রবল পক্ষপাতিত্ব থাকলেও প্রায়শই বলতেন, শামসুর রাহমান ফ্রি-ভার্সের কবি। তখন আমি এই কথার অর্থ বুঝতাম না। ফ্রি-ভার্স এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পার্থক্য বুঝতাম না। আবার মাঝে মাঝে বলতেন, পয়ারে শামসুর রাহমান খুবই স্বতঃস্ফূর্ত। এই পার্থক্যগুলো তখন একদমই বুঝতাম না। মনে হত তিনি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। এখন বুঝতে পারি, তিনি কোনো ভুল কথা বলতেন না। অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই আরেক নাম পয়ার। যখন এই ছন্দে, বা অন্য যে কোনো ছন্দে, রচিত পঙক্তিগুলো সমমাত্রায় সন্নিবেশিত না হয়ে বড়ো-ছোটো হয়, তখনই তাকে ফ্রি ভার্সের কবিতা বলে।

আমার কাছে মনে হত ফ্রি-ভার্স মানে যেখানে ছন্দের বা নিয়মের কোনো বালাই নেই। সর্বার্থেই কাঠামোমুক্ত কবিতা। আজকের বাংলা ভাষার অধিকাংশ কবি এবং পাঠক আমার সেই সময়ের ধারণার মধ্যেই আছেন, তারাও মনে করেন ফ্রি-ভার্সের কবিতা মানেই কাঠামোমুক্ত কবিতা। অবশ্য

বিশ্বকবিতায়ও ফ্রি-ভার্সের এই রকম একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও সেগুলোকে তারা প্রোজ-পোয়েট্রি বা গদ্য কবিতা বলেন। আমি এখনও মনে করি ফ্রি-ভার্স মানে ছন্দমুক্ত বা ছন্দহীন কবিতা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, তবে অন্য যে কোনো ছন্দেও হতে পারে, বা প্রবহমানতা ঠিক রেখে মিশ্র ছন্দেও রচিত হতে পারে, শুধু ভার্স বা পঙক্তিগুলোতে মাত্রা সংখ্যা সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়মে বাঁধা থাকবে না, ফ্রি থাকবে।

শামসুর রাহমানের কবিতা পড়ে পড়ে আমি একদিন শামসুর রাহমান হয়ে গেলাম। রাত জেগে একটি ফ্রি ভার্সের কবিতা লিখে নিয়ে এলাম। আমিনুল হক আনওয়ারের হাতে কাগজটা তুলে দিয়ে বলি, আমি তো শামসুর রাহমান হয়ে গেছি। তিনি কবিতাটি পড়ে খুব জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। এরপর কলম দিয়ে কেটে কেটে ছন্দের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিলেন। এভাবে আমি অক্ষরবৃত্ত ছন্দ শিখতে শুরু করি। পরদিন তিনি আমাকে বলেন, আগামীকাল তুমি আমার অফিসে এসো, অফিসের পরে তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। আমি কলেজ থেকে বাসে চড়ে, হেঁটে, তেজগাঁয়ে বাংলাদেশ ফর্মস অ্যান্ড পাবলিকেশন্সের অফিসে গিয়ে হাজির হই। তখন দুপুর হেলে পড়েছে। বিশাল একটি ফ্লোরে অসংখ্য টেবিল পাতা। ৬ ফুট দূরে দূরে একটি টেবিল এবং একটি চেয়ার। পুরো ফ্লোরে এরকম কম করে হলেও ৩০টি ডেস্ক। এগুলোর ঠিক মাঝখানে একটি টেবিলে, আধো আলো আধো অন্ধকারে, নুয়ে পড়ে মুখ গুজে কিছু একটা লিখছেন কবি আমিনুল হক আনওয়ার। ফ্যানের বাতাসে তার এলোমেলো কালো দাড়িগুচ্ছ উড়ছে। ত্রিশটি টেবিলের প্রায় সবগুলোই ফাঁকা, হয়ত আর একজন বা দুজন আছেন দূরের কোনো টেবিলে। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি চোখ তুলে তাকান। ও, তুমি এসেছ। বসো। বলেই তিনি আবার লিখতে শুরু করেন। আমি কোথায় বসবো, সামনে তো কোনো চেয়ার নেই। তিনি কাগজ-কলমে ডুবে আছেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে চোখ তুলে বলেন, দাঁড়িয়ে আছো কেন, বসো। এরপর নিজেই খেয়াল করেন বসার জন্য তো কোনো চেয়ার নেই তার ডেস্কের সামনে। মনে মনে বিড়বিড় করে কাউকে গালমন্দ করেন। সম্ভবত কোনো সহকর্মী এখান থেকে চেয়ারটি সরিয়েছে, তাকেই গালি দিলেন। তিনি উঠে গিয়ে অন্য ডেস্কের সামনে থেকে একটি চেয়ার এনে নিজের টেবিলের সামনে রাখেন।

এবার বসো। আমি বসলে তিনি তার সদ্য লেখা কবিতাটি আমাকে পড়ে শোনান। দেখো তো ছন্দ ঠিক আছে নাকি? ছন্দ দেখতে হলে তো হাতে নিয়ে অক্ষর গুনে গুনে দেখতে হবে। ভুল। অক্ষর গুনে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ঠিক করতে হয় বটে, তবে কানে সেটা কী-রকম আনন্দ নিয়ে বাজে সেটাই ছন্দের আসল রহস্য। সবাই তা বুঝতে পারে না। সেজন্য পয়ার পাঠের একটা সুর আছে, কবিতা পাঠ করার জন্য সেই সুরটা রপ্ত করতে হয়।

নিশ্চয়ই শামসুর রাহমান সেই সুরটা রপ্ত করতে পেরেছেন? তুমি মনে হয় শামসুর রাহমানের ওপর রেগে আছ? না, হিংসে করছি। কেন? আপনি সারাক্ষণ শুধু তার নামই করেন। কেন? আমি তো জীবনানন্দ দাশের নামও বলি। মৃত মানুষকে ঈর্ষা করে কী লাভ? এরপর তিনি বিশাল হলরুম কাঁপিয়ে হাসেন। তুমি একদিন ভালো বক্তা হবে। মজার মজার যুক্তি দিতে পারো। না, না, সেটা আমি কোনোদিনও পারবো না। জসীম উদদীন পরিষদের সভায় যখন সমালোচকেরা কথা বলেন আমার তখন ভয়ে বুক কাঁপে। এগুলো থাকবে না। তুমি ডিজরেইলি নামের এক মহিলার নাম শুনেছ? বিদেশি কবি? না, পৃথিবীর একজন সেরা বক্তা। একদিন তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, আই কনসিভ, আই কনসিভ...আই কনসিভ...

আর কিছুই তার মাথায় আসছে না। তিনি খুব অন্তর্মুখী ছিলেন, দর্শকদের মধ্য থেকে একজন তাকে কটাক্ষ করে বলেন, ইউ কুড কনসিভ টু চিল্ড্রেন নাথিং মোর। এতে তিনি দারুণ অপমানিত বোধ করেন। বাসায় গিয়ে বড়ো একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা চর্চা করতে শুরু করেন। পরে তিনি একজন সেরা বক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন।

দারুণ তো! তুমিও পারবে। চিন্তা যদি স্বচ্ছ হয়, আইকিউ যদি ভালো হয়, জড়তা একদিন কেটে যায়ই। তিনি পিয়নকে দিয়ে চা আনান, বিস্কুট আনান। আমরা চা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। ওখান থেকে রিক্সা নিয়ে শাহবাগ যাই। যেতে যেতে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কখনো রেডিও অফিসে গেছ? না। সেখানেই যাচ্ছি। তুমি তো কাজী সালাহউদ্দিনের কবিতা পড়েছ। পড়েছ না? হ্যাঁ পড়েছি, নব অভিযান পত্রিকায়। কেমন লেগেছে? ভালোই তো। আসলে খুব বেশি ভালো না। তার কাছেই যাচ্ছি। তাকে আবার বলো না যেন, আপনার কবিতা বেশি ভালো হয় নাই।

না, না, তা বলবো না। সালাহউদ্দিন বেতার বাংলার সহকারী সম্পাদক। বেতার বাংলা কি একটি পত্রিকা? মাসিক পত্রিকা। রেডিওর। ওখানে লেখা ছাপা হলে টাকা দেয়। আমার দুইটা কবিতার বিল বাকি আছে। আজ পাব। আমরা রেডিও অফিসের গেইটে গিয়ে অপেক্ষা করি। একজন পিওন দুটো পাস নিয়ে এলে ভেতরে ঢুকি। কী-যে আনন্দ লাগে। মনে হচ্ছে আমি এক নতুন পৃথিবীতে ঢুকেছি এবং এতোদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম এই পৃথিবীর ভিসা পাওয়ার জন্য।

বেতার বাংলার কমার্শিয়াল ম্যানেজার ছিলেন মনসুরুল আনোয়ার জোয়ারদার। তিনিও কবিতা লিখতেন। সুদর্শন মানুষ। কবি হিসেবে তিনি নিজের নাম লেখেন মনসুর জোয়ারদার। গানও লেখেন। মনসুর জোয়ারদার একা একটি রুমে বসেন। কাজী সালাহউদ্দিন এবং বারী হাওলাদার দুজন মিলে একটি রুমে বসেন, তারা দুজনই বেতার বাংলার সহকারী সম্পাদক। বারী হাওলাদার একজন প্রতিষ্ঠিত গীতিকার। আমি তাদের অফিসে পরেও বহুবার গিয়েছি কিন্তু কখনোই তাদেরকে গল্প করা, আড্ডা মারা, চা খাওয়া আর গান/কবিতা লেখা ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে দেখিনি।

হক সাহেব তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দেন। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। সালাহউদ্দিন ভাই আমাকে বলেন, তরুণ কবি, কবিতা দেবেন, আজাদের জন্য। তখনই জানতে পারি সরকারী চাকরির পাশাপাশি তিনি দৈনিক আজাদের সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৮৫ সালে সালাহউদ্দিন ভাইয়ের মাধ্যমে আমার প্রথম কবিতা কোনো দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে ছাপা হয়। কবিতাটির নাম ছিল 'বাগান'। কবিতাটি ছিল এরকম, "একগুচ্ছ রজনীগন্ধার প্রত্যাশায়/ ক্ষুধার্ত সর্পের মত ফণা তুলে/ আমি বারবার ছুটে যাই/ ভোরের কুয়াশাভেজা বাগানের কাছে..." এইরকম। সেই কবিতা আমি ফেলে দিয়েছি। প্রথম জীবনে লেখা এমন অসংখ্য কবিতা ফেলে দিয়েছি। সেগুলোর কথা মনে হলে এখন খুব হাসি পায়। তবে এগুলো যে মূল্যহীন ছিল তা মনে হয় না। এইসব ছেলেমানুষী আবেগ, উত্তেজনা দিয়েই তো রচিত হয়েছে আজকের ভিত্তিমূল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

(শেষ পাতার পর)

আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রজন্মের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অতিথিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক সমন্বয় ও সঞ্চালনায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়। এরপর সম্মাননা প্রদান, স্মৃতিচারণ, মুক্ত আলোচনা, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা এবং দলীয় আলোকচিত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।উদ্বোধনী বক্তব্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ‘শুভ জন্মদিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখন সময় শুধু স্মৃতিচারণের নয়, অবদান রাখার।’ তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমান শিক্ষার্থী এবং সমাজের উন্নয়নে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। পাশাপাশি প্রবাসী প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরো জোরদারের আহ্বান জানান তিনি।

ভিডিও বার্তায় উপাচার্য বলেন, শিক্ষা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জন করছে। গবেষণার পরিধি বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে-বিদেশে অবস্থানরত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা গবেষণা, বৃত্তি, পরামর্শ, আন্তর্জাতিক সংযোগ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল দুই কৃতী প্রাক্তন শিক্ষার্থীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান। সম্মাননা পাওয়া অধ্যাপক মহসিন পাটোয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং কানাডার ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের মেডগার এভার্স কলেজে জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের শিক্ষকতা ও গবেষণা জীবনে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থী ও গবেষকের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ৪৩টি গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণাগ্রন্থ রচনার পাশাপাশি গবেষণা ও গবেষণাগার উন্নয়নের জন্য তিনি ৫০ লাখ মার্কিন ডলারেরও বেশি অনুদান অর্জন করেছেন। ফুলব্রাইট সিনিয়র স্পেশালিস্ট অ্যাওয়ার্ড এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক ‘স্যালুট টু দ্য স্কলার’ অ্যাওয়ার্ডসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মাননায় তিনি ভূষিত হয়েছেন।

সম্মাননা গ্রহণের পর অধ্যাপক মহসিন পাটোয়ারী বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়নি; নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধও শিখিয়েছে।’ তিনি নতুন প্রজন্মকে গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞানচর্চায় আরো বেশি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান।দ্বিতীয় সম্মাননা লাভ করেন মোহাম্মদ নাসির সিকদার। তিনি আইবিএমের সফটওয়্যার প্রকৌশলী, জীব-নধারা বিষয়ক প্রশিক্ষক এবং ‘ওবেসিটি ফ্রি ওয়ার্ল্ড’ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা। ২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা নাসির সিকদার দীর্ঘদিন ধরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি, জীবনধারার ইতিবাচক পরিবর্তন এবং স্থূলতা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছেন।

একজন আন্তর্জাতিক সহনশীলতা ক্রীড়াবিদ হিসেবে তিনি ৩৯টি পূর্ণ ম্যারাথন, ১০টি আল্ট্রা ম্যারাথন এবং ২০৪টি অর্ধ-ম্যারাথন সম্পন্ন করেছেন। গত ছয় বছরে তিনি ১০ হাজার মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করেছেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘ছোট ছোট স্বাস্থ্যকর অভ্যাসই মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে এবং একটি সুস্থ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।’মুক্ত আলোচনা ও স্মৃতিচারণ পর্বে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাঁদের ছাত্রজীবনের স্মৃতি এবং কর্মজীবনের নানা অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। নাসির আলী খান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্ট্যাচু অব লিবার্টিতে তাঁর নাম সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি বলেন, প্রবাসে থেকেও দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা প্রতিটি প্রাক্তন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব।মোহাম্মদ হোসেন বলেন, ‘আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি আমাদের ঐক্য। আমরা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় থাকলেও আমাদের পরিচয় একটাই– আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।’ আনিসুল কবির জাসির প্রস্তাব করেন, আগামী বছর থেকে নিউইয়র্কের প্রতিটি বরোভিত্তিক প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলার আয়োজন করা হলে আরো বেশি মানুষ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন।আলোচনায় অংশ নেয়া আরো অনেক প্রাক্তন শিক্ষার্থী তাঁদের জীবনের সাফল্যের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ক্যাম্পাসজীবন, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সহপাঠীদের বন্ধুত্বের অবদানের কথা স্মরণ করেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরো শক্তিশালী প্রাক্তন শিক্ষার্থী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আয়োজক কমিটিতে ছিলেন স্বপন দাস, জহিরুল হক, মো. ইশতিয়াক উদ্দিন, কাজী জে. ইসলাম, মো. আশরাফুল আলম, দেলোয়ার মানিক, শেখ জিন্নাহ, এম. বদিউজ্জামান, মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, মোহাম্মদ নাসির সিকদার, দীনা গুলশান, মহসিন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ কাদের, মোহাম্মদ এইচ. খান, ইউসুফ আলী, সাইফুল ভূঁইয়া, জাসির কবির, সজল রোশন, এমডি. পারভেজ সাজ্জাদ, এমএসটি ওয়াহিদা শামসুন, দিলরুবা আয়েশা, শামিন আল আমিন এবং এমডি. আলমাসুর রহমান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়। পরে সবাই স্মৃতিবিজড়িত আলোকচিত্রে অংশ নেন। প্রবাসে থেকেও প্রিয় বিদ্যাপীঠের প্রতি ভালোবাসা, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিক্ষা, গবেষণা, সমাজসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উপস্থিত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।

শেষ আটের আগে বিশ্বকাপ জয়ের গাণিতিক সম্ভাবনায় এগিয়ে যারা

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ বিশ্বকাপের রাউন্ড অব ১৬ শেষ হতেই শিরোপা জয়ের নতুন সমীকরণ সামনে এসেছে। মাঠের পারফরম্যান্স ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিশ্বকাপ জয়ের দৌড়ে এখন সবচেয়ে এগিয়ে আছে কিলিয়ান এমবাপ্পের ফ্রান্স। 'গাতো মেস্ত্রে' নামক একটি বিশ্লেষণী দলের গাণিতিক মডেলে এই চিত্র উঠে এসেছে।

অর্থনীতিবিদ ব্রুনো ইমাইয়ুমির নেতৃত্বে গাণিতিক এই মডেলটি তৈরিতে চারটি প্রধান উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে- প্রতিটি দলের 'এক্সজি' বা গোল করার প্রত্যাশিত সম্ভাবনা, ফিফা র ্যাংকিং, খেলোয়াড়দের বাজারমূল্য এবং বিশ্বকাপের অতীত ইতিহাস। এই মডেলে শিরোপা জয়ের সম্ভাবনায় সবার উপরে থাকা ফ্রান্সের সম্ভাবনা ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ।

এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্পেন, যাদের সম্ভাবনা ২৩ দশমিক ২ শতাংশ। আর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ সম্ভাবনা নিয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। এই তিন দলের পর কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে ইংল্যান্ড। টমাস টুখেলের দলের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা ১০ দশমিক ৭ শতাংশ। বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সেমিফাইনালে ওঠার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে এই চার দলেরই। তালিকায় থাকা অন্য দলগুলোর মধ্যে বেলজিয়াম (৭.৪%), নরওয়ে (৫.৩%), সুইজারল্যান্ড (৫.৩%) এবং মরক্কোর (৫%) সম্ভাবনা তুলনামূলক কম।

গাতো মেস্ত্রে দলের বিশ্লেষণে আরও বলা হয়েছে, রাউন্ড অব ১৬-এ যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে বেলজিয়ামের বিপক্ষে ৪-১ গোলের দাপুটে জয়ের পর থেকে দলগুলোর শক্তির ভারসাম্য ও পরিসংখ্যানগত মানদণ্ডে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মূলত বেলজিয়ামের এই জয়ের পরই সমীকরণ বদলে গিয়ে ফ্রান্সকে এক নম্বরে নিয়ে এসেছে।

তবে পরিসংখ্যান যাই বলুক, ব্রুনো ইমাইয়ুমি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এটি কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী নয়। তিনি বলেন, 'এটি মূলত কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচগুলো শুরু হওয়ার ঠিক আগের একটি গাণিতিক পরিসংখ্যান। বর্তমান মডেলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি দলের পরবর্তী পর্বে যাওয়ার আনুমানিক সম্ভাবনা এখানে উঠে এসেছে। এটি কোনো নিশ্চিত বিষয় বা আমাদের দেওয়া স্থির কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং এটি একটি গাণিতিক সম্ভাবনা যা ম্যাচের ফলাফলের সাথে সাথে বদলে যায়।' গাতো মেস্ত্রে দলের এই বিশ্লেষণে সাংবাদিক আর্থার স্যান্ডেস, দাভি বারোস, ফেলিপে তাভারেস, গুইলহার্মে ম্যানিয়াউডেট, গুস্তাভো ফিগুয়েইরেদো, লিয়ান্দ্রো সিলভা, লরাইন ভিয়েরা, রবার্তো মালেসন, রদ্রিগো ব্রেভেস ও ভালমির স্তোর্তির পাশাপাশি ডেটা সায়েন্টিস্ট ব্রুনো বেনিসিও, ভিতর পাতালানো এবং প্রোগ্রামার গুস্তাভো মাসেদো কাজ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই। রোমাঞ্চকর লড়াইগুলোই ঠিক করে দেবে শেষ পর্যন্ত কোন দল ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাবে।

বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ নিয়ে দলগুলো কত আয় করে

স্পোর্টস ডেস্ক :বিশ্বকাপ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ এবার অনেকটাই বেড়েছে। চ্যাম্পিয়ন দল এবার ট্রফির সঙ্গে পাবে ৫ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি অর্থ।সেই সঙ্গে এবার পুরস্কার তহবিলের আকার ৮৭ কোটি ১০ লাখ ডলার; আগের, অর্থাৎ ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় যা প্রায় দ্বিগুণ। সেবার পুরস্কার বাবদ ৪৪ কোটি ডলার দেওয়া হয়েছিল।ফুটবলের সর্বোচ্চ বৈশ্বিক সংস্থা ফিফা; তারাই এই টুর্নামেন্ট পরিচালনা করে। টুর্নামেন্টের টিভিস্বত্ব বিক্রিসহ বিভিন্নভাবে যে আয় হয়, তার একটি অংশ অংশগ্রহণকারী দলগুলোও পায়। বাকি অর্থ যায় ফিফার ঘরে। সেই অর্থ তারা ফুটবলের উন্নয়নে ব্যয় করে থাকে। খবর আলুজাজিরা ও বিবিসির২০২২ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল আর্জেন্টিনা ৪ কোটি ২০ লাখ ডলার পেয়েছিল। অর্থাৎ এবারের চ্যাম্পিয়ন দল তার চেয়ে ৮০ লাখ ডলার বেশি পাবে। এর আগে দুই বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে এত ব্যবধান ছিল না। অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাইজ মানি বৃদ্ধির হার এবার সবচেয়ে বেশি।

এই বিশ্বকাপে যত দল অংশগ্রহণ করছে, তারা সবাই পুরস্কার বাবদ কিছু না কিছু অর্থ পাচ্ছে। বিজয়ী দলের জন্য এবার রাখা হয়েছে ৫ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার বা ৬২৬ কোটি ৫৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার। রানার্সআপ দল পাবে ৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার বা ৪১৭ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলের জন্য বরাদ্দ ৩ কোটি ডলার বা ৩৬৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকা, চতুর্থ হওয়া দল পাবে ২ কোটি ৮০ লাখ ডলার বা ৩৪৩ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। কোয়ার্টার ফাইনালে (পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থান) বিদায় নেওয়া প্রতিটি দল পাবে ২ কোটি

ডলার বা ২৪৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা। শেষ ষোলোতে (নবম থেকে ষোড়শ স্থান) থাকা দলগুলোর জন্য পুরস্কার ১ কোটি ৬০ লাখ ডলার বা ১৯৬ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে ১৭তম থেকে ৩২তম স্থানে থাকা দলগুলো পাবে ১ কোটি ২০ লাখ ডলার বা ১৪৭ কোটি ৪২ লাখ টাকা। ৩৩তম থেকে ৪৮তম স্থানে থাকা প্রতিটি দলের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১ কোটি মার্কিন ডলার বা ১২২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। ৮৭ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার পুরস্কার তহবিল থেকে এই অবস্থানভিত্তিক পুরস্কার বাবদ মোট ৭০ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার দেওয়া হবে। বাকি ১৬ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার অংশগ্রহণকারী সব দলের মধ্যে পারফরম্যান্সনির্বিশেষে বণ্টন করা হবে। বস্তুত, টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া প্রতিটি দল অন্তত ১ কোটি ২৫ লাখ মার্কিন ডলার পাবে। এর মধ্যে রয়েছে ন্যূনতম ১ কোটি মার্কিন ডলারের অংশগ্রহণ ফি এবং ২৫ লাখ ডলারের প্রস্তুতি ফি।

ফিফা কত আয় করছে : পুরস্কারের অঙ্ক হিসেবে এটা অনেক বড় হলেও টুর্নামেন্ট থেকে ফিফা যে আয় করছে, সেই তুলনায় এই অর্থ সামান্য। ফিফার আয় হচ্ছে ১৩ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। ফিফা যে ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার আয় করছে, তার মধ্যে ৮৭ কোটি ১০ লাখ বা ৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রাইজ মানি হিসেবে দিচ্ছে। ফিফা মূলত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। তারা বলছে, অন্তত ১১ দশশিক ৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ১৭০ কোটি ডলার ফিফা ফুটবলের উন্নয়নে পুনর্বিনিয়োগ করবে। কথা হচ্ছে, এই পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে আসছে। এই যে ১৩ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার রাজস্ব আয় হচ্ছে, তার মধ্যে ৪২৬ কোটি ডলার আসছে টিভিস্বত্ব বিক্রি থেকে; টিকিট বিক্রি থেকে আসছে ৩০০ কোটি ডলার আর পৃষ্ঠপোষকতা ও লাইসেন্স থেকে আসছে ৩২০ কোটি ডলার। এ ছাড়া আরও কিছু উৎস আছে ফিফার। এবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা বেশি, সে কারণে টিকিট, টিভিস্বত্ব বা সম্প্রচার থেকে আরও বেশি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া ফিফা এবার মিডিয়া সহযোগীদের মাধ্যমে টিকটক ও ইউ-টিউব মনিটাইজ করেছে। এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় প্রতিটি ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিট সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। টিকিটের ক্ষেত্রেও এবার ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। এবার ফিফা ডায়নামিক প্রাইসিং পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ টিকিটের চাহিদা যত বেশি, দামও বেশি। স্বাভাবিকভাবে ফাইনালের টিকিটের দাম সবচেয়ে বেশি। এই টিকিটের দাম প্রায় ১১ হাজার ডলারে উঠেছে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের টিকিটের প্রাথমিক মূল্য ছিল ১ হাজার ৬০০ ডলার, অর্থাৎ এবার তা বেড়ে হয়েছে প্রায় সাত গুণ। এদিকে ফিফার যেমন আয় বাড়ছে, তেমনি ফিফার প্রেসিডেন্টেরও আয় বাড়ছে। ২০২৫ সালে তিনি ৬১ লাখ ডলার আয় করেছেন। এর মধ্যে ২৮ লাখ ডলার ছিল ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে প্রাপ্ত বোনাস। সব মিলিয়ে এবারের ক্লাব বিশ্বকাপ শুধু মাঠের লড়াই নয়, আর্থিক দিক থেকেও ফিফার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট। রেকর্ড পুরস্কার, বাড়তি সম্প্রচার আয়, নতুন বাণিজ্যিক কৌশল ও ডায়নামিক টিকিটিংসব মিলিয়ে ফুটবলের বৈশ্বিক বাজার কতটা বিস্তৃত হয়েছে, এখানে তার চিত্রই দেওয়া হয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশ-চীন-মিয়ানমার ইকনমিক করিডোর প্রশ্নে টানাপোড়েন

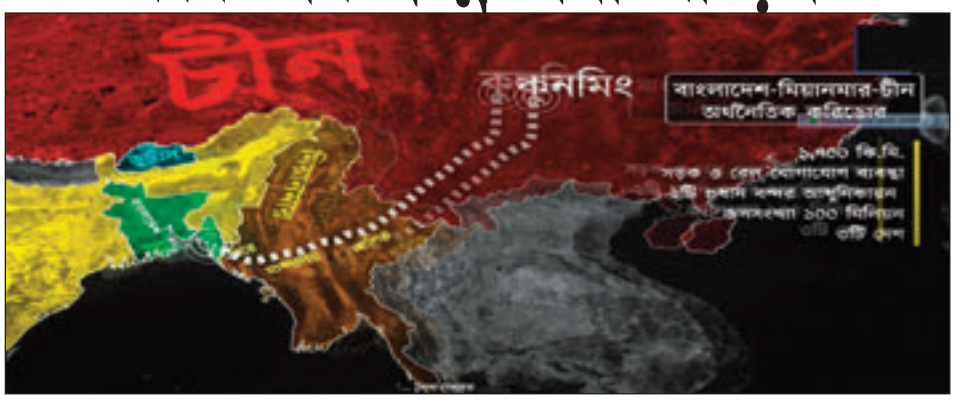

ঢাকা : বঙ্গোপসাগরের ভূরাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক বাণিজ্যের আধিপত্য নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় এক নতুন ও বিপজ্জনক টানাপড়েন শুরু হয়েছে। এর কেন্দ্রে রয়েছে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীন অর্থনৈতিক করিডোর' (বিসিআইএম-ইসির একটি বর্ধিত অংশ)। চীনের বহুল আলোচিত 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (বিআরআই) আওতাধীন এই করিডোরটি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। নয়াদিল্লির এই কৌশলগত বিরোধিতার প্রধান কারণ মূলত ভূরাজনৈতিক আধিপত্য এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর (চিকেনস নেক বা শিলিগুড়ি করিডোর) নিরাপত্তা উদ্বেগ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই সমীকরণে যুক্ত হয়েছে ভারতের নতুন আগ্রাসী কৌশল। করিডোর ঠেকাতে এবং বাংলাদেশকে চাপে রাখতে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক পুশইনের প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। একই সাথে ভারতের উগ্র-জাতীয়তাবাদী নীতিনির্ধারক ও গণমাধ্যমের একাংশ থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক করিডোর ও কৌশলগত ভূখণ্ড বিশেষ করে 'রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ' সামরিকভাবে দখলের প্রচ্ছন্ন হুমকি ও উসকানি দেয়া হচ্ছে। এই নতুন আগ্রাসনের মুখে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এখন এক ঐতিহাসিক সঙ্কটের মুখোমুখি। অপর দিকে চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং চীনের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর গোপন তৎপরতা ও সাইবার নজরদারি বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে। চট্টগ্রাম একটি ভূরাজনৈতিক 'হটস্পটে' পরিণত হলে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং জাতীয় নিরাপত্তা বলয় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা।

ভারতের কৌশলগত বিরোধিতা ও নতুন আগ্রাসী সমীকরণ : বিভিন্ন ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই বিসিআইএম-ইসি কেবল একটি বাণিজ্যিক রুট নয়, বরং এটি দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের একচ্ছত্র প্রভাবকে খর্ব করার একটি চীনা কৌশল বলে মনে করে নয়াদিল্লি। ভারত আশঙ্কা করে, এই করিডোরের মাধ্যমে চীন ভারতকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলার যে নীতি (স্ট্রিং অব পার্লস) নিয়েছে, তা পূর্ণতা পাবে। মিয়ানমারের কিয়াউকফিউ গভীর সমুদ্রবন্দর এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে চীনের পরোক্ষ উপস্থিতি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর (সেভেন সিস্টার্স) সাথে মূল ভূখণ্ডের সংযোগকারী সংকীর্ণ অংশটি 'শিলিগুড়ি করিডোর' বা 'চিকেনস নেক' নামে পরিচিত। বলা হচ্ছে- চীন যদি মিয়ানমার ও বাংলাদেশের ওপর এই করিডোরের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে যুদ্ধকালীন বা ভূরাজনৈতিক সঙ্কটের সময় ভারতের এই জীবনরেখা ঝুঁকিতে পড়বে। এই করিডোর ও ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশের ওপর মনস্তাত্ত্বিক ও কৌশলগত চাপ সৃষ্টি করতে ভারত তার 'পুশইন' নীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সীমান্ত এলাকায় জোরপূর্বক পুশইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা চলছে। এর চেয়েও বিপজ্জনক বিষয় হলো, ভারতের চরমপন্থী থিংক-ট্যাংক ও সামরিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা নিশ্চিতের অজুহাতে বাংলাদেশের 'রংপুর বিভাগ' এবং বঙ্গোপসাগরে ভারতের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে ও চীনা করিডোর রুখে দিতে 'চট্টগ্রাম বিভাগ' দখলের মতো আগ্রাসী ও উসকানিমূলক হুমকি দিচ্ছে। এটি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি আঘাত এবং একটি চরম ভূরাজনৈতিক উসকানি। ভারতীয় মিডিয়ার বক্তব্য অনুসারে এই অর্থনৈতিক করিডোর চালু হলে চীন সরাসরি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশাধিকার পাবে। এর ফলে ভারত মহাসাগরে চীনা নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিনের নিয়মিত টহল বৃদ্ধি পাবে, যা ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা বলয়কে দুর্বল করবে। ঢাকার চীনা দূতাবাস সূত্র এ ধরনের বিষয়কে কল্পনা প্রসূত বলে মনে করে।

আঞ্চলিক অর্থনীতি ও ভূরাজনীতির জটিল সমীকরণ : অর্থনৈতিকভাবে এই করিডোর চীনের জন্য অত্যন্ত লাভজনক। চীনের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য ইউনান থেকে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পণ্য পরিবহনের পথ উন্মুক্ত হবে। এতে মালাক্কা প্রণালীর ওপর চীনের অতিরিক্ত নির্ভরতা কমবে। আঞ্চলিক ভূরাজনীতিতে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মিয়ানমারে জান্তা সরকারের ওপর চীনের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ফলে এই করিডোর বাস্তবায়নে মিয়ানমারকে ব্যবহার করা চীনের জন্য সহজ। তবে বাংলাদেশের জন্য সমীকরণটি অত্যন্ত জটিল। বাংলাদেশ এক দিকে চীনের কাছ থেকে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন চায়, অন্য দিকে ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের কৌশলগত রাজনৈতিক সম্পর্কের বাস্তবতা রয়েছে। এর সাথে নতুন করে এখন সীমান্ত হুমকি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। প্রস্তাবিত এই করিডোরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম। ভারতের দখলদারিত্বের প্রচ্ছন্ন হুমকি এবং চীনের অর্থনৈতিক স্বার্থ- এই দুইয়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে পারে চট্টগ্রামের সামগ্রিক নিরাপত্তা। অর্থনৈতিক করিডোর হলে চট্টগ্রাম বন্দর এবং কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত বাংলাদেশের প্রধান নৌঘাঁটিগুলোর খুব কাছাকাছি চীনা বাণিজ্যিক ও কারিগরি কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। কারো কারো ধারণা-এর ফলে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর গোপনীয়তা ও কৌশলগত অবস্থান যেমন নজরদারির আওতায় চলে আসার ঝুঁকি থাকে, ঠিক তেমনি ভারতের সম্ভাব্য সামরিক আগ্রাসন বা গোয়েন্দা নাশকতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে এই অঞ্চল। একসময় সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে চীনের আগ্রহ ছিল, যা ভারতের আপত্তির কারণে বাতিল হয়। বর্তমানে মাতারবাড়িতে জাপানের সহযোগিতায় গভীর সমুদ্রবন্দর হচ্ছে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে বিভিন্ন পরাশক্তির (চীন, জাপান, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র) অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থের এই সঙ্ঘাত যেকোনো সময় আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার কারণ হতে পারে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান জাতিগত সঙ্ঘাত এবং আরাকান আর্মির তৎপরতা এই করিডোরের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। করিডোরকে কেন্দ্র করে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে নতুন করে অস্ত্র চোরাচালান, বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা এবং রোহিঙ্গা সঙ্কটের মতো নিরাপত্তা ঝুঁকি আরো ঘনীভূত হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের পুশইন ও ভূখণ্ড দখলের প্রচ্ছন্ন হুমকি এবং চীনের করিডোর রাজনীতির মধ্যে চট্টগ্রামের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হবে। উত্তর সীমান্ত (রংপুর) এবং উপকূলীয় অঞ্চলে (চট্টগ্রাম) বাংলাদেশের নিজস্ব সামরিক প্রস্তুতি ও গোয়েন্দা নজরদারি দ্বিগুণ করতে হবে, যেন কোনো বিদেশী শক্তি এখানে কোনো ধরনের দুঃসাহস দেখানোর সুযোগ না পায়। নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর (অব:) আশরাফুজ্জামান এ প্রসঙ্গে বলেন : 'বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীন অর্থনৈতিক করিডোর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি সুযোগ হতে পারত। কিন্তু ভারতের পুশইন নীতি এবং রংপুর ও চট্টগ্রাম দখলের উসকানিমূলক হুমকির পর এই সমীকরণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এটি এখন আর কেবল অর্থনৈতিক করিডোর নয়, এটি আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই। ভারতের তীব্র আপত্তি এবং চট্টগ্রামের সামগ্রিক নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে, বাংলাদেশকে তার জাতীয় স্বার্থ ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতাকে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে। আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলোর এই ছায়াচ্ছন্ন ও আগ্রাসী যুদ্ধে রংপুর বা চট্টগ্রাম যেন কোনোভাবেই বলির পাঁঠা না হয়, সেটাই এখন বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।'

রোহিঙ্গা সঙ্কট এবং মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল : গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তথ্যে উঠে এসেছে, এই অর্থনৈতিক করিডোরকে ঘিরে ভারতের আগ্রাসী নীতির পাশাপাশি বর্তমান ভূরাজনীতিতে আরো দু'টি অত্যন্ত প্রভাবশালী উপাদান যুক্ত হয়েছে। একটি হলো দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সঙ্কট ও মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ এবং অন্যটি হলো চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (বিআরআই) নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল' (আইপিএস)। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জান্তা বাহিনী এবং জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী 'আরাকান আর্মি' মধ্যকার তীব্র সঙ্ঘাত এই প্রস্তাবিত করিডোরের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় বাস্তব হুমকি। অবশ্য এই অঞ্চলে সহাবস্থান নিয়ে চীন আমেরিকার মধ্যে কোন কৌশলগত বোঝাপড়া হলে এই সমীকরণ পাল্টে যাবে। তেমন সমঝোতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে নানা সূত্র থেকে। রাখাইন রাজ্যের একটি বড় অংশ এখন আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। চীন তার করিডোরের নিরাপত্তার স্বার্থে এক দিকে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখছে, অন্য দিকে আরাকান আর্মির সাথেও গোপন সমঝোতা বজায় রাখছে বলে ধারণা করা হয়। চীন এই করিডোর নির্বিঘ্ন করতে মাঝেমধ্যেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা নেয়ার কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে তারা রাখাইনে নিজেদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চাইলে চীনের প্রভাবাধীন এই করিডোরের বাস্তবায়নে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধানের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল ও ত্রিমুখী সমীকরণ : একসময় বঙ্গোপসাগরে চীনের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অগ্রযাত্রাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বৈশ্বিক আধিপত্যের জন্য বড় হুমকি মনে করত। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ে গঠিত 'কোয়াড' জোট বঙ্গোপসাগরে চীনা করিডোরের তীব্র বিরোধিতা করে। ওয়াশিংটন এ ক্ষেত্রে ভারতকে ফ্রন্টলাইনে রাখায় নয়াদিল্লি আরো বেশি আগ্রাসী হয়ে ওঠে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যেন চীন এই করিডোরের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে সরাসরি প্রবেশাধিকার না পায়। কিন্তু সেই সমীকরণ ভারত রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা বাড়াতে থাকায় আর কাজ করেনি। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস হারায় নয়াদিল্লির ওপর। এর ফলে কোয়াড নিয়ে ওয়াশিংটনের আগ্রহ শেষ হয়ে যায়। ভারতকে বাদ দিয়ে এই অঞ্চলে নতুন সমীকরণ সাজাতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। এ সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেইজিং সফরে যান। এই সফরকালে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে এই অঞ্চল নিয়ে নতুন সমঝোতার কথা শোনা যায় যাতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দিল্লি কৌশলগত গুরুত্ব হারায়। এরপর বেপরোয়া হয়ে চিকেন নেকের চার পাশে সামরিক স্থাপনা তৈরি এবং ভারতের রংপুর বা চট্টগ্রাম দখলের হুমকি সামনে আনা হয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের পুশইন ও ভূখণ্ডগত হুমকি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করছে। বাংলাদেশ যদি বড় শক্তিগুলোর কার্যকর সহায়তা না পায় তাহলে এর সুযোগ নিয়ে ভারত অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপ প্রয়োগ করতে পারে। এই চাপে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র দুই বড় শক্তির আস্থা বজায় রাখা দরকার ঢাকার। রংপুর ও চট্টগ্রামসহ সামগ্রিক সীমান্ত ও স্থলভাগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে এখন 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' এই গৎবাঁধা নীতির চেয়েও একধাপ এগিয়ে 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' ও 'দৃঢ় সামরিক প্রতিরোধ নীতি' বজায় রাখতে হবে। কোনো দেশের হুমকিতে পা না দিয়ে নিজের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ড রক্ষা করাই হবে বাংলাদেশের একমাত্র লক্ষ্য।

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit
Immigration Form Fill-up Service
Family Petition
Citizenship Application
Affidavit of Support
Green Card Renewal
Green Card Condition Removal
Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Maximum Refund Affordable Fees Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ক্ষমতার জন্য আওয়ামী লীগ কী না করেছে!

(প্রথম পাতার পর)

নামে পরিচিত। ভোটারদের তাৎক্ষণিক মনস্তাত্ত্বিক অগ্রাধিকার কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সহজ ও স্বচ্ছন্দ করতে তুষ্টিবিজ্ঞানের জুড়ি নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ এই তুষ্টিবিজ্ঞানকে যেভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা অতীত বা বর্তমানের আর কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে সক্ষম হয়নি।

বাংলাদেশে ধর্মের চেয়ে শক্তিশালী নাগরিক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান আর দ্বিতীয়টি নেই। অতীতেও ছিল না। ধর্মের নামে তাদের তুষ্ট করে ভোট বাগানোর কৌশলও আওয়ামী লীগ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো দলের নেই, এমনকি ইসলামি দলগুলোরও না। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের মুলনীতিগুলোর অন্যতম 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। সাংবিধানিকভাবেও বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম। আওয়ামী লীগপ্রধান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নবী মুহাম্মদ (সা.) এর 'মদিনা সনদ' অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করছেন বলে বহুবার দাবি করেছেন।

শেখ হাসিনার মতে, "বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা অনুপ্রাণিত হয়েছে 'মদিনা সনদ' থেকে।" কী আছে সাড়ে ১৪০০ বছর আগে ঘোষিত মদিনা সনদে? সহজ অর্থে 'মদিনা সনদ' ছিল ইসলামের ইতিহাসে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বে প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের সংবিধান, যা মদিনায় মুসলিম, ইহুদি এবং অন্যান্য গোত্র ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা ইসলামি রাষ্ট্রের কল্যাণ লাভের জন্য ক্ষমতায় গেলে 'কোরআনের আইন চালু'র অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন, মদিনা সনদ বাস্তবায়নের কথা বলেন, 'শরিয়াহভিত্তিক শাসন' কায়েমের কথা বলেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদেরই কথা ও কাজে মিল না থাকায় জনগণ ভোট দিয়ে কখনো তাঁদের ক্ষমতায় পাঠায় না। ক্ষমতায় যাওয়ার তেমন গরজ তাঁদের আছে বলেও কখনো মনে হয়নি।

এমনকি ইসলামি দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবল প্রতিযোগী জামায়াতে ইসলামী, যারা প্রায় ৮৫ বছর আগে দলটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে 'কোরআনের আইন চাই', 'সৎলোকের শাসন চাই' 'ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না,' ইত্যাদি স্লোগানে আকাশবাতাস মথিত করত, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে যাদের অসংখ্য নেতা-কর্মী শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন, সেই দলটিও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর নির্বাচনের প্রস্তুতিতে তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে সরকার গঠন করলে তারা 'শরিয়াহ আইন' বাস্তবায়ন করবে কি না, এ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করেনি।

বরং নির্বাচনে জামায়াতের অনুকূলে 'ক্ষমতায় চলে আসা'র একধরনের আওয়াজ উঠলে নারীসমাজ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে যখন অজানা শঙ্কা ও আতঙ্কের ফিসফিসানি শুরু হয়, তখন জামায়াত জোরালো ঘোষণা দিয়ে জনগণের দ্বিধাগ্রস্ত অংশকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে 'জামায়াতে ইসলামী দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে বাংলাদেশে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবে না।' এটি হয় জামায়াতের আদর্শচ্যুতি, অথবা নির্বাচনি কৌশল।

কিন্তু ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থানে কোনো রাখঢাক ছিল না। তাঁর কোনো এক পূর্বপুরুষ মরুর দেশ ইরাক থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন। তিনি কখনো তাঁর এ উত্তরাধিকারের ঐতিহ্য বিস্মৃত হননি বলে সব সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। ফজর নামাজ শেষে নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর ইবাদত-বন্দেগিতে কাটানোর কথায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। তাঁর ধর্মনিষ্ঠায় মুগ্ধ ছিলেন জামায়াতের ইসলামীর সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আযমও।

সংসদে জামায়াতের সমর্থন কামনা করে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা যাঁকে দূতিয়ালির জন্য প্রেরিত আওয়ামী লীগ নেতার হাতে গোলাম আযমের জন্য উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন জায়নামাজ ও তসবিহ। শেখ হাসিনা জামায়াতের সমর্থন লাভে সফল না হলেও অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছে পেয়েছিলেন 'আবিদা' (ইবাদতকারী) খ্যাতি। সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারও পিছিয়ে ছিলেন না। ২০২৩ সালে মন্ত্রী সাধন চন্দ্র বলেন, 'শেখ হাসিনা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে মন উজাড় করে দেশবাসীর জন্য দোয়া করেন।' কওমি মাদ্রাসার 'দাওরায়ে হাদিস' মাস্টার্স ডিগ্রির সমমানের স্বীকৃতি দানসহ মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করায় কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'আল-হাইয়াতুল উলইয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ' ২০১৮ সালে শেখ হাসিনাকে 'কওমি জননী' উপাধিতে ভূষিত করে।

ইসলামকে ব্যক্তিগত জীবনে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শেখ হাসিনার উদ্যোগের সীমা-পরিসীমা ছিল না। যখনই জাতীয় নির্বাচন এসেছে, তিনি তাঁর দলের নির্বাচনি অভিযান শুরু করার আগে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে সিলেটের হজরত শাহজালালের দরগাহে গিয়ে সাত শ বছর ধরে কবরে শায়িত সুফিসাধকের জন্য ফাতিহা পাঠ ও মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করেছেন এবং অনেক সময় ওমরাহ পালনে গিয়ে মহান আল্লাহর মেহেরবানি কামনা করেছেন।

সবার মনে থাকার কথা, ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি ওমরাহ পালন করতে মক্কা গমন করেন এবং মদিনায় মহানবী (সা.)-এর রওজা জিয়ারত শেষে দেশে ফিরে আসেন মাথায় একখণ্ড কালো বস্ত্র ধারণ করে। নির্বাচন চলাকালে এবং প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালেও কিছুদিন পর্যন্ত সেই কালো বস্ত্রখণ্ড তাঁর মাথায় শোভা পেত। তাঁর ইসলাম নিষ্ঠার আরেকটি প্রমাণ তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় রাষ্ট্রের ৯.৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ। মডেল মসজিদের অধিকাংশ তাঁর বিদায়ের আগেই সম্পন্ন হয়েছে এবং ক্ষমতায় থাকাকালেই তিনি উদ্বোধন করেছেন।

আওয়ামী লীগ অন্তরে কীভাবে ইসলাম ধারণ করে এবং জনতুষ্টির বর্ম হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে লালন করে, তার অকাট্য প্রমাণ হলো, সামরিক শাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ৪৭ বছর আগে ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং আরেক সামরিক শাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনাধীনে ৩৮ বছর আগে ১৯৮৮ সালের চতুর্থ সংসদে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ও ধারণ করা। এই দুই সামরিক শাসককে শেখ হাসিনা এবং তাঁর দলের নেতারা কতভাবেই না নিন্দনীয় বাক্যে তুলোধূনা করেছেন। কিন্তু তাদের 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'কে সযত্নে বহাল রেখে ইসলামের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছেন।

এই দুটি সংশোধনীর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের স্বপ্নের সোনার বাংলার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পুরোপুরি পাল্টে দেওয়া হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী ও এই নীতির অতন্দ্র প্রহরী শেখ হাসিনা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন দল ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত চার দফা রাষ্ট্রের ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সংবিধান সংশোধন বা সংবিধানের খোলনলচে পাল্টে ফেলার সুযোগ পেয়েও তাদের একসময়ের আপত্তির 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংবিধান থেকে বাদ দেননি। যদিও ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীতে তারা বাহাত্তরের সংবিধানের চার মূলনীতি : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে এনেছিল। অথচ সংবিধানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ তাদের সমর্থক দলগুলোকে নিয়ে হরতাল পর্যন্ত করেছিল।

আওয়ামী লীগের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন, তা প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তারা যখন ক্ষমতার বাইরে থাকে, তখন অক্ষরে অক্ষরে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ দেয়, আর নিজেরা যখন ক্ষমতায় থাকে, তারা আর তাদের সুবিধাজনক অংশটুকু নিতে চায়। বিরোধী দলে থাকলে আওয়ামী লীগ তাদেরই প্রণীত ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের দাবি জানায়, তারা ক্ষমতায় গেলে ওই আইনের প্রয়োগ আরও বৃদ্ধি করে।

আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল, ইসলামকে সফলভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ পারঙ্গমতা। সংখ্যালঘুদেরও তারা নিজেদের দিকে টানতে সবচেয়ে সফল। নির্বাচনি কৌশলের অংশ হিসেবে জনতুষ্টির জন্য 'ইসলাম' ধর্মকে ব্যবহার এবং সংখ্যালঘুদের স্থায়ী ভোটব্যাংকে পরিণত করার জাদু আর কোনো দল আয়ত্ত করতে পারেনি। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনলেও আওয়ামী লীগের ধর্মনির্ভরতা ছিল শুরু থেকে। আওয়ামী লীগের জন্মলগ্নে দলটির নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দটি যুক্ত ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দেওয়ার জন্য। এটিকে সেক্যুলার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে তারা মুসলিম শব্দ বর্জন করে ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। এরপরও তারা তাদের সভা-সমাবেশ আয়োজনে ইসলামি চেতনামূলক স্লোগানগুলো যে ষাটের দশকের শেষ নাগাদ পর্যন্ত বহাল রেখেছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন তারা স্লোগান দিয়েছে 'নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর', পাকিস্তান জিন্দাবাদ,' 'আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ,' 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ ইত্যাদি। এখন 'জিন্দাবাদ'-এর মধ্যে তারা 'জিহাদ', 'জঙ্গিবাদ', 'পাকিস্তান' খুঁজে পায়।

নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে 'ধর্মনিরপেক্ষ' আওয়ামী লীগের পক্ষে যে তাদের মর্জি অনুযায়ী সবকিছু করা সম্ভব, তার বহু প্রমাণের একটি ২০০৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এবং বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব আবদুর রব ইউসুফীর স্বাক্ষরিত নির্বাচনি সমঝোতা স্মারক। পাঠকদের উপলব্ধির সুবিধার্থে স্মারকটি হুবহু উপস্থাপন করা হলো ড়-

"বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মধ্যে নির্বাচনি সমঝোতা স্মারক'

"বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত ৫টি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সমঝোতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করলে এই বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে ::

১. পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ ও শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না; ২. কওমি মাদ্রাসা সনদের সরকারি স্বীকৃতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে; ৩. নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে : (ক) হজরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী; (খ) সনদপ্রাপ্ত হক্কানি আলেমগণ ফতোয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন। সনদবিহীন কোনো ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করতে পারবে না; (গ) নবী-রসুল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও কুৎসা রটনা করা দণ্ডনীয় অপরাধ।"

'ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাধারী আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' বা আইনগত কাঠামো আদেশের মূলনীতি অনুযায়ী পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানে "ইসলামি প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান' রাষ্ট্রের ইসলামি আদর্শ সংরক্ষণ, একজন মুসলিমকে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাখা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পাকিস্তানের মুসলমানদের জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করার" মুচলেকা দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৭ সালের ১১ জুন গণপরিষদে দেওয়া বক্তব্যে পাকিস্তানের বৈশিষ্ট কেমন হবে সে সম্পর্কে বলেছিলেন: 'রাষ্ট্রের কার্যক্রমের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।'

ধর্মের নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও জিন্নাহ পাকিস্তানকে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাননি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা ক্ষমতায় টিকে থাকার সহজ উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন ইসলামকে। পাকিস্তান এখন ধর্মীয় রাষ্ট্রও নয়, ধর্মনিরপেক্ষও নয়। পাশের দেশ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, যা প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের নিরাপত্তা দেবে, অন্যদের ক্ষতি করে কোনো একটি ধর্মকে বিশেষ সুবিধা দেবে না এবং কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করবে না। সেই নেহরুও নেই, নেহরুর ভারতও নেই। উপমহাদেশের তিনটি দেশেই এখন ধর্ম ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জনতুষ্টির মোক্ষম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদাররাই ধর্মকে অধিক ব্যবহার করছে।

পেনসিলভানিয়ায় ফুড ডেলিভারির

(প্রথম পাতার পর)

নাম মো. মাহফুজুল হক (৪৩)। তিনি অনলাইন খাবার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ডোরড্যাশে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনাকে পরিকল্পিত হামলা হিসেবে তদন্ত করছে ফিলাডেলফিয়া পুলিশ। মঙ্গলবার ৭ জুলাই রাত প্রায় সাড়ে ৯টার দিকে সাউথওয়েস্ট ফিলাডেলফিয়ার কিংসেসিং এলাকার সাউথ ইথান স্ট্রিটের ১০০০ ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। জরুরি সেবায় ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাহফুজুল হককে তার গাড়ির পাশে মাথার পেছনে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে তাকে দ্রুত পেন প্রেসবাইটেরিয়ান মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থল থেকে একটি ডোরড্যাশের খাবার সরবরাহের ব্যাগ, একাধিক মোবাইল ফোন এবং রাইফেলের দুটি ব্যবহৃত গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। আলামতগুলো পরীক্ষা করে হত্যাকাণ্ডের কারণ উদঘাটনের চেষ্টা চলছে।

তদন্তে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, যে ঠিকানায় মাহফুজুল হক খাবার পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন, সেই বাড়ির বাসিন্দারা কোনো ডোরড্যাশ অর্ডারই করেননি। এ কারণে তদন্তকারীদের ধারণা, ভুয়া অর্ডারের মাধ্যমে তাকে নির্দিষ্ট স্থানে ডেকে এনে হামলা চালানো হয়ে থাকতে পারে। ফিলাডেলফিয়া পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় অন্তত তিনজন মুখোশধারী সন্দেহভাজন জড়িত থাকতে পারে। তাদের সবার পরনে ছিল গাঢ় রঙের পোশাক। আশপাশের বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে তাদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। তবে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ডোরড্যাশ এক বিবৃতিতে নিহত বাংলাদেশি চালকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তারা নিহতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে এবং ঘটনার তদন্তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। এদিকে, প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতেও এ হত্যাকাণ্ডে শোক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। জীবিকার তাগিদে রাতের বেলায় কাজ করা ডেলিভারি চালকদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। কমিউনিটি নেতারা দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ঘটনার বিষয়ে কারও কাছে কোনো তথ্য থাকলে দ্রুত ফিলাডেলফিয়া পুলিশ বা ক্রাইম স্টপার্সে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তথ্যদাতার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।

৯৬ দেশের সেরাদের মাঝে জুয়েলের অনন্য স্বীকৃতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশি গবেষক ড. রাসেল মাহমুদ জুয়েল যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষায় নতুন এক গৌরব অর্জন করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়েস্টক্লিফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ব্যবসা প্রশাসনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। একই সঙ্গে বিশ্বের ৯৬টি দেশের ৬৬১ জন স্নাতকের মধ্য থেকে এ বছরের সম্মানজনক ড. জন লি লিগ্যাসি অব লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।ড. রাসেল মাহমুদ জুয়েল ক্যালিফোর্নিয়ার বাংলাদেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সভাপতি। তার এই অর্জন প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্যও গর্বের নতুন উপলক্ষ হয়ে উঠেছে।পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আগে ওয়েস্টক্লিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ড. অ্যান্থনি লি ড. জুয়েলের শিক্ষাজীবনের সাফল্য, গবেষণায় অবদান, নেতৃত্বের দক্ষতা এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি উপস্থিত সবার সামনে তুলে ধরেন, কেন ড. রাসেল মাহমুদ জুয়েলকে এ বছরের এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

সম্মাননা পাওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে ড. জুয়েল বলেন, তিনি সত্যিই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এমন সম্মান পাওয়ার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।তিনি জানান, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তা ও শিক্ষকরা তার সঙ্গে ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই মুহূর্তেই তিনি উপলব্ধি করেন, দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্মত্যাগ সার্থক হয়েছে।চাঁদপুরের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা ড. রাসেল মাহমুদ জুয়েলের পথচলা সহজ ছিল না। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি বাংলাদেশে তিনটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর বাংলাদেশ কাস্টমসে টানা আট বছর দায়িত্ব পালন করেন। উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণে ২০২২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ডক্টরাল গবেষণায় ড. জুয়েল সরকারি খাতে, বিশেষ করে কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি নতুন মডেল উদ্ভাবন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় তার এই গবেষণাকেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।ব্যক্তিগত অধ্যবসায়, গবেষণায় নতুন চিন্তা এবং নেতৃত্বের গুণাবলীর স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই সম্মান অর্জন করলেন বাংলাদেশি গবেষক ড. রাসেল মাহমুদ জুয়েল। তার এই সাফল্য দেশের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্যও গর্বের একটি অধ্যায় হয়ে থাকবে।

বিদেশিদের জন্য ভিসানীতি সহজ করছে বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

হয়। খসড়াটি আরও পরিমার্জন এবং কার্যকর কাঠামো তৈরির জন্য অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, নতুন নীতির লক্ষ্য শুধু বিদেশিদের ভিসা দেওয়া নয়, বরং বিদেশি বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পর্যটন, আতিথেয়তা খাত, দক্ষ মানবসম্পদ এবং প্রযুক্তি ও জ্ঞান স্থানান্তরের জন্য একটি আধুনিক অভিবাসন কাঠামো গড়ে তোলা। একইসঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা, কূটনৈতিক ভারসাম্য এবং পারস্পরিকতার নীতিও বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে খসড়া নীতিমালায়। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি জানিয়েছেন, ২০০৬ সালের পর প্রায় ২০ বছর পর নতুন করে ভিসানীতি করা হচ্ছে। পুরোনো ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরও ভিসা পেতে দেরি হতো। নতুন নীতির মাধ্যমে বিদেশিদের দ্রুত বাংলাদেশে আসার সুযোগ তৈরি করতে চায় সরকার, যাতে বিনিয়োগ ও ব্যবসা বাড়ে। তিনি জানান, আগে ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিকতার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেত। অর্থাৎ অন্যদেশ বাংলাদেশিদের যে মেয়াদের বা যে ধরনের ভিসা দিত, বাংলাদেশও অনেক ক্ষেত্রে সেই কাঠামো অনুসরণ করত। এখন সরকার অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় বিনিয়োগবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি নিতে চায়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের ভাষ্য, বিদেশ থেকে যত বেশি বিনিয়োগ আসবে, দেশের অর্থনীতির জন্য ততই ভালো। নতুন খসড়ায় ৩৪ ধরনের ভিসা ক্যাটাগরি রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, কূটনীতিক, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, জাহাজ ও বিমানের ক্রু, উন্নয়ন সহযোগী, বিদেশি কর্মী, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, এনজিওকর্মী, মানবিক সহায়তাকর্মী, খেলোয়াড় ও সাংস্কৃতিক কর্মী, গবেষক, শিক্ষার্থী, পর্যটক, ট্রানজিট যাত্রী, চিকিৎসাপ্রার্থী, রোগীর সহকারী এবং ধর্মীয় সফরকারীদের জন্য পৃথক ক্যাটাগরি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভিসানীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি হলো ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। খসড়ায় 'বি' বা ব্যবসা ভিসার আওতায় আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা যাচাই, বোর্ড বা কারিগরি বৈঠক, বাণিজ্য মেলা, পণ্যমান যাচাই, ক্রয়-বিক্রয় আলোচনা এবং শ্রমিক নিয়োগসংক্রান্ত কাজে আসতে পারবেন। এ ভিসা প্রথম দফায় এক বছর পর্যন্ত একাধিকবার প্রবেশের সুযোগসহ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে প্রতিবার অবস্থানের সীমা থাকবে ৯০ দিন। পরে নির্দিষ্ট শর্তে এর মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য 'পিআই' বা প্রাইভেট ইনভেস্টর ভিসার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। খসড়া অনুযায়ী, শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে একক বিদেশি মালিকানা কিংবা যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগকারী ব্যক্তিরা এ ভিসা পাবেন। প্রথম দফায় এক বছর পর্যন্ত একাধিকবার প্রবেশের সুযোগ থাকবে। বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা ও কাজের অনুমতির ভিত্তিতে এটি পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। কমপক্ষে ৫০ লাখ মার্কিন ডলারের বিনিয়োগে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে 'নো ভিসা রিকোয়ার্ড' সুবিধা দেওয়ার কথাও খসড়ায় উল্লেখ আছে। বিদেশি দক্ষ কর্মী, পরামর্শক ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রেও আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস, শাখা বা লিয়াজোঁ অফিস, পিপিপি প্রকল্প এবং বিদেশি বিনিয়োগভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের জন্য 'ই-টু' ক্যাটাগরির ভিসা রাখা হয়েছে। এ ধরনের ভিসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুপারিশ ও কাজের অনুমতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। খসড়ায় বলা হয়েছে, কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রবেশকারী কিছু ভিসাধারীকে দেশে আসার ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজের অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। অন্যদিকে, ব্যবসা, পর্যটন, গবেষণা, শিক্ষা বা পারিবারিক ভিসার অনেক ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান নিষিদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ সরকার একদিকে বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও বিনিয়োগকারীদের জন্য পথ সহজ করতে চাইলেও, অন্যদিকে সাধারণ ভিসা ব্যবহার করে অননুমোদিত কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত রাখতে চাইছে। পর্যটন খাতেও নতুন নীতির সম্ভাব্য প্রভাব রয়েছে। পর্যটক ভিসায় বিনোদন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা, সম্মেলন, সেমিনার, কর্মশালা ও স্টাডি ট্যুরের জন্য বাংলাদেশে আসার সুযোগ থাকবে। খসড়ায় পর্যটক ভিসার মেয়াদ সর্বোচ্চ তিন মাস পর্যন্ত রাখার কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের নাগরিকদের জন্য বিনিয়োগ, ব্যবসা বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে ৩০ দিনের ভিসা অন অ্যারাইভালের সুযোগ রাখার প্রস্তাব রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে হোটেল বুকিং, ফেরত টিকিট, আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করা হবে। বিদেশি সাংবাদিকদের জন্যও আলাদা ক্যাটাগরি রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, নির্বাচন পর্যবেক্ষক বা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের জন্য সাংবাদিক ভিসার ব্যবস্থা থাকবে। তবে শুটিং, সরঞ্জাম ব্যবহার, কাজের ধরন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের মতো বিষয়গুলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে। নতুন নীতির আরেকটি আলোচিত দিক ই-ভিসা ব্যবস্থা। খসড়ায় বলা হয়েছে, বর্তমানে মেশিন রিডেবল ভিসা বাধ্যতামূলক থাকবে। তবে ভবিষ্যতে কম্পিউটারভিত্তিক বা ইলেকট্রনিক ভিসা ব্যবস্থা চালু হলে ভিসা নম্বর ও পুরো প্রক্রিয়া সফটওয়্যারভিত্তিক কোডে পরিচালিত হবে। তবে ই-ভিসা এখনই পুরোপুরি চালু হচ্ছে না। কিন্তু প্রস্তাবিত নীতিমালা ভবিষ্যৎ ডিজিটাল ভিসা কাঠামো তৈরির ভিত্তি তৈরি করছে। খসড়ায় নিরাপত্তা যাচাইয়ের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভিসা ও অভিবাসনসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করবে। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বাংলাদেশে ভিসা, নো ভিসা রিকোয়ার্ড, ভিসা অন অ্যারাইভাল, ট্রানজিট ভিসা, এক্সিট পাস এবং ভিসার ক্যাটাগরি পরিবর্তনের দায়িত্বে থাকবে।

অন্যদিকে, বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলো ভিসা ইস্যু করবে। প্রয়োজন হলে নিরাপত্তা সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামতও নেওয়া হবে। তবে নতুন ভিসানীতির বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হবে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়। বিনিয়োগকারীর জন্য দ্রুত ভিসার ব্যবস্থা করা হলেও কাজের অনুমতি, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, কর নিবন্ধন, বিমানবন্দর ও বন্দর ইমিগ্রেশন এবং সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় না থাকলে নীতিটির সম্ভাব্য সুবিধা সীমিত হয়ে যেতে পারে। সংশ্লিষ্টদের মতে, দ্রুততর ভিসা প্রক্রিয়ার সঙ্গে শক্তিশালী ডিজিটাল যাচাই, তথ্যভান্ডার বিনিময় এবং জবাবদিহিমূলক সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা গেলে নতুন ভিসানীতি দেশের বিনিয়োগ ও পর্যটন কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা ফয়সল হাসান বলেন, ২ জুলাইয়ের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে খসড়াটি পরিমার্জনের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মতামত এবং পরবর্তী সরকারি সিদ্ধান্তের পর নতুন ভিসানীতির চূড়ান্ত কাঠামো নির্ধারিত হবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

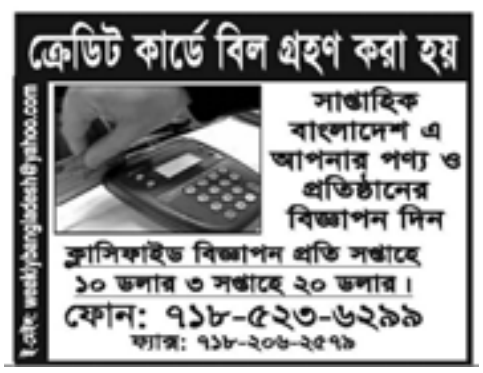

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিদেশ থেকে লাশ হয়ে ফিরছেন প্রবাসীরা

(প্রথম পাতার পর)

বের হয়ে অনেকে শিকার হন দুর্ঘটনার। ঘটছে প্রাণহানিও। দিনদিন বিদেশের মাটিতে সিলেটি প্রবাসীর লাশের সারি যেন দীর্ঘই হচ্ছে। গেল দুই সপ্তাহে দুর্ঘটনায় সিলেটের অন্তত ৯ যুবক প্রবাসে প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁরা একমাত্র উপার্জনক্ষম হওয়ায় দেশে থাকা পরিবারগুলো হয়ে পড়েছে দিশাহারা। স্বজন হারানো ব্যথা বুকে চেপে রেখে এখন সরকারি সহায়তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ২১ জুন কাতারের শাহানিয়া এলাকায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার পাঁচ যুবক প্রাণ হারান। কাজে যাওয়ার সময় তাঁদের গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়। নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার ঝিংগাবাড়ী ইউনিয়নের আমরপুরের মৃত আবদুন নূরের ছেলে জিবাল উদ্দিন, মাঝতালুকের সিরাজ উদ্দিনের ছেলে জসিম উদ্দিন, আগতালুকের সেলিম আহমদের ছেলে মস্তাক আহমদ, মৃত মড়া মিয়ার ছেলে জুবায়ের আহমদ এবং দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়নের নিজ গাছবাড়ীর বাহার উদ্দিনের ছেলে কাদির আহমদ। ৩০ জুন তাঁদের লাশ দেশে আসে। এ সময় পরিবার ও স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে ওসমানী বিমানবন্দরের পরিবেশ।

স্থানীয় সূত্র জানান, পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে চার বছর আগে কাতারে পাড়ি জমিয়েছিলেন কাদির আহমদ। আগামী মাসে তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার শিকার হয়ে দেশে ফিরেছে লাশ। অন্যদিকে মাত্র দুই মাস আগে ছুটি কাটিয়ে কাতারে ফিরেছিলেন জুবায়ের আহমদ। প্রায় এক যুগ আগে সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর বাবা মড়া মিয়াও নিহত হয়েছিলেন। বাবার মতো প্রবাসের মাটিতে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান জুবায়ের। জুবায়েরের বোনজামাই নাজমুল ইসলাম জানান, পরিবারটি আগেও অসহায় ছিল, এখন আরও অসহায় হয়ে পড়েছে। ঋণ করে জুবায়ের বাড়িতে ঘর তৈরি করেছিলেন। মনে করেছিলেন বিদেশ গিয়ে ঋণ পরিশোধ করবেন। কিন্তু এখন ঋণ পরিশোধ করা দূরের কথা, পরিবারে কোনো উপার্জনক্ষম ব্যক্তিই অবশিষ্ট রইল না।

সমুদ্রপথে ইতালিতে পৌঁছানোর শীর্ষে বাংলাদেশি অভিবাসীরা : চলতি বছরের জুন মাসে সমুদ্রপথে ইতালিতে পৌঁছেছেন প্রায় ২ হাজার ৮০০ অভিবাসী। ২০২৬ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ১৪ হাজার ৩৮৮ জন সমুদ্রপথে ইতালিতে পৌঁছেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গেছেন বাংলাদেশ থেকে। এরপর আছে সোমালিয়াসহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ। এশিয়া থেকে বাংলাদেশিদের পর আছে পাকিস্তানিরা। তবে গত দুই বছরের একই সময়ের তুলনায় সমুদ্রপথে ইতালিতে পৌঁছানো অভিবাসীর মোট সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০২৫ সালের একই সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা ৩০ শতাংশ কম। দেশভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরও সমুদ্রপথে ইতালিতে পৌঁছানো অভিবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশির সংখ্যাই শীর্ষে রয়েছে। এই সময়ে ৪ হাজার ৩১৪ জন বাংলাদেশি ইতালিতে পৌঁছেছেন, যা মোট আগত অভিবাসীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

বাংলাদেশের পর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সোমালিয়া (১,৭০২ জন)। এরপর রয়েছে সুদান (১,৩৭১), পাকিস্তান (১,১৮৫), আলজেরিয়া (১,১০৬), মিশর (৯৩৬), ইরিত্রিয়া (৬৬২), টিউনিশিয়া (৬২৬), মালি (৩১০), নাইজেরিয়া (২৯১), আইভরি কোস্ট (২১৬), ইথিওপিয়া (১৯৯), ইরান (১৮৩), দক্ষিণ সুদান (১৮০) এবং গিনি (১৭৯)। এছাড়া বিভিন্ন দেশের আরো ১ হাজার ১৬৩ জন অভিবাসী রয়েছেন, যাদের মধ্যে পরিচয় শনাক্তকরণের প্রক্রিয়ায় থাকা ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত ইতালিতে পৌঁছেছিলেন ৩১ হাজার ৪৩০ জন অভিবাসী। ২০২৪ সালের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার ৬৬৪ জন। সেখানে চলতি বছরের একই সময়ে পৌঁছেছেন ১৪ হাজার ৬২৩ জন; যা ২০২৫ সালের তুলনায় প্রায় ৫৩ শতাংশ এবং ২০২৪ সালের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ কম। মাসভিত্তিক পরিসংখ্যানেও দেখা যায়, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত প্রতি মাসেই মোট অভিবাসীর সংখ্যা আগের দুই বছরের তুলনায় কম ছিল। জানুয়ারিতে ১ হাজার ৪৫৭, ফেব্রুয়ারিতে ২ হাজার ৫১০, মার্চে ২ হাজার ১৫০, এপ্রিলে ২ হাজার ৪৫৯, মে মাসে ৩ হাজার ৫৪ এবং জুনে ২ হাজার ৭৫৮ জন সমুদ্রপথে ইতালিতে পৌঁছেছেন। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এসব তথ্য ৭ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত নথিভুক্ত সমুদ্রপথে আগমনের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে যাচাই-বাছাই শেষে পরিসংখ্যানে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

বিদেশের কারাগারে অনিয়মিত প্রবাসীদের অমানবিক জীবন

তীব্র শীতের মধ্যেও সেলের বড় বড় এসি হাই-স্পিডে চালিয়ে রাখত। শীতে শরীর জমে যেত। একটু কম্বল বা কাপড়ের জন্য মিনতি করতে গেলে পুলিশ উল্টো এসে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে যেত'- এভাবেই বন্দিজীবনে নিজের অসহায়ত্বের কথা বলছিলেন সৌদি আরবের জেলে ২৯ দিন কাটানো ২৭ বছর বয়সী তরুণ মহিবুল ইসলাম। শুধু মহিবুল ইসলামই নন, অবৈধভাবে বিভিন্ন দেশে গিয়ে আটক বাংলাদেশীদের অনেকেরই জীবনের গল্পটা একই রকম। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ার আটক কেন্দ্রগুলোয় দৈনিক মাত্র দেড় লিটার পানি সরবরাহ, দুই-তিনদিনে একবার গোসল, খাবার ও চিকিৎসার তীব্র সংকটসহ চরম অবমাননার শিকার হচ্ছেন বাংলাদেশীরা। সৌদি আরব, ইরাক, মালয়েশিয়া, লিবিয়া ও ইতালিতে বন্দি অনিয়মিত বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকের ওপর চালানো গবেষণায় উঠে এসেছে প্রবাসীদের কারাজীবনের এমন চিত্র। আন্তর্জাতিক জার্নাল 'ডিসকভার সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হেলথ'-এ প্রকাশিত 'ভালনারেবিলিটি অব ইরেগুলার বাংলাদেশী মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ইন ফরেন ডিটেনশন সেটিংস' শীর্ষক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। বিদেশের মাটিতে ভাগ্য বদলের আশায় যাওয়া হাজারো বাংলাদেশী অনিয়মিত অভিবাসীর শেষ ঠিকানা হয় ডিটেনশন সেন্টার কিংবা কারাগার। ওয়ার্ক পারমিট না থাকা, স্পন্সর বা কফিলের অধীনে কাজ না করে অন্যত্র কর্মসংস্থান, কাগজপত্রের জটিলতা কিংবা অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো কারণে তারা আটক হন। ইউরোপে অনিয়মিতভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশীর সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনিয়মিত অভিবাসনের এ প্রবণতা শুধু বাংলাদেশীদের কারাবন্দি হওয়ার ঝুঁকিই বাড়াচ্ছে না, আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন করছে। একই সঙ্গে বৈধ ভিসা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বিদেশে যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশীরাও অনেক ক্ষেত্রে কঠোর যাচাই-বাছাই, দীর্ঘসূত্রতা, অতিরিক্ত কাগজপত্রের চাহিদা এবং ভিসা প্রক্রিয়ায় নানা বিড়ম্বনার মুখে পড়ছেন।

গত বছরের এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি হিসাবে, বিদেশের কারাগারে বন্দি আছেন ১১ হাজার ৬২২ বাংলাদেশী। অবৈধ অভিবাসন, মাদক ও মারামারির মতো আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে তারা কারাগারে। জানা গেছে, বিশ্বের ১৯টি দেশের কারাগারে বাংলাদেশীরা বন্দি আছেন। এর মধ্যে সৌদি আরবেই তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, প্রায় আট হাজার। মালয়েশিয়ায় আটক ১ হাজার ২৬ জন। এছাড়া দুবাইয়ে ৮৯৬ ও ওমানে ৪৪৪ জন কারাবাস করছেন। গবেষণায় উঠে এসেছে বন্দিদের ওপর চলা তীব্র খাদ্য সংকট ও শারীরিক নির্যাতন। মালয়েশিয়ার কারাগারে খাবারের কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি না থাকায় তীব্র অপুষ্টিতে অভিবাসীর ওজন সাত কেজি পর্যন্ত কমে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ার কারাগারে দেয়া অপর্যাপ্ত খাবার আর নির্যাতন ছিল অভিবাসীদের প্রতিদিনকার বাস্তবতা। সৌদি আরবের ডিটেনশন সেন্টারে দুই মাস বন্দি থাকা প্রবাসফেরত মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'পুলিশ অফিসাররা আমাদের মানুষ মনে করত না। বিড়ালের খাবারের চেয়েও কম খাবার দিত। ২৪ ঘণ্টা ক্ষুধায় কাটাতাম। এটুকু খাবার খেয়ে কীভাবে দুই মাস জেলে থাকলাম সে কথা ভাবতেই গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়।' মালয়েশিয়ার কারাগারে খাবারের কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি ছিল না। দেশটির কারাগার থেকে ফেরত আসা ভুক্তভোগী রাহাত হোসেন বলেন, 'খাবারের কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। কোনো দিন সকালের নাশতাই দিত না, আবার কোনো দিন মাঝরাতে এনে খাবার দিত। খাবার বলতে শুধু এক দলা সেদ্ধ ভাত আর এক টুকরো গন্ধযুক্ত বাসি মাছ। মসলা বা লবণের কোনো বালাই ছিল না। ক্ষুধা মেটানোর জন্য বাধ্য হয়ে গিলে খেতাম।'

অন্যদিকে ইরাক ও লিবিয়ার কারাগারে মারধর ও মানসিক নির্যাতন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। ইরাকে জেল খাটা ৪২ বছর বয়সী মো. সোহরাব মিয়া (ছদ্মনাম) বলেন, 'একদিন ফজরের নামাজ

শেষে কোনো কারণ ছাড়াই একজন পুলিশ মোটা লাঠি দিয়ে সবাইকে ১০ মিনিট ধরে পেটায়। পরে জানা যায়, ওই পুলিশটি মাতাল ছিল।' লিবিয়ার ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফেরা প্রবাসী সৈকত (ছদ্মনাম) তার অভিজ্ঞতার কথা জানান। তিনি বলেন, 'তারা আমাদের মানুষই মনে করত না, গালিগালাজ করত। সামান্য একটু নড়াচড়া বা কথা বলার আওয়াজ পেলেই চাবুক আর লাঠি দিয়ে সমানে মার শুরু করত। পিঠে চাবুকের সেই দাগগুলো এখনো মাঝে মাঝে রাতে ব্যথায় টনটন করে ওঠে।' ভুক্তভোগীরা জানান, কারাগারগুলোর ভেতরের পরিবেশও মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিপূর্ণ। সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রতিদিন শত শত মানুষকে একই কক্ষে গাদাগাদি করে ঠেলে দেয়া হতো, যেখানে ঘুমানোর জায়গা তো ছিলই না, উল্টো টয়লেটের দুর্গন্ধ ও দূষণে পুরো সেল ভরে থাকত। কারাগারে প্রবেশের প্রথম দিনেই চুল কামিয়ে দিয়ে শুধু একটি হাফপ্যান্ট পরতে বাধ্য করা হতো। শীতের দিনে কোনো গরম কাপড় দেয়া হতো না, উল্টো কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে হাই-স্পিডে এসি চালিয়ে রাখত এবং প্রতিবাদ করলে জুটত মারধর। তীব্র শীত থেকে বাঁচতে প্রবাসীরা পলিথিন ব্যাগ দিয়ে শরীর মুড়িয়ে রাখতেন এবং বালিশ না থাকায় প্লাস্টিকের পানির বোতল মাথার নিচে দিয়ে রাত পার করতেন। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপুষ্টি ও পানির তীব্র সংকটে কারাবন্দিরা প্রায়ই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। লিবিয়া, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবে চিকিৎসার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। অন্তত ১১ জন ভুক্তভোগী জানান, কারাগারে তাদের নূনতম স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়নি। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের কারাগারগুলোয় দৈনিক মাত্র দেড় লিটার পানি সরবরাহ করা হতো, যা জাতিসংঘের ২০১০ সালের মৌলিক পানির অধিকারসংক্রান্ত রেজল্যুশনের পরিপন্থী। ফলে দুই-তিনদিনে একবার গোসল করার সুযোগ মেলায় বন্দিদের শরীরে ঘা ও ফোসকা তৈরি হতো। উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে কিংবা জমি বিক্রি করে বিদেশে যাওয়া এসব মানুষ আটক হওয়ার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবের আটক কেন্দ্রে বন্দিরা যে মাত্রার খাদ্য সংকট, নির্যাতন ও মৌলিক সুবিধার অভাবের মুখোমুখি হন, সে তুলনায় ইতালির আটক কেন্দ্রগুলোয় অমানবিক পরিস্থিতির মাত্রা তুলনামূলক কম ছিল। ইরাক ও লিবিয়ায় নির্যাতনের অভিযোগ থাকলেও সামগ্রিক দিক থেকে পরিস্থিতি মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবের মতো এতটা নাজুক ছিল না। জেলে বন্দি প্রবাসীদের মানবিক বিপর্যয় রোধে দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করা জরুরি বলে মনে করেন অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা তাসনিম সিদ্দিকী। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে আইনি ও কনসুলার সহায়তা আরো জোরদার করতে হবে। প্রবাসীদের ওপর পৈশাচিক আচরণ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অনিয়মিত অভিবাসনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে সচেতনতা তৈরি, ফেরত আসা কর্মীদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে ডিটেনশন সেন্টারগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।' ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মো. আসাদুজ্জামান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিদেশে বাংলাদেশের লেবার উইংয়ের মাধ্যমে কারাবন্দি কর্মীদের বিষয়ে খোঁজখবর রাখা হয় এবং প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনজীবী বা ল ফার্মের মাধ্যমে আইনি সহায়তাও দেয়া হয়। তবে এ সহায়তা মূলত বিএমইটিতে নিবন্ধিত কর্মীদের জন্য। অনিয়মিতভাবে বিদেশে যাওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তার সুযোগ তুলনামূলকভাবে সীমিত হলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদেরও সহযোগিতা করা হয়। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাও বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়ে থাকে।

ফাইলবন্দি বাংলাদেশের নতুন নাগরিকত্ব আইন

(প্রথম পাতার পর)

এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পুরনো আইন বদলে এই বিষয়ে নতুন আইন করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাংলাদেশে তা দীর্ঘ এক দশক ফাইলবন্দি হয়ে আছে। বছরের পর বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, ক্ষমতার পালাবদল ঘটছে, কিন্তু 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন'-এর খসড়াটি এখনো আলোর মুখ দেখেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৬ সালে যে আইনের খসড়া নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলে তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, গত কয়েক বছরে তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য বা দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। অথচ একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক নাগরিকত্ব আইন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্রবাসীদের অধিকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অনেকে মনে করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে বাংলাদেশে নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় ১৯৫১ সালের 'নাগরিকত্ব আইন' এবং ১৯৭২ সালের 'বাংলাদেশ সিটিজেনশিপ টেম্পোরারি প্রভিশনস অর্ডার' এই দুটি আইনের ভিত্তিতে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই আইন দুটি অত্যন্ত পুরনো এবং অনেক ক্ষেত্রে জটিল। এই সংকট নিরসনে এবং আইন দুটিকে সমন্বয় করে একটি আধুনিক কাঠামো প্রদানের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন-২০১৬'-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়। ২০১৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই খসড়াটির নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। সে সময় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, দ্রুতই এটি চূড়ান্ত করা হবে। এরপর প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই বা 'ভেটিং'-এর জন্য আইনটি পাঠানো হয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর পর হতে চললেও সেই ভেটিংপ্রক্রিয়া শেষ করে খসড়াটি আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফেরত আসেনি বলে জানা গেছে।

সূত্র মতে, ২০১৭ সালের ২ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের মধ্যে এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০১৮ সালের ৭ মে ৩৩৪ নম্বর পত্রের মাধ্যমে ফাইলটি ফের আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে পাঠানো হয়। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত ফাইলটি সেখানে 'পেন্ডিং' বা অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আইনটির বর্তমান অবস্থা সেই আগের মতোই স্থবির। প্রস্তাবিত এই আইনে মোট ছয়টি অধ্যায় এবং ২৮টি ধারা রয়েছে। এতে নাগরিকত্ব অর্জন, নাগরিকত্ব পাওয়ার অযোগ্যতা এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই আইনের অন্যতম দিক হলো প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য 'দ্বৈত নাগরিকত্ব' লাভের সুযোগ আরো বিস্তৃত করা। প্রস্তাবিত খসড়া আইনে বলা হয়েছে, সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু নিষিদ্ধ রাষ্ট্র বাদে বিশ্বের যেকোনো দেশের (যাদের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে) প্রবাসী বাংলাদেশিরা দ্বৈত নাগরিকত্বের সুযোগ পাবেন। তবে দ্বৈত নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কড়া বিধি-নিষেধও রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত খসড়ায়। যেমন যদি কোনো ব্যক্তি বিচারক, জাতীয় সংসদ সদস্য বা কোনো সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তবে তিনি দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না। এ ছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বা প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কোনো সরকারি পদে নিয়োজিত থাকা অবস্থায়ও দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ থাকবে না। দ্বৈত নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছে। তাঁরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এমনকি স্থানীয় সরকার নির্বাচন বা কোনো রাজনৈতিক দল করারও সুযোগ তাঁদের থাকবে না। বিদেশি কোনো নাগরিক বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করলেও তিনি দেশের গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশাসনিক পদ বা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। খসড়া আইনে সামাজিক উন্নয়ন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, বিশ্বশান্তি, মানব উন্নয়ন বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা বিদেশি নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশের 'সম্মানসূচক নাগরিকত্ব' প্রদানের বিধান রয়েছে। এ ছাড়া বৈবাহিক সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার নিয়মও কিছুটা কড়াকড়ি করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, কোনো বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশি কাউকে বিয়ে করলে তাঁকে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার আগে কমপক্ষে পাঁচ বছর বাংলাদেশে বসবাস করতে হবে। নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে কিছু অযোগ্যতার কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আনুগত্য প্রকাশ করেন, বিদেশি বাহিনীতে যোগ দেন কিংবা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত কোনো দেশকে সহায়তা করেন, তবে তিনি নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য হবেন না। এ ছাড়া বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী অনুপ্রবেশকারীরাও এই আইনের আওতায় কোনো সুযোগ পাবেন না। নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কেউ অসত্য বা বিকৃত তথ্য প্রদান করেন কিংবা তথ্য গোপন করেন, তবে তাঁকে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এ ধরনের অপরাধের জন্য এক লাখ টাকা জরিমানা অথবা সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি প্রয়োজনে এই জরিমানার পরিমাণ আরো বাড়ানোর ক্ষমতা আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটির কাছে থাকবে। এ বিষয়ে বিশেষ জজ আদালত-৩-এর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. জামাল উদ্দিন খন্দকার বলেন, 'নাগরিকত্ব আইন কেবল একটি প্রশাসনিক দলিল নয়, এটি একটি দেশের নাগরিক সুরক্ষার মূল রক্ষাকবচ। একটি রাষ্ট্র কিভাবে তার জনসমষ্টিকে সংজ্ঞায়িত করবে এবং কার অধিকার কতটুকু হবে, তা এই আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।' তিনি আরো যোগ করেন, '২০১৬ সাল থেকে আইনটি পেন্ডিং থাকা অনভিপ্রেত। বর্তমান বিশ্ব ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নাগরিকত্বের সংজ্ঞা ও সুযোগ-সুবিধা আরো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমি আশা করি, নতুন সরকার এই আইনের গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত এটি চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেবে। এটি চূড়ান্ত হলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আরো সুসংহত হবে।'

আর্জেন্টিনার ইতিহাস, মেসির রেকর্ড-সংখ্যাতেই লেখা অবিশ্বাস্য এক দিন

স্পোর্টস ডেস্ক : একটা ম্যাচ বদলে যেতে কত সময় লাগে? কত সময়ের মধ্যে গল্প হঠাৎ নিজের স্ক্রিপ্ট ছিঁড়ে নতুন কাহিনি লিখে ফেলে? এই ম্যাচে সেই উত্তর–১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড। ঘড়িতে তখন ম্যাচের ৭৯ মিনিট। স্কোরবোর্ডে মিসর ২, আর্জেন্টিনা ০। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা তখন বিদায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে, কড়া নাড়ছে বিশ্বকাপের এক নিষ্ঠুরতম অঘটন। তারপর মাত্র ১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে ভোজবাজির মতো বদলে গেল সব হিসাব। ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর হেড, লিওনেল মেসির সমতাসূচক শট, আর যোগ করা সময়ে এনজো ফার্নান্দেজের নিঃশব্দ ঘাতকী হেডড্রতিনটা গোল, তিন রকম আবেগ, একটাই ফল। আর্জেন্টিনা ৩, মিসর ২। অথচ আটলান্টা স্টেডিয়ামে শুরুটা কিন্তু অন্য গল্পের ইঙ্গিত দিয়েছিল। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে নিজের চৌদ্দতম ম্যাচ খেলতে নেমে মেসি মিরোস্লাভ ক্লোজার রেকর্ড ছুঁলেন। কিন্তু রেকর্ডের আনন্দ মিলিয়ে যেতে সময় লাগল না। ১৫ মিনিটেই আর্জেন্টিনার রক্ষণ যেন ঘুমিয়ে পড়ল একলহমায়! কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে লিসান্দ্রো মার্তিনেজকে টপকে শূন্যে উঠলেন ইয়াসের ইব্রাহিম, মাথা ছুঁইয়ে বল জড়ালেন জালে। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিপক্ষে হারের পর এই প্রথম প্রথমার্ধে গোল হজম করল আর্জেন্টিনা। চার মিনিট বাদে সুযোগ এল শোধ তোলার। বক্সে তালিয়াফিকো ফাউলের শিকার, পেনাল্টি। বল বসল মেসির পায়ে। যিনি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা, তাঁর জন্য তো সহজতম কাজ হওয়ার কথা এটি। যে পায়ে বল আঠার মতো লেগে থাকে, সেই পা-ই মাঝেমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে।

শট গেল গোলরক্ষকের বাঁ দিকে, আর মোস্তফা শোবের ঠিক সেদিকেই ঝাঁপালেন। বিশ্বকাপে আটটির মধ্যে চারটি পেনাল্টি মিসড্রএক আসরে দুটো মিস করা প্রথম ফুটবলার হয়ে রইলেন মেসি। আকাশের দিকে তাকালেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক, যে দৃশ্যটাও মনে করিয়ে দেয়, দেবতারা কখনো কখনো মানুষ হয়ে যান। তারপরও আর্জেন্টিনা চেষ্টা কম করেনি। ম্যাক আলিস্টারের হেড লক্ষ্যে থাকল না, মেসির ফ্রি-কিক পোস্টে লেগে ফিরল, আলভারেজের প্রচেষ্টা রুখে দিলেন শোবের। দ্বিতীয়ার্ধে যেন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল মিসর। ৫৮ মিনিটে হাইসেম হাসানের কারিকুরি, মোহাম্মদ

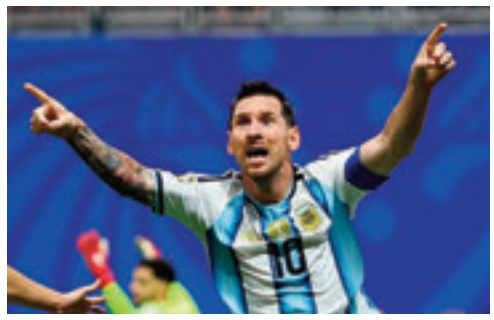

সালাহর পাস আর জিকোর ফিনিশড্রগোল হয়েও বাতিল হলো ভিএআরে, লিসান্দ্রো মার্তিনেজের ওপর ফাউলের কারণে। কিন্তু ওই বাতিল হওয়া গোলটাই যেন ছিল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। ঠিক ৯ মিনিট পর, পাল্টা আক্রমণে সালাহর পাস থেকে হাসান, আর হাসানের কাটব্যাক থেকে জিকো এবার আর ভুল করলেন না। মিসর ২-০। আটলান্টার গ্যালারিতে তখন লাল-সাদা পতাকার উৎসব, আর আর্জেন্টিনার বেঞ্চে নেমে আসে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা। অন্য যেকোনো দল হলে এখানেই গল্পটা থেমে যেতে পারত। কিন্তু মেসির আর্জেন্টিনা যেন থেমে যাওয়ার জন্য আসেনি বিশ্বকাপে। ৭৯ মিনিটে মেসির ক্রস থেকে ছয় গজ দূর থেকে হেডে ব্যবধান কমালেন ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, শোবেরের হাত ছুঁয়েও বল জালে জড়াল। ৪ মিনিট ১৮ সেকেন্ড বাদে, মন্তিয়েলের সাজানো বল ধরে প্রথম টাচেই মেসির শট। বার-পোস্টের নিচের দিক ছুঁয়ে বল জালেড়২-২। বিশ্বকাপে তাঁর ২১ নম্বর গোল, এই বিশ্বকাপের ৮ নম্বর। মেসির চোখেমুখে তখন সেই পুরোনো জেদ, যা পেনাল্টির লজ্জা মুছে দিয়ে নতুন করে লেখাচ্ছিল ম্যাচের শেষ পাতা। তারপরও ম্যাচ শেষ হয়নি। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আলভারেজের লম্বা বল খুঁজে নিল লাওতারো মার্তিনেজকে, ডান প্রান্ত ধরে সময় নিয়ে বাড়ানো ক্রসে হেডে জড়িয়ে দিলেন এনজো ফার্নান্দেজ। নিখুঁত এক জ্যামিতির মতো বল জালের কোণে গিয়ে ঠেকল। আর্জেন্টিনা ৩, মিসর ২। মিসর বিশ্বকাপ ইতিহাসের অন্যতম বড় অঘটনের এত কাছে গিয়েও ফিরে গেল খালি হাতে। আর আর্জেন্টিনা দেখাল, চ্যাম্পিয়নরা সব সময় ভালো খেলে জেতে না। কখনো কখনো তারা শুধু হারে না বলেই জিতে যায়। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতেই মেসির চোখে জল। সেই জল হারের নয়, সেই জল সেই বিশ্বাসের। যে বিশ্বাস বলে, চ্যাম্পিয়নরা কখনো হারতে হারতেও হারে না। তারা ম্যাচ ঠিক বের করে আনে। সময় লাগে ১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড।

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট
- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
21-83, Steinway St. Astoria, NY 11105

আল-মামুর স্কুল গ্রাজুয়েটদের সাফল্য উদযাপন

(শেষ পাতার পর)

জানানো হয়। অনুষ্ঠানে এমন শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যাদের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং ঈমান তাদেরকে সমাজ ও বিশ্বের জন্য অর্থবহ অবদান রাখার উপযুক্ত করে তুলেছে। গ্রেড ৮-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নাগরিক অধিকার ও নির্বাচন আইন বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট আলি নাজমি অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি সম্প্রতি তাঁকে মেয়রের বিচার বিভাগীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তিনি নিউইয়র্ক সিটির ফ্যামিলি কোর্ট, সিভিল কোর্ট এবং অন্তর্বর্তীকালীন ক্রিমিনাল কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের মূল্যায়ন ও সুপারিশকারী কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যা বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার এবং জনআস্থা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জনাব নাজমি শিক্ষার্থীদের সততা বজায় রেখে উৎকর্ষ বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি তাঁদের নিজস্ব মূল্যবোধে অটল থাকতে এবং সমাজের সেবায় শিক্ষা ও যোগ্যতাকে সহমর্মিতা ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে আল-মামুর স্কুল বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক সামি-উর-রব-ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি গ্রেড ৮-এর শিক্ষার্থীদের এই গুরুত্বপূর্ণ *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

ICNA
ISLAMIC CIRCLE of NORTH AMERICA
ICNA SUMMER SCHOOL
166 -26 89th Ave, Jamaica, NY 11432
July 6th - August 10th 2026
10:00 AM - 2:00 PM
Monday- Thursday
Boys & Girls
Ages 5 - 15
$10 Admission
Fees: $200
Our Curriculum includes:
Surah Memorization
Du'a Memorization
Arabic Writing
History includes Heroes of Islam for older kids & Stories of the Prophets for younger kids.
Salah
Arts and Crafts
Cooking class
For Inquiry:
ICNA Markas: (718) - 658 - 1199 ex 101 , 102
Sr. Faiza Hussaini
(631) -316 - 5387
Sr Zahida Naheed
(347)-283-8577

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

FUHAD HUSSAIN
CCO

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Brahmanbaria Community of North America Inc.

Annual Picnic 2026

DATE: 12TH JULY 2026 SUNDAY

LOCATION: WANTAGH PARK
1 King Rd, Wantagh, NY 11793
(Pavilion-Red Barn 1 & 2)

TIME 11 AM

সঙ্গীতে নাজু আখন্দ

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র
Walt Disney World, FL
১ম পুরস্কার: স্বর্ণালংকার সেট, ২য় পুরস্কার: রিটার্ন বিমান টিকেট
৩য় পুরস্কার: ৫৫ ইঞ্চি টিভি, আরো ৯টি আকর্ষণীয় পুরস্কার

গ্র্যান্ড স্পন্সর
এটর্নী মঈন চৌধুরী
ডাইরেক্টর, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশন

শাহীনুর রহমান সানি
বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী

স্পন্সর
- শাহ নেওয়াজ, এমবিএ — প্রেসিডেন্ট ও সিইও এনওয়াই ইনস্যুরেন্স
- হাকিম খান, বিশিস্ট ব্যবসায়ী, ম্যানহাটন
- বেলায়েত হোসেন বেলাল — বাংলা ট্রাভেলস, জ্যাকসন হাইটস
- আফরোজা আক্তার — সমাজসেবক
- রাজু আহমেদ মোবারক — বিশিস্ট সাহিত্যিক
- আমেনা আক্তার, সমাজসেবক
- জান্নাত ফার্নিচার ইনক — ১৬৫-১৯ হিলসাউড এভি, জ্যামাইকা
- মো: কে আহমেদ, বিশিস্ট রিয়েলেটর
- আখাউড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
- স্মার্ট টেক আইটি সল্যুশনস ইনক
- এ কে এম সফিক — ZVIS Furniture & Mattress, 180-03 Jamaica Ave, NY
- দেলোয়ার হোসেন শিপন — Farmers Insurance
- মোশাররফ চৌধুরী — মেহরান ট্যাক্স এন্ড ইমিগ্রেশন, ৭১৮-৬০০-৯৬২৫
- সোহাগ খান — বিশিস্ট রিয়েলেটর, ৯১৭-৭৭০-১৩৪১
- আবুল কালাম লিটন — সমাজসেবক
- মোহাম্মদ সাদেক আহমেদ — বিশিস্ট ব্যবসায়ী
- বিলকিস খানম, সমাজসেবক
- আরিফ উল্লাহ, ট্যাক্সি লিজ-৭১৮-৬০০-৩৪৭১
- ইসরাত বুটিক, অনলাইন ব্যবসায়ী
- মান্নান হালাল সুপার মার্কেট — জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

প্রধান অতিথি: **সহিদুর রহমান**, সাবেক সাংসদ

গেস্ট অব অনার: মোহাম্মদ সার ফরাজ, সিইও, ক্রিসপি ফ্রাইড চিকেন
গেস্ট অব অনার: গিয়াস উদ্দিন ভূইয়া, সিইও, প্রভিডেন্ট এসেট্‌স ইনক

চাঁদার হার
একক - ৬০ ডলার
স্বামী/স্ত্রী - ১০০ ডলার
পরিবার ১৫০ ডলার (৪ জন)
অতিরিক্ত জনপ্রতি ৪০ ডলার

বিশেষ অতিথি:
- হাজী আবু মুসা খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
- মো: আমির হোসেন কামাল, মার্কস হোম কেয়ার
- শফিউদ্দিন কামাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
- এমডি আলমগীর হোসেন, বিডি বডি রিপিয়ার এন্ড কলিশন

সুধী, আস্‌সালামু আলাইকুম।

আগামী ১২ জুলাই ২০২৬ রোজ রবিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা ইনক্‌ এর উদ্যোগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সবুজ ছায়াঘেরা, লেক পরিবেষ্টিত মনোরম পরিবেশে লং আইল্যান্ডের **Wantagh park**-এ বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজনে আপনি / আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত ।

আমন্ত্রণে

মো: রহিজ উদ্দিন
আহবায়ক
৩৪৭-৩৪৫-৫২৮৩

শাহীনুর রহমান সানী
যুগ্ম আহবায়ক, ৩৪৭-৪৮৪-৫৯০৪

রেজাউল হক মজুমদার (আরিফ)
যুগ্ম আহবায়ক, ৬৪৬-৩৯৯-৩৭২৩

মো: মারুফুল হক চৌধুরী
অর্থসচিব, ৬৪৬-৫৯২-৭৩৬৫

প্রফেসর নোয়াব মিয়া
প্রধান সমন্বয়কারী
৬৪৬-৬৪২-৭৭৯৫

আইয়ুব চৌধুরী হারুন
সমন্বয়কারী
৬৪৬২৬৪৮৫০৬

মোহাম্মদ শাহ্‌ মোয়াজ্জেম
সমন্বয়কারী
৩৪৭-৬৬৬-৭৫৬৫

মো: তুহিন মিয়া
সদস্য সচিব
৩৪৭-৯৪৪-৩৭৮৬

এমরান খান
যুগ্ম সদস্য সচিব, ৩৪৭-৮৩২-৭২৬২

মো: সাদেক আহম্মেদ
যুগ্ম সদস্য সচিব, ৬৩১-৫৫২-৯৫০২

মোহাম্মদ সুমন মিয়া
সহ অর্থসচিব, ৫১৬-৮২৮-০৬৪৫

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:
মো: আনার খাঁন, ৭১৮-৪০৬-৪০৮৩
মো: শফিকুল ইসলাম, ৯২৯-৭০৭-৪০৬৬
হুমায়ন কবির চৌধুরী, ৩৪৭-৫৩৮-৮৭৪৭
নাজির আহমেদ চৌধুরী, ৩৪৭-২৮৫-৪৯১০
মনিরুল হক মিঠু, ৩৪৭-৬১২-৯৫৫২
নাদের আহমেদ আইয়ুব, ৬৪৬-৪২০-৮৭৮২
শফিকুল ইসলাম (রানা), ৩৪৭-৩৪৮-২২৭৭
প্রফেসর ইফতেখারুল ইসলাম খান, ৭১৮-২০৭-৪০২৩
মো: এনামুল হক ভূঁইয়া, ৩৪৭-৮৯১-৭৭০৬
বজলুর রহমান হারুন, ৩৪৭-৭৫৪-৮৫৪৮
মো: শাহজাহান ভূইয়াঁ, ৯২৯-৬৮৪-৮৩৯৩

আপ্যায়নে: এস এম বাহাদুর ৭১৮-৯০২-৯৪৬১, রেজা ই রাব্বি ৩৪৭-৬১২-২৭৮২, এনামুল হক ভূইয়া ৩৪৭-৯৯২-১০১৬
খেলাধুলায়: সবজুল মমিন তালুকদার ৯১৭-৬০৯-৭০২৮, সামিউল জাহান ৩৪৭-৬৫৪-০৩৫৪, আলমগীর হোসেন ৯১৭-৭৮০-৭৫২২

সার্বিক যোগাযোগ
ইঞ্জিনিয়ার এনাম হক ৯১৭-৪০০-৮৯১৮, ডা: শরিফুল ইসলাম (স্মরণ) ৭১৮-৭০৯-১২৬৭, মাহফুজুর রহমান খুররম ৭১৮-৯৪৭-৬০৪১, নূরুল আনোয়ার ৯১৭-৩০৯-৮০৪৭, প্রফেসর মো: আব্দুর রউফ ৬৩১-৩৫৯-০৮৬৬, এ.কে.এম এমরানুল হক ৬৪৬-২৭২-৮৯৯৩, নাঈম মিয়া ৯২৯-৪০৫-৬৬৭২, আসমা জাহান কলি ৭১৮-২৭৭-২৩৯০ মো: এমরান খাঁন ৩৪৭-৮৩২-৭২৬২, শাহাবুদ্দিন আলম ৬৪৬-৪৭২-৬৭৯৬ মনোয়ার আহমেদ ৫১৬-৬৪১-৫৭০২, মোঃ শরীফ মিয়া ৯১৭-২৮৫-৫১২৬, মো: জাহাঙ্গীর আলম ৬৪৬-৮৯৭-৫৪৯৬, মো: সফিকুর রহমান (রিপন) ৬৪৬-৬৩৯-১৭৮১, আনিসুর রহমান বাবু ৯২৯-৭০৯-৬৬৯২

শুভেচ্ছান্তে

আনোয়ার হোসেন তালুকদার (স্বপন)
সভাপতি, ৯১৭-৫২৮-৮৯১৪

মো: সাকিরুল ইসলাম খান (সাকির)
সাধারণ সম্পাদক, ৬৩১-৫৫২-৯৫০২

প্রচার সম্পাদক মো: সবজুল মমিন তালুকদার কর্তৃক প্রচারিত

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বকাপ উন্মাদনায় বাংলাদেশে নিহত ১০

(প্রথম পাতার পর)

ভক্তরা বাগ্যুদ্ধেই মাঠ গরম করে রাখছেন। এই বিরোধিতা মাঝেমধ্যে প্রাণঘাতী সংঘাতেও রূপ নিচ্ছে। তথ্য বলছে, এবারের বিশ্বকাপ ঘিরে নানা ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১০ জনের প্রাণ গেছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। প্রিয় দলের পতাকা টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে মারা যান তিনজন। এ ছাড়া মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় দুর্ঘটনা, উত্তেজনায় হার্ট অ্যাটাকসহ বিভিন্ন ঘটনায় আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে আহত হয়েছেন অন্তত ৪৫ জন। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এরই মধ্যে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। ডিবিপ্রধান অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম জানান, যেখানে বড়পর্দায় খেলা দেখানো হবে, সেখানে ডিবির সদস্যরা নজরদারি করবেন। দূরদেশে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ঘিরে দেশে হতাহতের ঘটনা নতুন নয়। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ চলার সময় এক মাসে ১২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এর মধ্যে তিন জেলায় তিনজন খুন হন। পতাকা টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে ও ছাদ থেকে পড়ে সাতজনের মৃত্যু হয়। এর আগে ২০১৮ সালের বিশ্বকাপেও হবিগঞ্জে আর্জেন্টিনার পতাকা টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে এক কিশোরের মৃত্যু হয়। জানতে চাইলে সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. তৌহিদুল হক বলেন, খেলা বিনোদনের অংশ, তাতে জয় পরাজয় থাকবে এটি মেনে নেওয়ার মানসিকতায় ঘাটতি আছে আমাদের। তবে এটি শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রে নয়; জাতিগতভাবেই আমরা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কোনো ক্ষেত্রেই জয় পরাজয় স্বাভাবিকভাবে নিতে পারি না। নিজের মতের বাইরে কিছু হলেই আমরা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠি। এর মূলে রয়েছে আবেগ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা এবং অন্যের আবেগের প্রতি সম্মান দেখানোয় ঘাটতি। আমরা মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সুস্থতার বিষয়ে মনোযোগী না হওয়ায় এমনটা ঘটছে। তবে বিশ্বকাপ ঘিরে পৃথিবীর অনেক দেশেই হতাহতের ঘটনা ঘটে। এবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় বড় পর্দায় খেলা দেখানোর স্থানে গুলিতে একজন নিহত হন। মেক্সিকোতে জয় উদযাপনের সময় ভিড়ের ভেতর দমবন্ধ হয়ে চারজন এবং জর্ডানে হুড়োহুড়ির কারণে পদদলিত হয়ে একজনের মৃত্যু ও আটজন আহত হন।

খেলার বিরোধে ঝরল তিন প্রাণ : গত বুধবার একই দিনে ঢাকার আদাবর ও সিলেটের জকিগঞ্জে দুজনকে খুন করা হয়। সেই রাতেই ঢাকার আশুলিয়ায় এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করা হয়। আদাবরে বিএনপির নবোদয় হাউজিং ইউনিটের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার বাদশার ওপর হামলা চালায় প্রতিপক্ষ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক আবুল বাশারকে মৃত ঘোষণা করেন। দুদিন আগে ব্রাজিলের জয় উদযাপন নিয়ে বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার ইবনে মিজান। এদিকে, ব্রাজিল জাপান ফুটবল ম্যাচ নিয়ে সমর্থকদের বিরোধের জেরে আশুলিয়ায় নাহিদ হাসান নামে এক কিশোরকে ছুরিকাঘাত করে হত্যার পর মাটিচাপা দেওয়া হয়। বুধবার মধ্যরাতে আশুলিয়ার সাধুপাড়া এলাকার গরুর হাটে মাটি খুঁড়ে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আশুলিয়া থানার ওসি তরিকুল ইসলাম জানান, ফুটবল ম্যাচ নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। সেই রাতে সিলেটের জকিগঞ্জের খলাছড়া ইউনিয়নের লামারগ্রামে ফুটবল খেলার উল্লাস ঘিরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারান আলম আহমদ। জকিগঞ্জ থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, হত্যায় অভিযুক্ত পারভেজকে গ্রেপ্তার ও রক্তমাখা ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনজনের মৃত্যু বিদ্যুৎস্পর্শে : পতাকা টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে প্রাণ গেছে তিনজনের। গত ১৯ জুন ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে গাছে ব্রাজিলের পতাকা টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে মাহিন শেখ নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়। ১৫ জুন চট্টগ্রামের লালদীঘির পাড় এলাকায় আর্জেন্টিনার পতাকা টাঙাতে গিয়ে মারা যান রামহরি বৈষ্ণব। আর ৯ জুন মানিকগঞ্জ সদরে ব্রাজিলের পতাকা টাঙানোর সময় ফয়সাল নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়।

আরও চার মৃত্যু : বিশ্বকাপ ফুটবল চলাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফুটবল খেলার ধুম পড়ে যায়। তেমনই একটি আয়োজন ছিল নড়াইল সদরে। সেখানে গত শুক্রবার কিশোরদের ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধে মোস্তাফা কাজী নামে এক বৃদ্ধকে দেশি অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। একই দিন চট্টগ্রাম নগরীর হালিশহর এলাকায় ফুটবল মাঠের গোলপোস্ট ভেঙে মাহিদুল ইসলাম নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। সেদিনই বরগুনার তালতলীতে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল সমর্থকদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচের অনুশীলনের সময় স্ট্রোক করে মারা যান খোকন কর্মকার। এর আগে ১৩ জুন ভোলার বোরহানউদ্দিনে ব্রাজিল ফুটবল দলের সমর্থনে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়। তাঁর নাম মো. ইসমাইল।

আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মারধরে নিহত ১

কাজের খোঁজে প্রায় আট মাস আগে কুমিল্লায় আসেন নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার উত্তর চেরাংগা গ্রামের বাসিন্দা মো. শরিফুল ইসলাম (৩৮)। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন স্ত্রী বিউটি বানু ও দুই কন্যাসন্তানকে। কুমিল্লা নগরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মঠপুষ্করনী এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা (মিশুক) চালাতেন তিনি। প্রতিদিন মালিকের জমা শেষে যা থাকত, তা দিয়েই কোনোমতে চলত সংসার। টেলিভিশনে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখার সময় তুচ্ছ ঘটনার জেরে নিহত হয়েছেন একমাত্র উপার্জনকারী শরিফুল ইসলাম। আর্জেন্টিনা ও মিসরের খেলা চলাকালে স্থানীয় কয়েকজন তরুণের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ানোর পর তাঁদের মারধরে শরিফুল মারা গেছেন। মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে আদর্শ সদর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের ধনপুর এলাকায় মহসিন মিয়ার দোকানে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, ওই অটোরিকশাচালককে মারধর করা ব্যক্তিরা আর্জেন্টিনার সমর্থক ছিলেন। আর মারা যাওয়া অটোচালক শরিফুল মঙ্গলবার রাতের খেলায় মিসরের সমর্থন করলেও তিনি মূলত ব্রাজিল সমর্থক।

এ ঘটনার পর শরিফুলের পরিবারের সদস্যদের কান্না থামছে না। তাঁর স্ত্রী বিউটি বানু আহাজারি করতে করতে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। বুধবার দুপুরে ভাড়া বাসায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে বিউটি বানু বলেন, 'খেলা নিয়া মানুষটারে এইভাবে মাইরা ফালাইবো, এইটা কেমন কথা? আমার দুইডা মাইয়া ছাওয়াল। এহন কারে বাবা কইয়া ডাকবো? আমার দুইডা মাইয়া এতিম হইয়া গেল। যারা আমার স্বামীরে খুন করছে, মুই তাদের কঠিন বিচার চাই। মুই গরিব-অসহায় মানুষ, এহন এই দুইডা মাইয়ারে কেমনে মানুষ করমু? হামার গোটা পরিবারডাই শেষ হইয়া গেল।' শরিফুলের দুই মেয়ে নীলফামারীতে থাকা অবস্থায় পড়াশোনা করত। বড় মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি আর ছোট মেয়ে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। শরিফুল চেয়েছিলেন মেয়েদের কুমিল্লায় স্কুলে ভর্তি করতে। কিন্তু তাঁর সেই আশা আর পূরণ হলো না।ঘটনার খবর পেয়ে নীলফামারী থেকে কুমিল্লায় ছুটে এসেছেন শরিফুলের শ্বশুর মতিউর রহমান, শাশুড়ি নুর বানু, ভাই সাইফুল ইসলামসহ স্বজনেরা। বুধবার কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শরিফুলের মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এদিন বিকেলে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ। কিন্তু বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এ ঘটনায় কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানায় কোনো মামলা হয়নি। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কাউকে আটকও করতে পারেনি পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কোতোয়ালি মডেল থানার ক্যান্টনমেন্ট পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ উপপরিদর্শক সংকর কান্তি দাস। বুধবার তিনি বলেন, মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে কে বাদী হবেন, তা ঠিক করে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের আটকের চেষ্টা চালাচ্ছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও শরিফুলকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় সঙ্গে ছিলেন আরেক অটোরিকশাচালক। তিনিও নীলফামারীর বাসিন্দা। নাম প্রকাশ না করে তিনি বলেন, তাঁরা সবাই মহসিন মিয়ার চায়ের দোকান খেলা দেখছিলেন। অনেক মানুষ ছিল। খেলার শুরুতে মেসি পেনাল্টি মিস করলে শরিফুল আর্জেন্টিনার এক সমর্থককে বলেন, 'তোমার বাপে তো গোল দিতে পারল না'। মূলত এই কথা থেকেই বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু। সেখানেই শরিফুলকে তাঁরা কয়েকজন মারধর করেন। হামলাকারীরা স্থানীয় দেখে শরিফুল এক পর্যায়ে পাশের একটি মেসে চলে যান। তখন সেখানে গিয়েও তাঁকে মারধর করা হয়। এরপর দোকানের সামনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শরিফুল। তাঁরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর থেকেই চা দোকানি মহসিন মিয়ার দোকান বন্ধ আছে। বুধবার সকালে তিনি ও তাঁর ছেলে আরিফুল ইসলামের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করলেও তাঁরা ধরেননি। দুপুরের পর থেকে মুঠোফোন বন্ধ। শরিফুলকে মারধরে মূল হোতা হিসেবে যেই দুজন তরুণের নাম সামনে এসেছে, তাঁরাও এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন। এ ছাড়া ওই দুই তরুণের পরিবার শরিফুলের পরিবারকে টাকা দিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে। শরিফুলের শ্বশুর মতিউর রহমান বলেন, 'আমাকে কল করে বলা হয়েছে, দ্রুত কুমিল্লা আসতে হবে জামাই অসুস্থ। আমরা ইমার্জেন্সি কুমিল্লা এলাম। এসে দেখলাম শরিফুলের লাশ। এটা কোন সমাজ আর কেমন দেশ? খেলার সময় কথাকাটাকাটির জেরে একজন মানুষকে মেরে ফেলবে? আমার মেয়েটা এখন দুইটা কন্যাসন্তান নিয়ে কীভাবে বাঁচবে? আমরা ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার চাই।' কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিরা এলাকার উঠতি বয়সী তরুণ। আর্জেন্টিনা ও মিসরের মধ্যে খেলা শেষে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। তখন শরিফুলের মাথায় কিল-ঘুষি মারা হয়। পরে শরিফুলকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের ধরার চেষ্টা করছে।

বিয়ে করলেই নাগরিকত্ব নয়

(প্রথম পাতার পর)

বেশি কঠিন হয়ে উঠছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন অভিবাসন নীতির কারণে আবেদনকারীদের দীর্ঘ অপেক্ষা, কঠোর যাচাই-বাছাই এবং অতিরিক্ত শর্তের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

যদিও বিয়ের মাধ্যমে স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা এবং পরে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ এখনও বহাল রয়েছে, তবুও অভিবাসন আইনজীবী ও অধিকারকর্মীরা বলছেন, বাস্তবে পুরো প্রক্রিয়া এখন অনেক বেশি জটিল।

জাতীয় গণমাধ্যম এনপিআরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা এখনও বিদেশে জন্ম নেওয়া স্বামী বা স্ত্রীকে স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদার জন্য আবেদন করাতে পারেন। পরে নির্ধারিত শর্ত পূরণ করলে তারা নাগরিকত্বের আবেদনও করতে পারেন। তবে এখন আবেদনকারীদের অতিরিক্ত নিরাপত্তা যাচাই, আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং বাড়তি সাক্ষাৎকারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আবেদন নিষ্পত্তির আগেই বিদেশি জীবনসঙ্গীকে আটক বা বহিষ্কারের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন এই ব্যবস্থা কোনো আইনি পরিবর্তন নয়। এর লক্ষ্য হলো জালিয়াতি ঠেকানো, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অভিবাসন আইন আরও কঠোরভাবে কার্যকর করা।

মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সংস্থার মুখপাত্র জ্যাক কাহলার বলেন, উন্নত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে অভিবাসন সুবিধা দেওয়ার আগে জালিয়াতি, জননিরাপত্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ঝুঁকি শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কোনো ব্যক্তি আবেদন জমা দিলেই বা আবেদন অনুমোদন পেলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিবাসন মর্যাদা পান না। এতে বহিষ্কার থেকে সুরক্ষাও নিশ্চিত হয় না।

মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সংস্থা জানিয়েছে, পারিবারিক ভিত্তিতে আবেদন অনুমোদিত হলেও অন্য কোনো কারণে কেউ অভিবাসন আইন ভঙ্গ করে থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন নাগরিককে বিয়ে করা স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাওয়ার অন্যতম দ্রুত

উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ, মার্কিন নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রীকে নিকটতম পারিবারিক সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে তাদের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবেশ অনুমতির সংখ্যাগত সীমা প্রযোজ্য হয় না।

স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাওয়ার পর অধিকাংশ আবেদনকারী তিন বছর পর নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারেন। তবে এ জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকতে হবে এবং দম্পতিকে একসঙ্গে বসবাস করতে হবে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে ধারাবাহিকভাবে বসবাস, নির্দিষ্ট সময় দেশে অবস্থান, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা এবং নাগরিকত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শর্তও পূরণ করতে হবে। পুরো প্রক্রিয়ার শুরুতেই মার্কিন নাগরিক স্বামী বা স্ত্রীকে জীবনসঙ্গীর জন্য স্থায়ী বাসিন্দার আবেদন করতে হয়। সেই সঙ্গে প্রমাণ করতে হয় যে বিয়েটি প্রকৃত এবং শুধু অভিবাসন সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। এজন্য যৌথ বাসস্থান, যৌথ ব্যাংক হিসাব, আর্থিক লেনদেন এবং পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন নথি জমা দিতে হয়।

ফেডারেল তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বিয়ের মাধ্যমে প্রায় ৩ লাখ ৪৩ হাজার ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পেয়েছেন। এটি ওই বছরে দেওয়া মোট স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদার প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

অভিবাসন আইনজীবীদের ভাষ্য, বর্তমানে এসব আবেদনে আগের চেয়ে অনেক বেশি সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত নথি চাওয়া হচ্ছে। আবেদনকারীদের অতীত সম্পর্কেও বিস্তৃত অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

অভিবাসন আইনজীবী চার্লস কাক বলেন, একসময় বিয়ের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়া তুলনামূলক সহজ ছিল। এখন সেই পথ অনেক কঠিন হয়ে গেছে। আরেক অভিবাসন আইনজীবী রোজিনা স্ট্যামবাউয়ের মতে, বর্তমান কঠোর পরিবেশের কারণে অনেক পরিবার বৈধ প্রক্রিয়ায় আবেদন করতেও সাহস পাচ্ছে না। তার ভাষায়, মানুষ ভীত। অনেক দম্পতি আবেদনই করছেন না। কারণ, তাদের আশঙ্কা আবেদন নিষ্পত্তির আগেই বিদেশি জীবনসঙ্গীকে আটক কিংবা বহিষ্কার করা হতে পারে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী

(৮ পাতার পর)

সাফল্য শুধু একজন নেতার জনপ্রিয়তার ওপর নয়, বরং দলটি কতটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী (ইনস্টিটিউশনালাইজড), তার ওপর বেশি নির্ভর করে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রশ্নটি শুধু শেখ হাসিনাকে ঘিরে নয়। আসল প্রশ্ন হলো, আওয়ামী লীগ কি নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে? অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারবে? নাকি শুধু অতীতের জনপ্রিয়তার স্মৃতির ওপরই নির্ভর করবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই দলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

রাজনীতিতে কি চিরস্থায়ী শত্রু বলে কিছু আছে?

আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আরেকটি প্রশ্ন সামনে আসে। সেটি হলো, বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় আওয়ামী লীগ কি কোনো একসময় তাদের বর্তমান প্রতিপক্ষদের কারও সঙ্গে সমঝোতায় যেতে পারে? প্রশ্নটি শুনতে অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক সময় এমন সব ঘটনা দেখিয়েছে, যা একসময় অকল্পনীয় বলে মনে হয়েছিল।

বাংলাদেশের রাজনীতিই তার বড় উদাহরণ। স্বাধীনতার পর জাসদ ও আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ছিল তীব্র সংঘাতপূর্ণ। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের আলোচনায় জাসদের ভূমিকা নিয়ে আজও বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই জাসদের একটি অংশই আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা করে, আন্দোলন করে, এমনকি সরকারেও অংশ নেয়।

আবার ১৯৯০-এর দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইস্যুতে একই রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে আন্দোলন করেছে। পরে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনকে ঘিরেও রাজনৈতিক সমঝোতার বাস্তবতা তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের ইতিহাস নিজেই দেখায়, রাজনীতিতে স্থায়ী বন্ধু বা স্থায়ী শত্রুর ধারণা সব সময় বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির গবেষণাও একই কথা বলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলিয়াম রাইকার তাঁর দ্য থিওরি অব পলিটিক্যাল কোয়ালিশনস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কেয়ারে স্ট্রম অ্যা বিহেভিয়ারাল থিওরি অব কম্পিটিটিভ পলিটিক্যাল পার্টিজ বইয়ে দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক দলগুলো শুধু আদর্শগত মিলের ভিত্তিতেই জোট গঠন করে না, অনেক সময় ভবিষ্যৎ ক্ষমতার সমীকরণ, নির্বাচন, সংসদীয় রাজনীতি এবং কৌশলগত প্রয়োজনও জোট গঠনের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই তাত্ত্বিক আলোচনার আলোকে প্রশ্ন উঠতেই পারে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে কি কখনো জামায়াতে ইসলামী কিংবা এনসিপির (জাতীয় নাগরিক পার্টি) কোনো ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা হতে পারে? অথবা বিএনপির সঙ্গে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব নয়। কারণ, এখানে শুধু দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ নয়; আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তৃণমূলের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা।

আওয়ামী লীগের জন্য ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান শুধু একটি রাজনৈতিক পরাজয় নয়; এটি দলটির হাজার হাজার নেতাকর্মীর জন্য গভীর মানসিক অভিঘাতও। আওয়ামী লীগের বহু নেতাকর্মী দেশ ছেড়েছেন, আত্মগোপনে গেছেন, মামলা-মোকদ্দমার মুখোমুখি হয়েছেন কিংবা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এই অভিজ্ঞতা অনেকের কাছে শুধু রাজনৈতিক নয়, ব্যক্তিগতও। ফলে ভবিষ্যতে যদি আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব কৌশলগত কারণে কোনো নতুন রাজনৈতিক সমঝোতার কথা ভাবেও, প্রশ্ন থাকবে, দলের তৃণমূল কর্মীরা সেটি কতটা সহজভাবে গ্রহণ করবেন?

একই প্রশ্ন অন্য দলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এনসিপি যদি নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তোলে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে, তাহলে সেই দলের নেতাকর্মীরা কি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা মেনে নিতে পারবেন? জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে কঠোর রাজনৈতিক সমালোচক; তাদের নেতাকর্মীরাও কি এমন সমঝোতা সহজভাবে মেনে নেবেন? বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমঝোর ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রশ্ন উঠবে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনই জানার কোনো উপায় নেই। দেশবিদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, কোথাও কোথাও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক শত্রুরাও সময়ের প্রয়োজনেই একসঙ্গে কাজ করেছে। তাই আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াত, এনসিপি বা বিএনপির এই ধরনের সমঝোতার সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, আবার এটাকে অবশ্যম্ভাবী বলাও সঠিক হবে না।

সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব কার?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছে কার ওপর? অনেকে হয়তো বলবেন, আওয়ামী লীগের ওপর। কিন্তু আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে, উত্তরটি পুরোপুরি ঠিক নয়। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মরিস ফিওরিনা তাঁর রেট্রোস্পেকটিভ ভোটিং ইন আমেরিকান ন্যাশনাল ইলেকশনস বইয়ে দেখিয়েছেন, মানুষ শেষ পর্যন্ত অতীত সরকারকে নয়, ক্ষমতায় থাকা বর্তমান সরকারকেই বিচার করে।

বাংলাদেশের বাস্তবতাও ভিন্ন নয়। বিএনপি সরকার যদি মনে করে, দেশের সব সমস্যার জন্য শুধু আওয়ামী লীগ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়ী, তাহলে হয়তো কিছুদিন সেই কথা জনগণ মেনে নেবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানুষ বর্তমান সরকারের শাসন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্নীতি দমন ও গণতান্ত্রিক আচারআচরণড়এ রকম বিষয়গুলো দিয়েই তাদের মূল্যায়ন করবে। এখানেই কোনো না কোনোভাবে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের সবচেয়ে বড় সূত্রটি লুকিয়ে আছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, আওয়ামী লীগকে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে? এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব কোনো দলকে টিকিয়ে রাখা বা নিশ্চিহ্ন করা নয়; বরং আইনের শাসন নিশ্চিত করা। অপরাধের বিচার আদালত করবে, আর রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার রায় দেবে জনগণ। আওয়ামী লীগ আমলে হওয়া বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম বা অন্য অপরাধগুলোর বিচার অবশ্যই হতে হবে। অপরাধের বিচার ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে এক করে ফেললে শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রই ঝুঁকিতে পড়বে। কাজেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচি শুধু প্রশাসনিক শক্তি দিয়ে দমন করা দীর্ঘ মেয়াদে উল্টো ফলও দিতে পারে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বলছে, কোনো দলকে রাজনৈতিক পরিসর থেকে সরিয়ে দিলে তারা নিজেদের 'নির্যাতিত' হিসেবে তুলে ধরে সহানুভূতি অর্জনের সুযোগ পেতে চেষ্টা করে।

সবশেষে আবার মূল প্রশ্নটিতে ফিরে আসা যাক। আওয়ামী লীগ কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবার ফিরতে পারবে? এর উত্তর এখন কারও কাছে নেই। তবে ইতিহাস দেখায়, কোনো দল শুধু নিজের শক্তিতে টিকে থাকে না, আবার শুধু প্রতিপক্ষের দুর্বলতায়ও ক্ষমতায় ফেরে না। জনগণের সমর্থন, পরিবর্তনের সক্ষমতা, সুশাসনের প্রতিশ্রুতি ও গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাই শেষ পর্যন্ত দলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে।

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার শিক্ষক ও গবেষক, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

মামদানি-প্রভাব মার্কিন রক্ষণশীলতার

(৮ পাতার পর)

বা মূলধারার নেতারা এই ধরনের নীতি মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এসপাইয়াত এবং গোল্ডম্যানের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বদের উৎখাত করে প্রগতিশীল ভোটাররা দাবি তুলেছেনকারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং কী কাজ করবেন, তার সম্পূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার।

এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি স্পষ্ট অতীত ধারাবাহিকতা রয়েছে, যা অতীতের রাজনৈতিক বিদ্রোহকে আজকের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ২০১৮ সালে আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজের (এওসি) চমকপ্রদ বিজয় ছিল এই ধারার প্রথম ইঙ্গিত। তিনি মার্কিন জাতীয় রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রের পুনরুত্থানের রূপরেখা ও ভাষা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আর প্রমাণ করেছিলেন যে, সুস্পষ্ট গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে গড়ে ওঠা একটি সুসংগঠিত তৃণমূল প্রচারণা অনায়াসে একজন শক্তিশালী নেতাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। তবে ২০২৫ সালে মেয়র জোহরান মামদানির অভাবনীয় বিজয় ছিল সেই প্রাতিষ্ঠানিক চালিকাশক্তি, যা সমাজকর্মী ও কর্মীদের একটি শিথিল জোটকে এক সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী শাসনযন্ত্রে রূপান্তর করেছে।

শশী থারুর : ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী; দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে সংক্ষেপিত ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম।

অসমাপ্ত বিপ্লব

(৬ পাতার পর)

সরকার, রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজ- সবার। বিপ্লবের স্মৃতি সংরক্ষণ যথেষ্ট নয়; বিপ্লবের আদর্শ প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত দায়িত্ব। বাংলাদেশের সামনে তাই আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি ক্ষমতার নয়, রাষ্ট্রচিন্তার। আমরা কি আবার সেই পুরনো কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার চক্রে ফিরে যাবো, নাকি জবাবদিহি, প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য এবং নাগরিক মর্যাদার ভিত্তিতে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্মাণ করব? এই প্রশ্নের উত্তরই নির্ধারণ করবে জুলাই কেবল ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় হয়ে থাকবে, নাকি বাংলাদেশের রাষ্ট্রগঠনের নতুন ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে চিরস্থায়ী স্বীকৃতি লাভ করবে। জুলাইয়ের বিপ্লব তাই এখনো শেষ হয়নি। এটি এখনো নির্মাণাধীন। এর সাফল্য নির্ভর করবে সংস্কার বাস্তবায়নের ওপর; প্রতিষ্ঠানের ওপর; রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তনের ওপর। সেই কারণেই বলা যায়, জুলাই একটি অসমাপ্ত বিপ্লব; আর সেই অসমাপ্ততাই আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সত্য।

লেখক : অধ্যাপক (অবঃ), সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

কেমন চলছে জাতীয় সংসদ

(৪ পাতার পর)

সংসদ। সেখানে একটি দল বা জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও বিরোধী দল ও জোটের ছিল প্রবল উপস্থিতি। এরকম হলে এক ধরনের 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্স' তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমন ছিল যে, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতেন না। ফলে আমরা ভাবতে বসেছিলাম, সংসদ তো এরকমই হবে। বাজারি ফিল্মের মতো তাতে থাকবে ড্রামা, সাসপেন্স, অ্যাকশন, ভায়োলেন্স। চার মাস বয়সি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে আমরা তেমনটি হতে দেখিনি। যারা সব সময় একটা মারদাঙ্গা অবস্থা দেখতে চান, তাদের কাছে এ পরিস্থিতি ব্যতিক্রমী, অনেকটা পানসে মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি অতীতের সাংঘর্ষিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, তাহলে কোথাও না কোথাও আমাদের থামতে হবে, নতুন করে শুরু করতে হবে। সংসদে যে দলগুলোর প্রতিনিধি আছে, তাদের প্রতি আমার কোনো অনুরাগ বা বিরাগ নেই। তাদের মধ্যে কয়জন চাঁদাবাজ, লুটেরা, মিথ্যাবাদী, ঋণখেলাপি- সে কথা এখন থাক। এ দেশের নাগরিকদের সমষ্টিগত চিন্তাচেতনার যে মান ও পরিধি, তাদের প্রতিনিধিরাও হবেন সে রকম। তারা তো আর আসমান থেকে নাজিল হবেন না। আপাতত এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে এবং আশায় বুক বাঁধতে চাই। আমি চাই, তারা কলতলার ঝগড়া থেকে বেরিয়ে আসুন। নাগরিকদের সমস্যা নিয়ে কথা বলুন।

সংসদের বয়স মোটে তো চার মাস। এ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। একটা মূল্যায়ন করতে হলে আরও লম্বা সময় পাড়ি দিতে হবে। আমরা সামনের দিনগুলো দেখব।

মহিউদ্দিন আহমদ : লেখক ও গবেষক।

ঋণ খেলাপিতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন। চলমান যুদ্ধের কারণে দেশটির অর্থনীতিতে সৃষ্ট ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব এতে প্রতিফলিত হয়েছে। এরপরই ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ খেলাপি ঋণ নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের পর বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণ (নন-পারফর্মিং লোনএনপিএল)-এর হার বাংলাদেশে। দেশের ব্যাংক খাতের মোট ঋণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই এখন খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত।সার্ক দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশের খেলাপি ঋণের হার সর্বোচ্চ। ঋণ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং ঋণ আদায়ে ব্যর্থতা নিয়ে এতে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। সর্বশেষ ব্যাংকিং তথ্য অনুযায়ী, ৩৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ খেলাপি ঋণের হার নিয়ে বৈশ্বিক তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন। চলমান যুদ্ধের কারণে দেশটির অর্থনীতিতে সৃষ্ট ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব এতে প্রতিফলিত হয়েছে। এরপরই ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ খেলাপি ঋণ নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পর রয়েছে চাদ ৩১ দশমিক ৫১ শতাংশ এবং গিনি ৩১ দশমিক ১৫ শতাংশ। রোববার অর্থ মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমানো নিয়ে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ সেশনে বিষয়টি আলোচনায় আসে। এতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থ বিভাগের সচিব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ৩১ হাজার কোটি টাকার বেশি বেড়ে ৫ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের চিত্র সবচেয়ে উদ্বেগজনক। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের খেলাপি ঋণের হার প্রায় ৬ থেকে ১৫ গুণ বেশি। ভারতে খেলাপি ঋণের হার ২ দশমিক ২ শতাংশ। এ ছাড়া ভুটানে এ হার ৪ দশমিক ৫ শতাংশ, মালদ্বীপে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ, নেপালে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, পাকিস্তানে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কায় ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। এসব পরিসংখ্যান বাংলাদেশের ঋণ শৃঙ্খলা ও ঋণ ব্যবস্থাপনার গুরুতর অবনতির দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ব্যাংকার ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ঋণ দেওয়া, নিয়ন্ত্রক দুর্বলতা এবং কার্যকর আইনি প্রয়োগের অভাবই খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বড় রদবদল

(প্রথম পাতার পর)

নিউইয়র্ক ও লন্ডনে নিয়োগ হচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনায়। সরকারের একজন নীতিনির্ধারক মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসব পরিবর্তনের তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিএনপি সরকার গত ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে চুক্তিতে নিয়োগ পাওয়া চার রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফেরার নির্দেশ দেয়; পাশাপাশি গত তিন মাসে পাঁচটি দেশে চারজন পেশাদার কূটনীতিক এবং একজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ দিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, পররাষ্ট্রসচিব পদে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দীন নোমান চৌধুরীকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর বর্তমান পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়ামকে দিল্লিতে বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হচ্ছে। এই মুহূর্তে জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি নাহিদা সোবহানকে ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর হিসেবে ঢাকায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম ২০২৫ সালের ২০ জুন পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে মো. জসীম উদ্দিনের স্থলাভিষিক্ত হন। ২০২৪ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত জসীম উদ্দিনকে পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কিন্তু দায়িত্ব পালনের ৯ মাসের মাথায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাঁকে পররাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে সরিয়ে দেয়। সরকার নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ের ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবাধিকারকর্মী আইরিন খানকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনের আগে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক মহাসচিব আইরিন খান নিউইয়র্কে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন বলে মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা আভাস দিয়েছেন।

নতুন পররাষ্ট্রসচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ মিশনগুলোতে পরিবর্তন কবে কার্যকর হবে জানতে চাইলে সরকারের একাধিক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পররাষ্ট্রসচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ রদবদলের একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে আইরিন খানের দায়িত্ব গ্রহণের সময়সূচির সঙ্গে অন্য নিয়োগগুলোর কার্যকারিতা সমন্বয় করা হতে পারে। গত মার্চ মাস থেকে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনারের পদটি খালি আছে। লন্ডনে বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার হিসেবে সরকার ফরেন সার্ভিস একাডেমির বর্তমান রেক্টর ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিতকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গেছে, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশ মিশনে উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন বিএনপির তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান (এপেলো)।

পাঁচ দেশে নতুন নিয়োগ পেলেন যাঁরা : সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (আন্ত সরকারি সংস্থাসমূহ) এম ফরহাদুল ইসলামকে মরিশাসে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি জকি আহাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। সরকার এরই মধ্যে জকি আহাদকে ডেনমার্কে বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব নেওয়ার পর বিএনপি সরকার এখন পর্যন্ত তিনটি দেশে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিয়েছে। জকি আহাদ ছাড়া নতুন নিয়োগ পাওয়া রাষ্ট্রদূতেরা হলেন আয়ারল্যান্ডে নুর-ই আলম এবং আর্জেন্টিনায় এ এফ এম জাহিদুল ইসলাম। এ ছাড়া পর্তুগালে রাষ্ট্রদূত হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সাবেক প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সিঙ্গাপুর ও ইরান দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের পদ খালি রয়েছে।

মালদ্বীপে রয়ে গেছেন নাজমুল ইসলাম : বিএনপি সরকার গঠনের পর মার্চের শুরুতে চুক্তিতে নিয়োগ পাওয়া পর্তুগাল, পোল্যান্ড, মেক্সিকো ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূতদের ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পৃথক আদেশে পর্তুগাল, পোল্যান্ড, মেক্সিকো ও মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত যথাক্রমে এম মাহফুজুল হক, মো. ময়নুল ইসলাম, এম মুশফিকুল ফজল (আনসারী) ও মো. নাজমুল ইসলামকে ঢাকায় ফিরে আসার নির্দেশ দেয়। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ওই চার রাষ্ট্রদূতের মধ্যে তিনজন সরকারের আদেশ মেনে দেশে ফিরেছেন। কিন্তু মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. নাজমুল ইসলাম দেশে ফেরেননি। তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে এখনো কর্মস্থলে রয়ে গেছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

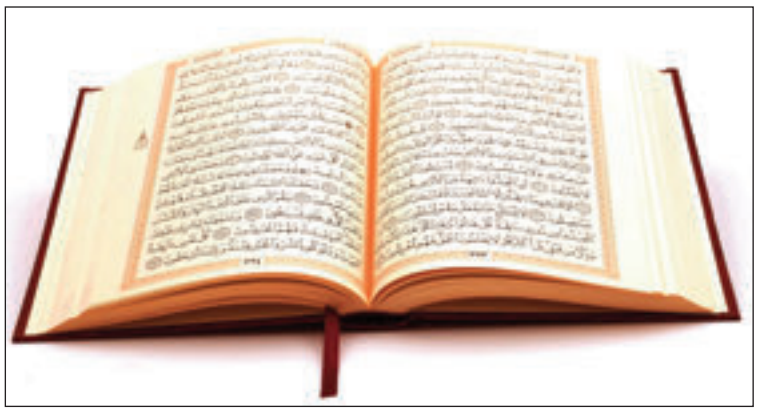

রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে দৌড়াও

(১০ পাতার পর)

হয়। এবং সকল রব তার দ্বারা সকল কাজ করিয়ে নেয়।

আল কুরআনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন সামগ্রী দু'প্রকারের। এক প্রকারের জীবন সামগ্রী আল্লাহ বিমুখ লোকদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য দেয়া হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে তারা নিজেদেরকে দুনিয়া পূজা ও আল্লাহ বিস্মৃতির মধ্যে আরো বেশী করে হারিয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে এটি নিয়ামত ঠিকই কিন্তু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে এটি আল্লাহর লানত ও আযাবের পটভূমিই রচনা করে। এই সম্পদের লোভে দুনিয়াতে এক প্রকার ফাসাদ সে ছড়িয়ে দেয়। সম্পদ রক্ষা বা আরো সম্পদ আহরণের জন্য সে হেন হীনতর কাজ নাই যা সে করে **না**। সম্পদের মোহে সে এতটাই অন্ধ হয়ে পড়ে যে, তার সম্পদ লাভের প্রক্রিয়ার কারণে কত মানুষ দুর্ভোগের শিকার হলো, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি হলো, তাতে তার কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। হালাল-হারামকে একাকার করে সম্পদ আহরণের ফলে সমাজে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের জীবন সামগ্রী মানুষকে আরো বেশী সচ্ছল, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তাকে তার আল্লাহ আরো বেশী কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করেন। এভাবে সে আল্লাহর, তাঁর বান্দাদের এবং নিজের অধিকার আরো বেশী করে আদায় করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর দেয়া উপকরণাদির সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করে সে দুনিয়ায় ভালো, ন্যায় ও কল্যাণের উন্নয়ন এবং মন্দ, বিপর্যয় ও অকল্যাণের পথ রোধ করার জন্য এর বেশী প্রভাবশালী ও কার্যকর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ হচ্ছে কুরআনের ভাষায় উত্তম জীবন সামগ্রী। অর্থাৎ এমন উন্নত পর্যায়ের জীবন সামগ্রী যা নিছক দুনিয়ার আয়েশ আরামের মধ্যেই খতম হয়ে যায় না বরং পরিণামে আখেরাতেরও শান্তির উপকরণে পরিণত হয়। এ সমস্ত উত্তম জীবন সামগ্রীর দ্বারা সে আগামীকালের বা আখিরাতের ঘর তৈয়ার করে নেয়।

যে ব্যক্তি আগামীকালের কথা চিন্তা করে কাজ করে সে ব্যক্তি চরিত্রগুণে ও নেক আমলের দ্বারা অনেক দুর এগিয়ে যায়। আর আল্লাহ তাকে আরো বেশী ও বড় মর্যাদা দান করেন। আল্লাহর দরবারে তাদের কৃতিত্ব ও সৎকাজকে নষ্ট করা হয় না। তাঁর কাছে যেমন অসৎকাজ ও অসৎবৃত্তি কোন মর্যাদা নেই তেমনি সৎকাজ ও সৎবৃত্তির কোন অমর্যাদা হয় না। যে ব্যক্তি নিজের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে যেরূপ মর্যাদার অধিকারী প্রমাণ করবে তাকে আল্লাহর সে মর্যাদা অবশ্যই দেবেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আখিরাতে কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। যার যা প্রাপ্য তা তাকে যথাযথ বুঝিয়ে দেয়া হবে। যে অন্যায় করেছে সে তার অন্যায়ের প্রতিফল যথাযথভাবে পাবে। ভালো-মন্দ-এর পাওনা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হবে না।

সুতরাং দুনিয়াতেই আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগীতামূলকভাবে দৌড়াও। আল্লাহর ক্ষমা ও চীর সুখের জান্নাতের জন্য দৌড়াও। দুনিয়ার সকল চেষ্টা-সাধনাকে আখিরাতের দিকে কেন্দ্রীভুত করুন। সৎ জীবন যাপন করুন। মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে কাজ করুন।

সলিমুল্লাহ খানকে ঘিরে বিতর্ক

(১০ পাতার পর)

উল্লেখযোগ্য যে, দেশের বিভিন্ন সংকটময় সময়ে তিনি সাধারণত নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকেননি। বিশেষত ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণ-আন্দোলন এবং পরবর্তী রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সময় তিনি তাঁর অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক; তবে ঝুঁকিসত্ত্বেও তিনি প্রকাশ্যে স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন, এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। ইতিহাস বলে, সংকটের সময়ে নীরব থাকা তুলনামূলক সহজ; কিন্তু বিদ্যমান ক্ষমতার বিপরীতে অবস্থান নেওয়া অনেক বেশি কঠিন। সে কারণেই কোনো চিন্তাবিদকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কেবল তাঁর বক্তব্যের জনপ্রিয়তা নয়, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সততা, নৈতিক দায়বদ্ধতাএবং মত প্রকাশের সাহসকেও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

তবে এ কথাটিও সত্য যে, কোনো চিন্তাবিদই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের একজনসক্রিয় চিন্তাকর্মী হিসেবে সলিমুল্লাহ খানের বক্তব্য, বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন, সমালোচনা এবং মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক সমাজে এসবই সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অংশ। কিন্তু সমালোচনা এবং চরিত্রহননের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সমালোচনা গড়ে ওঠে যুক্তি, তথ্য ও বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। অন্যদিকে আক্রমণ প্রায়ই পরিচালিত হয় আক্রোশ, বিদ্বেষ কিংবা পূর্বধারণা থেকে। আলোচন ও সমালোচনা চিন্তার বিকাশ ঘটায়, নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয় এবং সমাজকে আত্মসমালোচনার সুযোগ করে দেয়। বিপরীতে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা বিভাজনকেগভীরতর করে এবং জনপরিসরে সুস্থ বিতর্কের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একটি সুস্থ ও পরিণত উক্তিটির ঐতিহাসিক উৎস নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এর অন্তর্নিহিত চেতনা গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি বিরুদ্ধে নয়, বরং ধারণা, যুক্তি ও অবস্থানের সমালোচনাই হওয়া উচিত প্রধান পদ্ধতি। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের নামে প্রচলিত একটি বিখ্যাত বক্তব্য রয়েছে, 'আমি আপনার কথার সঙ্গে একমত নাও হতে পারি, কিন্তু আপনার কথা বলার অধিকার রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়ব'। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি একটি মৌলিক ভিত্তিকে ধারণ করে। আমরা কারও বক্তব্যের বিরোধিতা করতে পারি, কিন্তু সেই বিরোধিতা যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ-আক্রমণ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা ঈর্ষাপ্রসূত ক্ষোভপ্রসূত ক্ষোভ দ্বার পরিচালিত হয়, তবে তা জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক হয় না।

সময়ের নিজস্ব একটি বিচার প্রক্রিয়া রয়েছে যা কালের বিবর্তনে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে এগিয়ে চলে। সাময়িক উত্তেজনা, রাজনৈতিক শোরগোল কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষণস্থায়ী আলোড়ন সময়ের প্রবাহে ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু যে চিন্তা সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়, যে প্রশ্ন প্রচলিত ধারণাকে পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানায়, এবং যে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগ নতুন বিতর্ক ও অনুসন্ধানের পথ খুলে দেয়, সেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাব বিস্তার করে। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিসরে ব্যক্তি নয়, বরংব্যক্তিরচিন্তা, কর্ম ও অবদানই অধিক স্থায়ীহয়ে ওঠে। সলিমুল্লাহ খানকে ঘিরে বর্তমান বিতর্কের মূল্যায়নও তাই তাঁর কোনো বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের আলোকে নয়, বরং তাঁর সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান, চিন্তার পরিসর এবং জনপরিসরে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষাপটে হওয়া প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া যেমন বাধ্যতামূলক নয়, তেমনি তাঁর চিন্তাকে অগ্রাহ্য করাও সহজ নয়। গত কয়েক দশকে ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর যে আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ বাংলা ভাষার জ্ঞানভান্ডারে সংযোজিত হয়েছে, তা তাঁকে সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমাজের কিছু মানুষ রাজনীতি করেন, কিছু মানুষ ইতিহাস নির্মাণ করেন, আর কিছু মানুষ নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস বুঝতে শেখান। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে সলিমুল্লাহ খান নিঃসন্দেহে সেই শেষোক্ত বিরল শ্রেণির অন্যতম প্রতিনিধি।পরিশেষে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের একটি বিশেষ উক্তি দিয়েই শেষ করতে চাই। তিনি বলেছেন, 'এমন কিছু কর যা লিখে রাখার যোগ্য অথবা এমন কিছু লেখ যা পড়ার যোগ্য'। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে সলিমুল্লাহ খান দু'টো কর্মই করেছেন। তাঁকে নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, সমালোচনা থাকতে পারে, তর্ক-বিতর্ক থাকতে পারে; কিন্তু তাঁর মূল্যায়ন হওয়া উচিত জ্ঞান, যুক্তি, গবেষণা, বুদ্ধিবৃত্তিক সততা ও সমাজে তাঁর চিন্তার প্রভাবের আলোকে। কারণ ব্যক্তি-বিদ্বেষের রাজনীতি সাধারণত ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু চিন্তার জগতে টিকে থাকে সেইসব প্রশ্ন ও ধারণা, যা মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। আর ইতিহাসও সভ্যতা শেষ পর্যন্ত কেবল কোলাহলকে নয়, বরংচিন্তার ধারাকে অধিক গুরুত্ব দেয়।

ফুটবলের রাজনীতি, রাজনীতির বিশ্বকাপ

(৯ পাতার পর)

মেলবন্ধন তৈরি করে। ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচিয়ে সৌহার্দের এক অসাধারণ বন্ধন তৈরি করে। ধনী-গরিব, সাদা-কালোর ভেদাভেদ উপড়ে ফেলে ক্রীড়া। আমাদের একাত্ম করে। নেইমারের অশ্রুসিক্ত চোখ আমাদের কাঁদায়। মেসির সাফল্যে আমরা উচ্ছ্বসিত হই। রোনালদোর বিদায় আমাদের আবেগতাড়িত করে। ফুটবল বা যেকোনো পছন্দের খেলা আমাদের শুধু আনন্দ দেয় না, শুধু বেদনায় সিক্ত করে না, আমাদের ভালোবাসা শেখায়। খেলা আমাদের মানবিক, সংবেদনশীল করে। একজন খেলোয়াড় যখন আত্মমানবতার জন্য কাজ করে তখন আমরা অনুপ্রাণিত হই। খেলা তাই কেবল জয়ী হওয়ার প্রতিযোগিতা নয়, মানবিক মূল্যবোধের বিশ্ব গড়ে তোলার একটি প্ল্যাটফর্ম। অন্ধ উন্মাদনা যেন ক্রীড়াঙ্গনের সেই স্পিরিটকে নষ্ট না করে সেটা নিশ্চিত করা ফিফার মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর প্রধান কাজ। এবারের বিশ্বকাপে ফিফা সেই লক্ষ্য থেকে কিছুটা হলেও দূরে সরে গেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফুটবলের জয় হয়েছে। এটাই ফুটবলের শক্তি। এই বিশ্বকাপে কে বিজয়ী হবে সেটা পরের বিষয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন খেলার আসল লক্ষ্য জয়ী হয়। ফুটবল এবং সব খেলাধুলা যেন বিশ্ব রাজনীতির হাতিয়ার না হয় সেটাই সবার প্রত্যাশা।

শেখ হাসিনার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য

(৮ পাতার পর)

বলেছেন, দেশের মাটিতে অবশ্যই জুলাইয়ের সব হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে। তিনি বলেন, আইনের সব নিয়ম বজায় রেখে, প্রয়োজনে কিছুটা সময় নিয়ে হলেও প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। এমন বিচার হতে হবে, যেন শহীদের আত্মা শান্তি পায়। তিনি প্রতিশোধের রাজনীতি পরিহার করে দীর্ঘ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও জুলাইয়ের ত্যাগ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

নিজের মরহুম মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কথা স্মরণ করে তারেক রহমান বলেন, অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করাই এখন তার প্রধান দায়িত্ব। তিনি জানান, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের যথাযথ মূল্যায়ন, দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা এবং পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন করাকে তার সরকার পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে মনে করে। তিনি জুলাইয়ের শহীদ পরিবার ও আহত জুলাইযোদ্ধাদের হাতে জুলাই স্মৃতি স্মারক তুলে দেন।

খালেদা জিয়ার আদর্শ ও উদারতার কথা

জুলাই জাতীয় সম্মেলনে তারেক রহমান তার মায়ের উদারতার কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, 'এই অনুষ্ঠান চলাকালে আমি বারবার ভাবছিলাম, এই মুহূর্তে যদি আমি আমার মাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম–মা, গত ১৭ বছরে আপনার ওপর যে অন্যায় ও অত্যাচার হয়েছে, আপনি কি চান আমি এসবের প্রতিশোধ নিই? আমার বিশ্বাস, মা বলতেন–এই মুহূর্তে তোমার কাজ সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার মা বেগম খালেদা জিয়া নিজের জীবনের সব কষ্ট এবং অন্যায়ের বিপরীতে কখনো প্রতিশোধের কথা ভাবতেন না। দেশের স্বার্থে এবং শহীদদের স্বপ্নপূরণে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একতাবদ্ধভাবে কাজ করাই যে এখন তার প্রধান দায়িত্ব, মায়ের আদর্শ থেকে তিনি সেই শিক্ষাই পেয়েছেন। মায়ের পাশাপাশি ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর কথাও স্মরণ করেন তিনি। বলেন, বেঁচে থাকলে তার ভাইও প্রতিশোধের চেয়ে দেশ গড়ার কাজেই বেশি মনোযোগ দিতে বলতেন। তারেক রহমান স্পষ্ট করে জানান, স্বৈরাচারের আমল থেকে শুরু করে জুলাই আন্দোলন পর্যন্ত যে লাখ লাখ মানুষ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং কষ্টের শিকার হয়েছেন, ঠিক একই রকম কষ্ট ও ক্ষত তিনি এবং তার মা জীবনভর বয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই নিজেরা ভুক্তভোগী হয়েও তারা চান না যে বিচারের নামে নতুন কোনো অন্যায় বা প্রতিশোধের রাজনীতি দেশে চলুক।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার মুখোশ : শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনকাল নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অসংখ্য অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণমূলক রিপোর্ট প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়েছে। এসব রিপোর্টে শেখ হাসিনাকে একজন নিষ্ঠুর একনায়ক বা স্বৈরাচার হিসেবে চিত্রায়িত করা হয় এবং চব্বিশের জুলাইয়ের হত্যাকাণ্ডকে শেখ হাসিনার 'মানবতাবিরোধী অপরাধ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

বিবিসির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, শেখ হাসিনার ১৫ বছরে বাংলাদেশে কোনো নাগরিকের মুক্তমত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না, ভিন্নমতাবলম্বীদের গুম এবং নির্বাচনি ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছিল। 'দ্য ব্যাটল ফর বাংলাদেশ : ফল অব শেখ হাসিনা' শীর্ষক বিবিসি আইয়ের রিপোর্টে বলা হয়, চব্বিশের জুলাই-আগস্টে শেখ হাসিনার প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ ও হত্যাকাণ্ড ছিল নিষ্ঠুরতার প্রমাণ। বিবিসি এ সম্পর্কিত অডিও ফাঁস করে। এতে যাত্রাবাড়ীসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের নির্বিচার গুলি এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিকল্পিত গণহত্যার চিত্র তুলে ধরা হয়।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে শেখ হাসিনার শেষ মুহূর্তের নাটকীয় পলায়নের বিবরণ তুলে ধরা হয়। সেখানে বলা হয়, লাখো মানুষের ক্ষুব্ধ মিছিল যখন গণভবনের দিকে ধেয়ে আসছিল, তখন পরিবারের সদস্যদের পরামর্শে ও জীবন বাঁচাতে তিনি পদত্যাগ করে সামরিক বিমানে ভারতে পালিয়ে যান।

আলজাজিরা তাদের অনুসন্ধানী ও ভিডিও প্রতিবেদনে শেখ হাসিনার দমন-পীড়নকে নজিরবিহীন নৃশংসতা বলে আখ্যা দেয়। এতে মন্তব্য করা হয়, শান্তিকামী সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও আওয়ামী ক্যাডার বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া এবং বুলেটের মাধ্যমে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার মরিয়া শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়।

ব্রিটিশ ম্যাগাজিন দ্য ইকোনমিস্ট শেখ হাসিনাকে এশিয়ার 'সবচেয়ে নির্মম একনায়ক' হিসেবে আখ্যায়িত করে। ইকোনমিস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান–বিশেষ করে পুলিশ, বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। তবে বাংলাদেশের সাধারণ 'জেন-জি' প্রজন্ম বুলেটের ভয়কে জয় করে তার অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন দ্য ডিপ্লোমেটের প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনা নিজেই নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন বিক্ষোভের মূল সমন্বয়কদের হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলা হয়।

রয়টার্স ও এএফপি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং জাতিসংঘের রিপোর্টের বরাত দিয়ে নিয়মিত বিশ্ববাসীকে জানায়, প্রায় ১৪০০ মানুষকে হত্যা করে চালানো শেখ হাসিনার এই দমন-পীড়ন ছিল আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় গণহত্যা। রিপোর্টে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে নিশ্চিত করা হয় যে, শেখ হাসিনার নির্দেশেই পুলিশ পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী গুলি চালিয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের বিশেষ ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্টে বলা হয়, শেখ হাসিনার সরকার সুপরিকল্পিতভাবে মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১২ থেকে ১৩ শতাংশই ছিল নিষ্পাপ শিশু। ক্ষমতার দম্ভ এবং তথাকথিত 'লাইসেন্স টু কিল' মানসিকতার কারণেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইসিটি শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করেছে।

সামগ্রিকভাবে বিশ্ব গণমাধ্যমের চোখে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনকাল ছিল একটি গণতন্ত্রহীন অন্ধকার অধ্যায়, যা নিজের জনগণের ওপর চালানো এক নির্মম গণহত্যার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। এত বড় নিষ্ঠুরতার পরও শেখ হাসিনার কিংবা আওয়ামী লীগের নেতাদের কোনো অনুশোচনা নেই। ভারতের দয়ায় বর্তমানে দিল্লিতে অবস্থান করছেন শেখ হাসিনা। সেখানে পালিয়ে গিয়ে তিনি এখন ভারতের আশ্রিতা। কিন্তু তার দম্ভ এবং অহংকার এখনো চুল পরিমাণও কমেনি। তেমনি আওয়ামী লীগের অন্য পলাতক নেতাদের আস্ফালনও মানুষ দেখছে।

দেশে এত দিন আওয়ামী লীগের যেসব নেতা চুপচাপ ছিলেন, তারাও গলা তুলছে। ফ্যাসিস্টদের সহযোগী কিছু সাংবাদিকও আওয়াজ তোলা শুরু করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ ইতোমধ্যে বলেছেন, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অধ্যায় সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। এই দল রাজনৈতিকভাবে দাফন হয়ে গেছে এবং দলটি দেশে আর কোনো দিন রাজনীতি করতে পারবে না। জুলাই অভ্যুত্থানে এত বড় গণহত্যাকাণ্ড চালানোর পরও শেখ হাসিনার কিংবা দলটির নেতাদের মধ্যে কোনো অনুশোচনা ও দোষ স্বীকারের মানসিকতা নেই। শেখ হাসিনার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তেমনি দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমও এখন নিষিদ্ধ। দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হবে কি না–তা আদালতই ঠিক করবে। যেমন শেখ হাসিনার ক্ষমা নেই, তেমনি দল হিসেবে আওয়ামী লীগকেও দেশের মানুষ ক্ষমা করবে না।

লেখক : বর্তমান সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব।

বিশ্বকাপে টিকিটের দামে হঠাৎ বড় ধস

স্পোর্টস ডেস্ক : শেষ ষোলোর ম্যাচ শুরুর আগেই ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিটের বাজারে বড় ধস নেমেছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের মধ্যকার বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচের টিকিটের দাম কমেছে সবচেয়ে বেশি। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে এই ম্যাচের টিকিটের দাম ৩০ শতাংশেরও বেশি কমেছে। যদিও শেষ মুহূর্তে চাহিদা বাড়ায় দাম কিছুটা ক্ষতি সামলাতে পেরেছে ফিফা। টিকিটের মূল্য পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান টিকিটডাটা ডটকমের তথ্যানুযায়ী, সিয়াটলে অনুষ্ঠিতব্য যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য গত ১ জুন প্রায় ৪ হাজার ডলারে উঠেছিল। তবে কয়েকদিনের ব্যবধানে তা নেমে আসে ১ হাজার ৫৪৯ ডলারে। এরপর বসনিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র শেষ ষোলো নিশ্চিত করলে টিকিটির দাম কিছুটা বেড়েছে।

গত ৩ জুন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য ছিল ২ হাজার ৮৩৬ ডলার। তবে সেই ঊর্ধ্বগতি স্থায়ী হয়নি। গত ৩ জুন বিকেলে টিকিটের দাম নেমে আসে ১ হাজার ৪২৩ ডলারে, যা আগের তিন দিনের তুলনায় প্রায় ৩২ শতাংশ কম। যদিও সন্ধ্যায় কিছুটা বেড়ে ১ হাজার ৬৩৫ ডলারে পৌঁছায়। দাম কমলেও শেষ ষোলোর আটটি ম্যাচের মধ্যে টিকিটের দামের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম ম্যাচ। সবচেয়ে বেশি দাম মেক্সিকো-ইংল্যান্ড ম্যাচের, যেখানে সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য ৩ হাজার ৫৭৪ ডলার। বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম ম্যাচের টিকিটের দামে এত বড় পতন কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কারণ বেলজিয়াম দলের বেস ক্যাম্প সিয়াটলের খুব কাছেই অবস্থিত। তাছাড়া এটি সিয়াটলে দলটির তৃতীয় ম্যাচ, ফলে দর্শক উপস্থিতি বেশি হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছিল। এদিকে আর্জেন্টিনা-মিসর ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য ১ হাজার ৫৯৯ ডলার। ব্রাজিল-নরওয়ে ম্যাচের টিকিট ১ হাজার ৫৩৭ ডলার এবং পর্তুগাল-স্পেন ম্যাচের ১ হাজার ৩৬৭ ডলার থেকে শুরু হচ্ছে। অর্থাৎ গ্রুপ পর্বের মতো শেষ ষোলোতে দর্শকদের আগ্রহ না থাকায় টিকিটের চড়া দাম পাচ্ছে না ফিফা। অন্যদিকে গত ৪ জুন মরক্কোর কাছে ৩-০ গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে কানাডা। সেই ম্যাচের টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্যও শেষ ৭২ ঘণ্টায় ১৪ শতাংশ কমেছিল।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1096789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ
ব্যানার • পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড • মগ
ক্যালেন্ডার • ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন • লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার • আইডি কার্ড
মেনু • টি-শার্ট
পত্রিকা এড • রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড • ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার • লেমিনেশন
ক্রেস্ট • ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

House for Rent
104-84 165th Street, Jamaica, NY 11433, 2nd Floor, 3 Bed, 1 Bathroom house will be rented out. Please call or leave text message at 347-891-2246. B-05-07

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা হলিসে ২০১ স্ট্রিটে বড় দুই বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। প্রবেশপথ সম্পূর্ণ আলাদা। মসজিদ আর-রাইয়ান, সুপারমার্কেট ও হিলসাইড এভিনিউ এর খুব কাছে। যোগাযোগ: 347-364-4944
বি-০৫-০৭

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া
ফ্রেশ মেডোসে সম্পূর্ণ নতুনভাবে রেনোভেটেড ২ বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ফোন: ৭১৮-৪৪০-২৫১৪ নম্বরে কল করুন, অথবা টেক্সট দিন। বি-০৫-০৭

বাসা ভাড়া
হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউনিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বাসা ভাড়া হবে
জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট সিঙ্গেল রুম আছে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭
বি-০৫-০৭

বেসমেন্ট ভাড়া
আগামী ১ আগস্ট থেকে জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং পারসন্স বুলেভার্ড 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৫-৫৬৪৬, ৩৪৭-২৬৪-৭৩২২। বি-০৩-০৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে
হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউনিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে সেমি বেসমেন্টে ২ বেড, কিচেন, বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬
বি-৫২

বেসমেন্ট ভাড়া হবে
জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া
কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া
কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণভাবে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-৫২-০২

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া
জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে 718-322-1488 ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

PLOT FOR SALE IN DHAKA
ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: 917-365-1401

বাসা ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলার বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম,লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ-
917-848-4245
(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

জ্যামাইকায় কয়েকটি পৃথক রুম ভাড়া
জ্যামাইকার ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ডে ৩টি ও ৩টি পৃথক রুম, ১টি ফুল বাথরুম ও একটি ফুল কিচেন ও ডাইনিং রুম। মাসিক ভাড়া সকল ইউটিলিটিসহ ২৩০০ ডলার। Q111, Q113, Q114 evm Ges E / F train হাঁটা দূরত্বে। ভাড়া নিতে আগ্রহী কর্মজীবীদের ভালো আয় থাকা আবশ্যক। কাছেই আল আন-সার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারি। বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: ৭১৮-৩২২-১৪৮৮ (সকাল ১০টার মধ্যে রাত ১০টার ম ে ধ ্য)
বি-০৪-০৬

Separate Rooms for Rent in Jamaica
155 Linden Blvd, Shutpin Jamaica, 3 separate rooms . 2 separate rooms with 1 full bath and 1 full kitchen room with dining place, monthly rent $2300. included all utilities. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service than E / F train. Looking for good income and working person. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are qualify than contact at 718-322-1488. Please Call between 10am to 10pm. বি-০৪-০৬

House for Rent

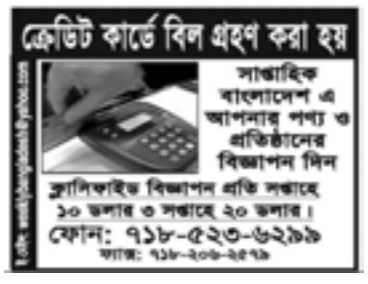

- Basement, 2bd, 1 bath, living 79th street & Northern Ave.
- 4bd, 1.5 bath, living, dining Queens Village.
- 3 bd, 1bath, living, 111th Street & 101 street Ave.
- 3bd, 1bath, living & dining. 89-11, 207th Street
- 3bd, 1bath, living, dining, Jamaica Estate.
- 3bd, 1bath living dining 174th Street & 111th Ave.
- 2bd, 1bath, living 2nd floor.
- 2bd, 2bath, living and floor. Close LIRR.
- 3bd, 1bath, big living-146-13, 105th Ave.
- 3bd, 2baths, living, dining, 1st floor+ Parking, 164-25, 109th Rd.
- Attic 1bd, 1bath living, 172nd Street & 90th Ave.
- Attic 2bd, 1bath big living, 85-56, 151st street.
- 3bd, 2bath, living, dining, 2nd floor, $3200, 164, 39, 108th Ave.
- 3bd, 2bath living, dining 1st & 2nd floor, 9486 218th Street. Rent $3100 plus bills
- 3bd, 1bath, living, dining, 1st floor, 177-47, 106 Ave.
- 2bd, 1bath, kitchen and 2nd floor+nice attic, 111-16, 173rd Street.
- 3bd, 1.5 bath living, dining. $3000+Utility
- 3bd, apartment, Jackson Heights, 82nd street & 34th Ave. Close 7 train
- Basement 2bd, 1 bath, living 151-14, 85th Ave..
- Semi basement 2bd, big Living, Parsons Blvd & Hillside Ave. $2000
- 3bd, 1 bath living 88-25 172nd steet.
- 1bd, 1 bath living, dining, 88-23, 171st street
- 3bd, 1bath, dining, 1st floor 104-31, 164th Road.
- 3bd, 1bath, big living 2nd floor, 177th Street, Liverty Ave.
- 1bd, 1bath, living, 1st floor 187th & 90th Ave.
- 3bd, 2 bath, dining, parking 176-11, 120th Ave. 3400+bills.
- Jackson Heights, 2bd, 1bath, living, dining, 78th Street & 32nd Ave.
- 2bd, 1 bath, big living, 150 St & Hillside Ave
- Duplex 3 bd 2bath living, dining, Merrick Blvd & 108th Ave, 2nd flr, 3rd flr 108-41 171 St, $3200 + Electric bill
- 1bd. 1bath, living 168th St & 84th Ave
- Ozone Park 3bd 1 bath, living
- 2bd, 1bath Attic 186th St & 90th Ave
- 2bd 1 bath, living, 3rd flr
- Astoria, 2bd Apartment, 21-28 35th St
- 3bd 2 bath living, dining, 2nd flr, 177the st & Liberty Ave
- Astoria 3bd 2bath, living dining, balcony, 35-29 34th St
- 2bd, 1 bath, living, Queens village

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Office cum Account Assistant Wanted

Al-Mamoor School is accepting applications for an Office cum Account Assistant position. Please email your application and resume by July 17 to:

Mohsinpatwary51@gmail.com

B-05-07

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

JUNZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

স্টোর বিক্রয় হবে

'এম' ট্রেন সাবওয়ে ক্রস স্ট্রিট স্টেশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্থানে একটি স্টোর বিক্রয় করা হবে। লোটো, বিয়ার, সিগারেট, জাইন টোব্যাকো, ক্যান্ডি, কোল্ড ডিঙ্কস, ওষুধ, ব্যক্তিগত পরিচর্যা সামগ্রী ইত্যাদির জন্য সুবিধাজনক।

যোগাযোগ: **347-933-7455** বি-৫১-০১

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

খণ্ডকালীন চাকুরি আবশ্যক

একজন বয়স্ক লোকের জন্য খন্ডকালীন কাজ প্রয়োজন। বিদেশি মালিকানাধীন দোকান অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আগামী নভেম্বর ২০২৬ সময়ের মধ্যে। যোগাযোগ: মি. খান, ফোন ৩৪৭-৩৫৫-৫২৫০ বি-০৪-০৬

পাত্রী আবশ্যক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সাবেক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা (স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত) পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের ডিভোর্সড পাত্রের জন্য সাধারণ পরিবারের অনুর্ধ্ব ৩৬ বছর বয়সী এইএসসি-মাস্টার্স উত্তীর্ণ পাত্রী আবশ্যক। পাত্রীকে অবশ্যই সৎ, ভদ্র ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। পাত্র বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এর 'সাবস্টিটিউট টিচার' পদে কর্মরত। এছাড়া নিউইয়র্কে কয়েকটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় লিস্টেড হয়েছেন। পাত্রী/অভিভাবক নিঃসংকোচে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ: 929-350-4297; ইমেইল: alam-sky777@gmail.com
বি-৫২-০১

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামাইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: **৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT

74TH ST, JACKSON HEIGHTS NY 11372

CALL : ISP AT:

718-426-2700

For further information.

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগঃ মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোনঃ 929-636-6816

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate — INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm, Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগঃ ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইলঃHelal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* ফিনান্সেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ ষ্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বর্ণাঢ্য অভিষেক

(শেষ পাতার পর)

আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলাগুলোর প্রবাসী বাংলাদেশীরা সপরিবারে অংশ নেন। ফলে অনুষ্ঠানটি উত্তরবঙ্গবাসীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। শিশু-কিশোর-কিশোরী থেকে বয়োবৃন্দ সর্বস্তরের প্রবাসীদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর হয়ে উঠে অভিষেক অনুষ্ঠান। রোববার (৫ জুলাই) সন্ধ্যায় সিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সকল উত্তরবঙ্গবাসীকে ফাউন্ডেশনের পতাকা দলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগঠনটিকে আরো শক্তিশালী করার পাশাপাশি সম্মিলিতভাবে প্রবাসীসহ দেশের কল্যাণে অগ্রনী ভূমিকা পালন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা বলেন, যমুনা সেতু হওয়ার পর থেকে উত্তরবঙ্গ আর মঙ্গা পীড়িত অঞ্চল নেই। তবে আমাদের প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। এজন্য বক্তারা বগুড়ার সন্তান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের কাছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য দাবী জানান। খবর ইউএনএ'র।

তিন পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক ও প্রধান উপদেষ্টা ডা. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এসময় ফাউন্ডেশনের অন্যতম ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নাসির আলী খান পল, আমন্ত্রিত অতিথি সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান ও জহিরুল ইসলাম টুকু, *(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)*

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।

● ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
● ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
● Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
● আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
● ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

Dr. GeeCee Pat

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Thursday
09 July 2026
বৃহস্পতিবার
০৯ জুলাই ২০২৬

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

তাজিসংঘের অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ ও তাঁর পাশে বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপি আলী হোসেন ফকির।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অধিক বাংলাদেশি মোতায়েনের আহ্বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী ও পুলিশ সদস্যদের অধিকতর মোতায়েন, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের জন্য আরও নেতৃত্বস্থানীয় পদে নিয়োগ এবং বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট পাঠানোর ক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছেন। গত ৬ জুলাই *(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)*

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বর্ণাঢ্য অভিষেক

বগুনিউইয়র্ক (ইউএনএ): বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিষিক্ত হয়েছেন দেশের উত্তর বঙ্গের ১৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র দ্বি-বার্ষিক (২০২৬-২০২৭) কার্যকরী পরিষদের নতুন কর্মকর্তাগন। এ উপলক্ষ্যে *(বাকি অংশ ৫০ পাতায়)*

ইসলাম বিদ্বেষ রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান গ্রেস মেং এর

বাংলাদেশ রিপোর্ট : গত ৩ জুলাই শুক্রবার দুপুরে সিটির ফ্লাশিংয়ে অবস্থিত 'মুসলিম সেন্টার অফ নিউইয়র্ক' এ জুমা নামাজ চলাকালে এক ব্যক্তি 'বি, বি গান' হিসেবে পরিচিত একটি এয়ারগান নিয়ে প্রবেশ করার ঘটনার ওপর বিবৃতি প্রদান করেছেন কংগ্রেসওম্যান *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

জ্যামাইকায় যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রে ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী আমেরিকান্স অব নিউইয়র্ক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশ সহ ভারত উপমহাদেশের দেশগুলোর স্বাধীনতার সাথে আমেরিকার স্বাধীনতার মিল রয়েছে। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যেমন স্বাধীন হয়েছে, তেমনি *(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)*

আল-মামুর স্কুল গ্রাজুয়েটদের সাফল্য উদযাপন

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের ফ্রেশ মেডোজে অবস্থিত আল-মামুর স্কুল গর্বের সঙ্গে স্কুলের গ্রেড ৮ ও গ্রেড ১২-এর স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান উদযাপন করেছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত উৎকর্ষ, নেতৃত্বের গুণাবলী, ইসলামী চরিত্র এবং উল্লেখযোগ্য অর্জনকে সম্মান *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

'অভিবাসীরাই গড়ে তুলেছেন নিউইয়র্ক' মেয়র মামদানি

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেয়া ভাষণে অভিবাসীদের অবদানকে সামনে এনে ব্যতিক্রমী বার্তা *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে ফি পরিশোধে নতুন নিয়ম

বাংলাদেশ ডেস্ক : আগামী ১ অক্টোবর থেকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে স্বশরীরে সেবা নিতে গেলে সব ধরনের কনস্যুলার ফি শুধুমাত্র *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

'বার্থ ট্যুরিজম' ঠেকাতে ট্রাম্প প্রশাসনের কড়াকড়ি

বাংলাদেশ ডেস্ক : জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিত করার উদ্যোগে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেও পিছু হটছে না ট্রাম্প প্রশাসন। এবার 'বার্থ ট্যুরিজম' বা *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে 'অল কাউন্টি হোমকেয়ার'র ব্যতিক্রমী আয়োজন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্ক অঞ্চলে বসবাসরত বাংলাদেশের বেশ কজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনার পাশাপাশি ২৫০ জন সিনিয়র সিটিজেনকে বিশেষ সম্মাননা জানালো *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

পর্ব-১৬ : হক সাহেবের পরামর্শে আমি জীবনানন্দ দাশ ও শামসুর রাহমানের কবিতা পড়তে শুরু করি। দৈনিকের সাহিত্য পাতায় ছাপা হওয়া কবিতা পড়তে শুরু করি। তখন ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকী সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল, পাশাপাশি দৈনিক বাংলা, *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

বক্তব্য রাখছেন শাহনেওয়াজ।

নিউইয়র্কে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড ৯ আগস্ট

নিউইয়র্ক : দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নিয়ে আগামী ৯ আগস্ট নিউইয়র্কের *(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)*

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্কের বনভোজন

নিউইয়র্ক : রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক এর বার্ষিক বনভোজন গত ৫ জুলাই *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সেভ দ্য পিপল মিলনায়তনে *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সাইদকে সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com